www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬–২০১৬

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

এসেছে ফাগের দিন
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ৫ চৈত্র – ১১ চৈত্র, ১৪২২ ঃ ১৯ মার্চ – ২৫ মার্চ, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 21, 19 March - 25 March, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাশ হয়ে গেল আধার বিল। এবার থেকে সরকারি ভর্তুকি ও ভাতা পেতে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক। আধার নিয়ে বিভ্রান্তি এবার কাটবে।

রবিবার : অবহেলা ও বঞ্চনার জবাব দিচ্ছে গঙ্গা। ফরাক্কার বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেল গঙ্গাজলের অভাবে। সভ্যতার পাপে গঙ্গা আজ নাজেহাল। গঙ্গার জল কমছে কেন? জেনেও না জানার ভান করছেন রাজনীতিকরা।

সোমবার : ধার নিয়ে শোধ না দেওয়া ও প্রতারণা করার অপরাধে বিজয় মালিয়ার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে হায়দ্রাবাদের একটি আদালত। কিন্তু এখন দেশে ফিরতে রাজি নন বিজয়।

মঙ্গলবার : রাজনীতিকদের আর্থিক দুর্নীতি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে ভারতকে। এমনকি যখন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী ঘুষ নেওয়ার দায়ে গ্রেফতার করল ইডি অন্যদিকে যখন তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রী, সাংসদদের ঘুষ নেওয়ার গোপন ভিডিও প্রকাশ করল নারদ ডট কম তখন সোরগোল তুঙ্গে উঠল।

বুধবার : কমিশনের ফুল বেঞ্চ নিয়ে রাজ্যে এসে বেজায় খাপ্পা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নসীম জাইদি। শহরে রাজনৈতিক দলের পোস্টার ব্যানারে ছয়লাপ দেখে বললেন ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সব সাফ করতে হবে। কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। ইতিমধ্যেই বদলি হয়েছেন ৪ এমপি, ১ ডিএম সহ ৩৭ জন।

বৃহস্পতিবার : কলকাতার ঘরের কাছে মহেশতলার ৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জঙ্গি সন্দেহে দুজনকে গ্রেফতার করে এনআইএ। এরা নাকি খাগড়াগড় কান্ডের সঙ্গেও যুক্ত।

শুক্রবার : পাঠানকোট মামলার তদন্ত করতে নয়াদিল্লি আসছে পাকিস্তানের বিশেষ তদন্তকারী দল।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বিরোধীরা আতস কাঁচে

পার্থসারথি গুহ

সারদা থেকে নারদা

কয়েকদিন আগেই তৃণমূলের যুবরাজ সদর্পে নির্বাচনী সভায় জানিয়েছেন সারদা দিয়ে যা হয়নি তা করা যাবে না নারদা দিয়েও। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে ভোকাল টনিক হিসেবে কাজ করছে আপামর তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে। বিশেষ করে বিধানসভা ভোট যখন কড়া নাড়ছে তখন এই ধরণের বক্তব্যই তো চাই। তাও আবার ঘুষ কাণ্ডের জেরে বিভ্রান্ত কোনও দলের নেতারা এভাবেই তো চাঙ্গা করতে পারেন হতোদ্যম কর্মীদের। নারদ বিতর্ক মানে স্টিং অপারেশন পর্বে ঘাসফুল ব্রিগেডের বেশ কয়েকজন প্রথম সারির সাংসদ–মন্ত্রী বেআব্রু হয়ে ওঠার পরেও কখনই মনে হচ্ছে না তৃণমূল এবারের নির্বাচন হারতে চলেছে। বরং ঘুষ কাণ্ড সামনে আসার পরেও ছবিটা কার্যত আগের মতোই রয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ শাসক দলের হাতেই আরও একবার নবান্নের ভার যেন তুলে দিতে চাইছেন রাজ্যবাসী।

অথচ যেভাবে জোড়াফুলের দুর্নীতির ছবি লুকনো ক্যামেরার মাধ্যমে আলোকিত হয়েছে তাতে উলটো সম্ভাবনা তৈরি হওয়ার কথাই ছিল। এ রাজ্যের বিরোধীরা তা সে কং–বাম জোটই হোক আর পদ্মফুল সকলেই নিজের নিজের মতো করে পথে নেমেছেন, সোচ্চারও হচ্ছেন, কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, বিরোধিতার যে ঝাঁঝ থাকা উচিত ছিল তা একেবারেই দৃশ্যমান নয় এই বিরোধীদের মধ্যে। টিভি চ্যানেলের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে এই বিরোধী নেতারা যতই মুখে 'মারিতং জগতং' কপচান না কেন, পথে নেমে আন্দোলনে বড্ড বেশি জড়তার ছাপ চোখে পড়ছে। এখানে দরকার ছিল একজন 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়' এর মতো বিরোধী মুখ। যিনি টিভি চ্যানেল বা সংবাদমাধ্যমের চেয়েও বেশি স্বচ্ছন্দ মাঠেঘাটের রাজনীতিতে।

এরপর পাঁচের পাতায়

এবার কেরোসিনেও আসছে ডিবিটি প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : দেশের ন'টি রাজ্যের ৩৩টি জেলায় আগামী ১ এপ্রিল শুক্রবার রেশনের মাধ্যমে পাওয়া নীল কেরোসিনের ক্ষেত্রে 'প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর' (ডিরেক্ট বেনিফিট) প্রকল্প কার্যকর হচ্ছে। গত ৯ মার্চ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, হিমাচলপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও ঝাড়খন্ড এই ন'টি রাজ্যের সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার দ্বারা চিহ্নিত মোট ৩৩টি জেলায় নীল কেরোসিনের ক্ষেত্রে 'ডিবিটি' রূপায়ণ হবে। এ বিষয়ে নিয়মাবলী বলতে গিয়ে তিনি বলেন, যেসব জেলায় এ প্রকল্প কার্যকর হচ্ছে, সেসব জায়গার উপভোক্তারা রেশনের নীল কেরোসিন কেনার সময় ভর্তুকিহীন বাজারমূল্য অনুযায়ী দাম দেবে। পরে কেনার তিনদিন বা ৭২ ঘন্টার মধ্যে ভর্তুকির অর্থ সুবিধা প্রাপকের নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি হস্তান্তর করে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, পরীক্ষামূলক এই প্রকল্প সাফল্য লাভ করলে আগামী জুলাই মাসের পর থেকে সারা দেশে 'ডিবিটি' প্রকল্প কার্যকর হবে। ফলে নীল কেরোসিনে কালোবাজারী রোধ করা যাবে। প্রকৃত ভর্তুকি যাদের পাওয়া উচিত তারাই ভর্তুকি পাবে। উল্লেখ্য, আমাদের দেশের প্রকৃত দরিদ্র পরিবারগুলি সাধারণভাবে ভর্তুকির সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শহর ও আধা শহর এলাকায় মূলত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষরাই এই সুযোগ–সুবিধা ভোগ করে থাকেন। দরিদ্র পরিবারগুলিতে রান্নাবান্নার কাজে যে জীবাশ্ম জ্বালানি সচরাচর ব্যবহার করা হয়, তা স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ ক্ষতিকর বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

লোকসভায় মৃত্যুর গল্প বাতিল করে

উন্মোচিত হোক নেতাজির অজ্ঞাতবাস পর্ব

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

কি কি পাওয়া গেল

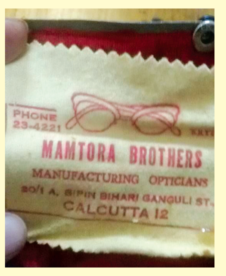

নেতাজির মা–বাবার ও পারিবারিক ছবি, কলকাতা থেকে প্রস্তুত ভগবানজির চশমা, তাঁর ব্যবহারের জন্য সর্বভারতীয় লাইসেন্সযুক্ত রেডিও, একাধিক রোল্যাক্সের ঘড়ি ওয়ার‍্যান্টি কার্ডসহ, টেপ রেকর্ডার, নেতাজি সম্পর্কিত সংবাদপত্রের ক্লিপিংস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে নানা বইপত্র, টাইপ মেশিন, রাতের অন্ধকারে দেখার জন্য বায়নোকুলার, সুভাষ ঘনিষ্ঠ পূর্ব পরিচিত ও আজাদ হিন্দের বহু ব্যক্তির চিঠিপত্র, নেতাজির সেজদা সুরেশচন্দ্র বসুর পাঠানো 'ডিসেন্ট টিয়েন্ট রিপোর্ট' পাওয়া গিয়েছে ভগবানজির কক্ষে।

বিস্তারিত ছয়ের পাতায়

একের পর এক, দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অজ্ঞাতবাস জীবনের হারানো তথ্য উঠে আসছে উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদের ট্রেজারি থেকে। অনেক আগেই মুখার্জি কমিশনে বাক্সবন্দি হয়ে ভগবানজির স্পর্শধন্য অজস্র নথিপত্র কলকাতার অফিসে এসেছিল। আলিপুর বার্তা সেদিন নির্ভীকভাবে ঘোষণা করেছিল ভগবানজি–ই ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। মুখার্জি কমিশনের চেয়ারম্যানের কন্ঠে যে সত্য শোনা গিয়েছিল তাই আজ সময়ের নিরিখে প্রমাণিত। এলাহাবাদ হাইকোর্টে লক্ষ্ণৌ বেঞ্চের নির্দেশ অনুসারে ভগবানজির যাবতীয় বইপত্র, চিঠিপত্র, ব্যবহৃত জিনিস অযোধ্যার রামকথা সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত করার কাজ চলছে। ভগবানজি ১৯৮৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে নিজের মৃত্যুর গল্প রটিয়ে পুনরায় অন্তর্ধান করেন। গণমাধ্যমের দেওয়া নাম গুমনামীবাবার 'মৃত্যু রহস্য' নিয়ে উত্তরভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্র তুমুল হইচই করে। পুলিশি অনুসন্ধানও হয়েছিল অত্যন্ত গোপনে। নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্রী ললিতা বসু আদালতের দ্বারস্থ হয়ে জানান, তাঁর রাঙাকাকাবাবু অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের সন্ন্যাসবাস জীবনে যাবতীয় সম্পত্তি সরকার সংরক্ষণ করুক। সেই প্রায় ৩০ বছরের আইনি লড়াইয়ের শেষে সত্যের দিক উন্মোচিত হল।

অনেক বিতর্কের হয়তো দ্রুত অবসান ঘটবে। আগামী দিনে মোদি সরকার নিশ্চয়ই 'অসম্পূর্ণ' মুখার্জি কমিশনকে সম্পূর্ণ করার জন্য উদ্যোগী হবেন। ফৈজাবাদের রামভবনের শক্তি সিং ট্রেজারি থেকেই অনেক ছবি পাঠিয়েছেন। ভগবানজির স্পর্শধন্য সেইসব নথিপত্র আগামী দিন সংগ্রহশালায় দেশবাসী দেখতে পাবেন। তার আগেই আলিপুর বার্তায় পাঠকদের জন্য আমরা প্রকাশ করলাম। ভগবানজির ঘনিষ্ঠ শ্রী বিজয়কুমার নাগ জানিয়েছেন ভগবানজির জন্য তাঁর নির্দেশ মতো তারা কলকাতা থেকে নেতাজির বাবা–মার ছবি, সুভাষচন্দ্রের বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার বেণীমাধব দাসের ছবি, টেপ রেকর্ডার, হাতঘড়ি, সর্বভারতীয় লাইসেন্সযুক্ত রেডিও ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভগবানজির কাছে পৌঁছে দিতেন। নেতাজির জীবনের ইতিহাস নতুন করে লেখার এক মহালগ্নে আমরা উপস্থিত হয়েছি।

ভোটের ফলাফল জানা সহজতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : নির্বাচন কমিশনের জাতীয় নাগরিক পরিষেবা পোর্টালটিতে এই প্রথম অনলাইনে ভোটারদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের সুযোগ সম্প্রসারিত হল। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ভোটদাতাদের সঙ্গে 'ওয়েব পোর্টাল', 'মোবাইল অ্যাপ' এবং এসএমএসে'র মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা হবে। সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি, মনোনয়নপত্র দাখিলের বিস্তারিত বিবরণ এবং নির্বাচন প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা সম্পর্কেও বৈধ নাগরিকদের এ ব্যবস্থার মাধ্যমে অবহিত করা হবে। ভোট গ্রহণের দিনটি সংশ্লিষ্ট ভোটদাতাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে। তাছাড়া, ভোট গণনার দিন নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কেও নির্বাচন কমিশনের এই বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য যোগান হবে। এরই সঙ্গে 'ওয়েব পোর্টাল' এবং 'মোবাইল অ্যাপে'র মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক ভোটার ইনফর্মেশন স্লিপের' সুযোগ সম্প্রদারিত হবে। এ ব্যবস্থায় নির্বাচকরা প্রিন্ট আউট সংগ্রহ করতে পারবেন।

গরমে পেটের রোগ থেকে বাঁচতে পানীয়জল কিনতে হচ্ছে দেদার

কুনাল মালিক : দক্ষিণ শহরতলির ডোঙাড়িয়া আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প থেকে যে জল সরবরাহ হচ্ছে তার স্বাদ অত্যন্ত নোনতা। জলের রঙও ঘোলা। জল সংগ্রহের পর কিছুক্ষণের মধ্যেই জলের নিচে ময়লা কাদা জমা হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৮টি ব্লকে এই জল সরবরাহ হচ্ছে। সাধারণ মানুষ পানীয় জল নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। অনেকেই জানাচ্ছেন, পেটের সমস্যায় ভুগছেন। অনেকে প্রতিদিন সকালে বাজার করার সময় ২০ লিটারের মিনারেল ওয়াটার ৪০–৬০ টাকা দরে কিনছেন। প্রতিবছরই মার্চ–এপ্রিল নাগাদ পানীয় জলের এই সমস্যায় নাজেহাল হন মানুষ। কিন্তু এবারের সমস্যাটা বেশ প্রকট হয়েছে।

নিম্ন–মধ্যবিত্তরা জানাচ্ছেন আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের জন্য পঞ্চায়েত সমিতিকে মাসে ৩০ টাকার বিল দিতে হয়। কিন্তু এখন প্রতিদিনই বাজার থেকে ৪০–৬০ টাকা দানের মিনারেল ওয়াটার কিনতে হচ্ছে। এমনিই বাজারের অগ্নিমূল্যে মানুষ যখন নাজেহাল, তখন জল কিনে খেতে হলে তো আর এক সমস্যা। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন এই সমস্যা মিটবে কবে? যে জল সরবরাহ হচ্ছে তা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয় তো?

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জনস্বাস্থ্য দফতরের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, ভারত–বাংলাদেশ তিস্তা জল চুক্তির কারণে, এখন বাংলাদেশে এদেশের জল চলে যাচ্ছে। ফলে গঙ্গার জলস্তর অনেক কমে গিয়েছে। সমুদ্রের জলও সেভাবে আসছে না। জলের লবণাক্ত ভাব বেড়ে গিয়েছে। যার ফলে এই সমস্যা হচ্ছে তা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

বজবজ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় বলেন, বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।

আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্পের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নীলাদ্রী ভট্টাচার্য বলেন, যতদিন না বাংলাদেশে এদেশ থেকে জল যাওয়া বন্ধ হবে ততদিন সমস্যা মিটবে না। তিনি আরও বলেন, যে জল সরবরাহ হচ্ছে তাতে সোডিয়াম ও পটাশিয়াম বেশি আছে। এর ফলে বয়স্ক লোকেদের অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে কম বয়স্কদের ভয়ের কোনও কারণ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হল বয়স্ক লোকেদের এ ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগে কোনও সচেতনতা মূলক প্রচার করা হচ্ছে না। তাছাড়া নিম্ন–মধ্যবিত্তরা বাধ্য হয়েই আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল পান করছেন। এ ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর তৎপর হচ্ছে না কেন?

দেবশ্রী হঠাও: দাবি রায়দীঘিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়দীঘি (দক্ষিণ ২৪ পরগনা): নাম ঘোষণার আগে থেকেই রায়দীঘির বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এলাকার দলীয় কর্মী–সমর্থকদের একাংশ। খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো দেবশ্রীকে পুনরায় প্রার্থী করার পর ক্ষোভ–বিক্ষোভ অব্যাহত। মথুরাপুর–১ ও ২ ব্লকের চাঁদপাশায়, চাঁদা, খাঁড়ি, রায়দীঘি, নগেন্দ্রপুর, কৌতলাহাট, কঙ্কণদিঘিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে ফ্লেক্স টাঙিয়ে, পোস্টার সাঁটিয়ে প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি দিয়ে ভোট বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছে। বিধানসভা এলাকার দিকে দিকে দলের নীচুতলার কর্মীরা এই ফ্লেক্স–পোস্টার লাগিয়েছেন বলে বিক্ষুব্ধদের দাবি। তবে এই ক্ষোভ–বিক্ষোভকে গুরুত্ব দিতে রাজি নন প্রার্থী দেবশ্রী ও তাঁর অনুগামী ব্লক নেতৃত্ব। তবে দেবশ্রীর বিরোধী প্রার্থী হেভিওয়েট সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় শাসকদলের নীচুতলার কর্মী–সমর্থকদের ক্ষোভ–বিক্ষোভ নিয়ে কিছু বলতে রাজি হননি।

গত ২০১১ সালে রায়দীঘি আসন থেকে সিপিএমের কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেত্রীর বাজি ছিলেন অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়। ডাকসাইটে মন্ত্রী কান্তিবাবুকে পরাজিতও করেন দেবশ্রী। কিন্তু এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত পাঁচ বছরে দেবশ্রীকে খুব বেশি এলাকায় দেখা যায়নি। প্রয়োজনে ফোন করলে পাওয়া যায়না বিধায়ককে। উল্টে ফোন করে অপমানিত হতে হয়েছে বাসিন্দাদের। সবমিলিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল। একথা জানতেন স্বয়ং তৃণমূল নেত্রীও। কিন্তু দেবশ্রীকে না সরিয়ে এলাকায় বেশি সময় দেওয়ার জন্য বার্তা দিয়ে পুনরায় প্রার্থী করে দেওয়া হয়।

নাম ঘোষণার পর এখনও সেভাবে প্রচার শুরু করতে পারেননি দেবশ্রী রায়। এলাকার কর্মীরা বেঁকে বসে আছেন। বেশ কিছু পঞ্চায়েত এলাকায় দেওয়াল লেখার জন্য কর্মীরা নামছেন না বিক্ষুব্ধদের দাবি। বিক্ষুব্ধদের মধ্যে প্রথম সারিতে আছেন ব্লক যুব নেতা হাবিবুর রহমান, অঞ্চল সভাপতি প্রদ্যুৎ হালদার, সব্যসাচী মণ্ডলরা। এঁরা প্রত্যেকেই দেবশ্রীর পরিবর্তে স্থানীয় কাউকে প্রার্থী হিসেবে চাইছেন। হাসিবুর বলেন, 'আমরা তৃণমূল কংগ্রেস করি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের আদর্শ। কিন্তু দেবশ্রীকে একবার বিধায়ক করে যে ভুল মানুষ করেছে তা আর করতে রাজি নন মানুষ। তাই এলাকার কাউকে প্রার্থী চাইছি আমরা। প্রার্থী পরিবর্তন না হলে তাই এলাকায় এলাকায় ভোট দেবে না তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা।' সব মিলিয়ে শুরুতেই বেশ কিছুটা ব্যাকফুটে দেবশ্রী। তবে দেবশ্রীর সাফ জবাব, 'মানুষ আমাকে যখন ডেকেছেন পেয়েছেন। আমাকে নিয়ে কেউ ক্ষুব্ধ নেই। বিরোধীরা এইসব প্রচার করছে।' স্বভাবতই শাসকদলের ঘরের কোন্দলে কান্তি কিছুটা অ্যাডভান্টেজ অবস্থায় ভোট লড়াই শুরু করেছে বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের।

প্রার্থী পরিবর্তনের
দাবীতে
ভোট বয়কট

শেয়ার কেনায় মন

অনেকটা ওঠার পর কনসোলিডেট করছে ভারতীয় অর্থনৈতিক বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

অর্থনীতি

গত সপ্তাহে ইঙ্গিত দিয়েছিলাম দীর্ঘ কারেকশনের পর বাজার চাইছে ওপর দিকে উঠতে। এবং আগামী দুবছর এই জায়গা থেকে বাজার অনেকটাই যে ওপরে উঠতে পারে এমন ইঙ্গিতও দিয়েছিলাম। সেইমতো আচরণ এখন করছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের সূচকদ্বয় নিফটি এবং সেনসেক্স। প্রায় ৬৮০০–র কাছেপিঠে থাকা নিফটি অনেকটাই ওপরে এসে প্রায় ৮ শো পয়েন্ট মতো কভার করেছে ইতিমধ্যে। যার অধিকাংশ সম্ভব হয়েছে শর্ট কভারিং র‌্যালির ওপর নির্ভর করে। এই শর্ট কভার আরও বেড়ে যাবে যদি সাড়ে সাত হাজারের কনসোলিডেট জোন অতিক্রম করে নিফটি আরও বাড়তে থাকে। মূলত ভারতীয় বাজারের এই উত্থান সংগঠিত হচ্ছে এফআইআই বা বিদেশিদের হাত ধরে। এরাই গত প্রায় পৌনে দুবছর ধরে ভারতের বাজারে বিক্রেতার ভূমিকা নিয়েছিলেন। এদের প্রবল বেচায় নিফটি–সেনসেক্সের সঙ্গে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্যাঙ্কিং সেক্টরও। এর মধ্যে আবার উল্লেখযোগ্যভাবে পড়েছে পিএসইউ ব্যাঙ্কভুক্ত শেয়ারের দাম। যার কবলে পড়ে গত কয়েকবছরের নিম্নতলে চলে এসেছিল এসবিআই, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, পিএনবি, কানাড়া ব্যাঙ্ক সহ একগুচ্ছ সরকারি ব্যাঙ্ক–এর শেয়ার সূচক।

সেই জায়গা থেকেই এবার কেনা শুরু হয়েছে। এটা ঠিক যে সব শেয়ার প্রচুর বাড়ে তার পতনও অনিবার্য থাকে। গত কয়েকবছর ধরে এরকম ক্রমাগতহারে বেড়ে চলার পরে এবার ওষুধের শেয়ারেও বড়সড় পতন শুরু হয়েছে। এইসব কিছুই ইঙ্গিত দিয়েছিল বাজারের নেতিবাচক দিকের। গাড়ির শেয়ার এবং সর্বোপরি ধাতুর শেয়ারগুলি ব্যাপকভাবে পড়েছে এই সময়কালে। এইসব জায়গা থেকেই ভরপুর কেনা বা শর্ট কভারিং হচ্ছে। আপাতত বাজার যে নিম্নদেশে এসেছিল তাকেই বটমআউট বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। অর্থাৎ এবার বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী থাকবে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলছেন পিএসইউ ব্যাঙ্ক এবং স্টিল সেক্টর এই সুবিশাল পতনের পর ঘুরে দাঁড়ালেও ভবিষ্যতে আবার নিচের দিকে ধাবিত হবে। এই মতালম্বীদের পালটা অংশ দাবি করছে ভারতের শেয়ার বাজার বিশ্ব বাজারের হাত ধরে এতটা নিচে এসেছিল। এবার তার মুখ থাকবে সামনের দিকে। বিদেশিরা যে হারে ভারতের বাজারে ফিরে এসেছেন তার গতি আগামীতে আরও বাড়তে থাকবে। ফলে ভারতীয় নিফটি আগের উচ্চতা তো পেরবেই ছুঁয়ে ফেলতে পারে ১০ হাজারের ঘরকেও। সেনসেক্স প্রায় ৩৩ হাজারের কাছে পৌঁছানোর আশা পোষণ করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে এই সময়ে যারা ভারতের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করবেন তারা আগামী দিনে দারুণ রিটার্ন আশা করতেই পারেন। ওষুধ, তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যাঙ্ক এবং কিছুটা কমোডিটি নির্ভর শেয়ার এই বাজারে কিনে রাখলে বেশ অনেকটাই প্রত্যাশা করা যেতে পারে। এভাবেই তো মানুষ নিজের সম্পদ গড়ে তোলে। নচেৎ উচু বাজারে যারা বেশি দামি শেয়ারের পিছনে ছোটেন তারা অধিকাংশ সময়তেই ঠকে যান। যে সব দামে এর ওর কথায় শেয়ার খরিদ করেন তার থেকে মুক্তি পাওয়া খুব দুষ্কর হয়ে ওঠে। এইদিকটায় নজর দেওয়া বিশেষ জরুরি। কারণ শেয়ার বাজার বা আর্থিক বাজার এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে হঠকারিতার মূল্য চোকাতে হয় মারাত্মক লোকসান দিয়ে। এখানে আবেগের কোনও জায়গা নেই। তাই মেপে এগোতে হয়। কখন কোন গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে যেতে হয় সেই সম্ভাবনা আকচার থাকে। এটা শুধু এদেশের শেয়ার বাজার বলে নয়, সারা বিশ্বের আর্থিক পরিস্থিতি এমন এক টালমাটাল অবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। যেখানে একটা বিপরীত পদক্ষেপ পুরোপুরি স্তব্ধ করে দিতে পারে আপনার পুঁজিকে। অতএব সাধু সাবধান। এই বাজারের সর্পিল পথে এগোন দারুণ সজাগ হয়ে। তা হলে যদি গিয়ে লাভের মুখ দেখতে পারেন। না হলে লোকসান হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। এর জন্য যেসব পড়াশুনা আছে সেই ফান্ডামেন্টাল এবং টেকনিক্যাল স্টাডির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এইদিকে ওয়াকিবহাল থাকা বিশেষ জরুরি। আসলে শেয়ারের বাজার কখনই একেবারে হিমশীতল বার্তা বয়ে আনে না। এখানে সারাক্ষণ একধরণের অস্থিরতা বিরাজমান। এইদিকে আলোকপাত করা অবশ্য প্রয়োজন।

এবার যে ভারতের শেয়ার বাজার এতটা নিচে এল তা নাও হতে পারত। আর তার জন্য দরকার ছিল ভারতের অভ্যন্তরীন বাজারের চাহিদা সঠিকভাবে পরিস্ফুট থাকা। আসলে ভারতের দেশীয় উপাদান বা খবর এমন কিছু খারাপ ছিল না যার ফলে ভারতীয় নিফটি সাত হাজারের নিচে এবং সেনসেক্স ২১ হাজারের ঘরে চলে আসে। ২০১৪ তে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি যে জনাদেশ নিয়ে সরকার গড়েছিল তা প্রত্যাশিত ছিল আর্থিক উন্নয়নের তরি ঠিকভাবে প্রবাহিত হবে। অথচ মোদির নেতৃত্বে চলা এনডিএ অনেক আশা জাগিয়েও শেষপর্যন্ত চূড়ান্তভাবে ফ্লপ হচ্ছে। কিছুতেই তারা সবাইকে নিয়ে চলতে পারছে না, কী রাজ্যসভা আর কী লোকসভায়। বিরোধীরা একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা তা বলব না। বরং বেশ কিছু ইস্যুতে সরকার বিরোধিতাকে সপ্তগ্রামে নিয়ে যেতে তারা যেভাবে শত্রুদেশের গুণ গাইছে তা কখনই সমর্থন করা যায় না। তাও এই জটিল পরিস্থিতিতে যতটা ঠান্ডা মাথা নিয়ে মোদি সরকারের অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল তা থেকে পদ্মফুল বাহিনী অনেকটাই দূরে থেকে গিয়েছে। ফলে পাশ হয়নি জমি বিল বা জিএসটি কিংবা পণ্য পরিষেবা বিল। যেসব বিলের ওপর এদেশের আন্তর্জাতিকীকরণ অনেকাংশেই নির্ভরশীল ছিল। এই সেট ব্যাকের জন্যই ভারতীয় নিফটি সূচক সাত হাজারের ঘর ভেঙে চলে এসেছিল ৬৮০০–র কাছে। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাজার। যা গত একমাস ধরেই প্রায় সফলভাবে চলছে। ৬৮০০ থেকে ৭৬০০ অর্থাৎ নিফটিতে আটশো পয়েন্ট ঘুরে দাঁড়ানো তো আর মুখের কথা নয়। এই জায়গাতে পিছিয়ে পড়া সেক্টর মানে ব্যাঙ্ক–ধাতু দারুণ প্রতিরোধ গড়ে তোলায় এই হারে বেড়েছে বাজার। এখন দেখার কতটা ধরে রাখা সম্ভব হয় এই পরিস্থিতিতে।

ভারতের শেয়ার বাজার এখনও সারা বিশ্বের কাছে লগ্নির শ্রেষ্ঠ জায়গা এই কথা স্বীকার করছেন দেশী–বিদেশী অনেকেই। তাদের কলমে এই দিকটা বারংবার ফুটে উঠছে। তার ওপর চিনের ওপর থেকে বিদেশিদের ভরসা যখন অনেকটাই কমে যাচ্ছে তখন সেই শূন্যস্থান পূরণ করছে ভারত। তাছাড়া আমেরিকা বা ইউরোপে গ্রোথ আর নতুন করে এগোতে পারছে না। সেইসব দেশের ক্রেতাদের নজরেও তাই ভারত সেরা গন্তব্যস্থল। এই পটভূমিকায় এই সুবিশাল পতন আগামী বুল রানের পথকে প্রশস্ত করছে এটা বোঝাই যাচ্ছে। এই অবস্থায় হুটোপাটি করলে একেবারেই চলবে না। বরং মাথা ঠান্ডা রেখে আগামীর দিকে তাকাতে হবে। সেক্টর পছন্দ করা বড় ব্যাপার নিঃসন্দেহে। ব্যাঙ্ক যেমন আপনার পোর্টফোলিওতে থাকবে তেমন নন–ব্যাঙ্কিং ফিনান্সের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে ভালোমতো। এই নন–ব্যাঙ্কিং শিল্পের মধ্যে মূলত হাউজিং ফিনান্সের দিকে ভালোভাবে মনোনিবেশ করতে হবে। এই সেক্টরে গ্রোথ বা বৃদ্ধি আরও অনেকটাই হওয়ার সম্ভাবনার কথা ইঙ্গিত করছেন অনেক প্রথিতযশা এক্সপার্টরা। এর পাশাপাশি রিয়েলটি সেক্টরে একটু একটু করে কেনাকাটা শুরু করা যেতে পারে। তার আগে দেখে নিতে হবে সেই শেয়ারগুলি যাদের বাজারে লোনের পরিমাণ খুব বেশি নয়। যারা মূলত স্বাবলম্বী। লোনের ভারে ঝুঁকে নেই বা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অন্য কারও দ্বারা। এর পরে আরও একটি সেক্টরকে পাখির চোখ করা যেতেই পারে, তা হল পরিকাঠামো বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং কিছুটা হলেও এনার্জি গোষ্ঠীভুক্ত শেয়ার।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৯ মার্চ – ২৫ মার্চ, ২০১৬

মেষ : শিক্ষায় বাধা এলেও সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। মনের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে।

বৃষ : মনের সন্দেহ দূর করুন। দায়িত্বমূলক যোগাযোগ মূলক কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল হবে না। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। ধর্মের প্রতি মন আকৃষ্ট হবে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। আর্থিক শুভ।

মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ বিদ্যামান। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় রেখে চলতে পারবেন। তথাপি অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সতর্কে মিশবেন।

কর্কট : বেকারত্বের অবসান হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভের যোগ বিদ্যমান। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রেম প্রীতির বিষয়ে সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। শিক্ষায় ফল ভাল হবে।

সিংহ : শরীর ভাল যাবে না বিশেষ করে রক্তের উচ্চচাপজনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা সৃষ্টি হবে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে না। লেখাপড়ায় মনের মত ফল হবে না। শিরঃ পীড়ায় ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কন্যা : বিভিন্ন রকম সমস্যায় জড়িয়ে পড়বেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে ঝামেলা থাকলে তা মিটে যাবে। সপ্তাহের শেষের দিকে আর্থিক উন্নতি ঘটবে। দায়িত্বশীল কাজগুলিতে বাধার সৃষ্টি করবে। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। সতর্কে থাকুন।

তুলা : নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। যারা গান বাজনার চর্চা করেন তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ রয়েছে। চঞ্চলতা হেতু শিক্ষায় ক্ষতি, স্নেহ প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : শিক্ষায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মানসিক চঞ্চলতা এবং উদ্বেগ থাকবে। ধর্মীয় সাফল্য ও উন্নতির যোগ বিদ্যমান। তীর্থ ভ্রমণ যোগ রয়েছে। মনের সন্দেহ দূর করে সহজ স্বাভাবিক থাকুন মনে শান্তি পাবেন। উপযাচক হয়ে উপকার করতে যাবেন না।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা থাকলেও সময় মতো অর্থ পেয়ে যাবেন। লেখ্য পরীক্ষা বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। যকৃতের পীড়ায় ও বাত বেদনায় কষ্ট পাবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ পাবেন। গৃহে এখন নতুন কিছু করতে যাবেন না। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে।

মকর : গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক উন্নতি ধীর গতিতে হবে, ব্যবসায়ে লাভযোগ রয়েছে। সৎ এবং সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হবে, তাতে আপনি লাভবান হবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে, পিতার সঙ্গে সময়টি শুভদায়ক নয়।

কুম্ভ : ব্যবসা–বাণিজ্য উন্নতির যোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। প্রতারকরা গুরে বেড়াচ্ছে আপনার ক্ষতি করার জন্য। অতএব সতর্কে থাকতে হবে। ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় না যাওয়াই উচিৎ।

মীন : শরীরের দিক থেকে খুব ভালমন্দ ফল পাবেন না। ব্যবসায় বুদ্ধির ভুলে ক্ষতি হতে পারে। লেখাপড়ায় ভালো ফলের আশা করা যায়। শিরঃ পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আধ্যত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। বন্ধুত্বের থেকে সাবধান থাকবেন।

কাজের খবর

রাজ্য সরকারে ১১৩৩ ক্লার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ক্লার্ক পদে ১,১৩৩ জন কর্মী নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নিয়োগ করা হবে পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস, ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, ইয়ুথ সার্ভিসেস, ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড হর্টিকালচার, স্কুল এডুকেশন–সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে। 'লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট/লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক রিক্রুটমেন্ট–২০১৬' পরীক্ষার (এক্সামিনেশন কোড : এলডিএ ১৫–১৬) মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর 05/WBSSC/2016 তিন বছরের প্রবেশন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৭ নভেম্বর রাজ্য সরকারের তরফে ৫৯৯ জন লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট বা লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক নিয়োগের যে বিজ্ঞপ্তি (বিজ্ঞপ্তি নম্বর 06/WBSSC/2015, এক্সামিনেশন কোড : এল ডি এ ১৫) প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সময় যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁরা এবার আর দরখাস্ত করবেন না। সেই ৫৯৯টি শূন্যপদের সঙ্গে আরও নতুন করে ৫৩৪টি শূন্যপদের সৃষ্টি হওয়ায় নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। 'কর্মক্ষেত্র'র ৪ ডিসেম্বর সংখ্যায় 'রাজ্য সরকারে ৫৯৯' শীর্ষক সংবাদে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছিল। দপ্তর অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস : ৮৩৪টি (সাধারণ ৪৩৪, তফসিলি জাতি ১৮৪, তফসিলি উপজাতি ৫০, বি সি–এ ৮৩, বি সি–বি ৫৮, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২৫)। স্কুল এডুকেশন : ৩৬টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ২, বি সি–এ ৩, বি সি–বি ৩)। এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং : ৫টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, বি সি–এ ১, বি সি–বি ১, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, প্রাক্তন সমরকর্মী তফসিলি জাতি১)। ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ : ১১০টি (পরবর্তীকালে দপ্তর সূত্রে জানানো হবে। ইয়ুথ সার্ভিস : ২৫টি (সাধারণ ২১, বি সি–বি ৪) ফিনান্স (রেভেন্যু) : ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি উপজাতি ১ বি সি–বি ২)। ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড হর্টিকালচার : ৩০টি (সাদারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, বি সি–এ ৪, বি সি–বি ২)। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার : ৪৯টি (সাধারণ ৩২, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৩, বি সি–এ ২, বি সি–বি২)। কারেকশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন : ৫টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, বি সি–এ ১, বি সি–বি ১)। ইন্ডাস্ট্রিজ ট্রেনিং : ২টি (তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। হায়ার এডুকেশন : ২০টি (পরবর্তীকালে দপ্তর সূত্রে জানানো হবে)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ৬ মাস মেয়াদের কম্পিউটার কোর্স করে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে কম্পিউটারে ইংরেজিতে মিনিটে ২০টি শব্দ বা বাংলায় মিনিটে ১০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকা বাধ্যতামূলক।

বয়স : ১–১–২০১৬ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। দুটি পার্টে লিখিত পরীক্ষা হবে। প্রথম পার্টে ইংলিশ (৩০ নম্বর), জেনারেল স্টাডিজ (৪০ নম্বর), এরিথমেটিক (৩০ নম্বর) বিষয় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। মোট সময়সীমা দেড় ঘন্টা। দ্বিতীয় পার্টে থাকবে ইংলিশ ও বাংলা বা উর্দু বা হিন্দি বা নেপালি বিষয়ে মোট ১০০ নম্বরের প্রশ্ন। মোট সময়সীমা ১ ঘন্টা। প্রথম পার্টের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই দ্বিতীয় পার্টের পরীক্ষায় বসা যাবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbssc.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২২ মার্চ পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো ও কালো কালির সই আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ২২০ টাকা (এক্সামিনেশন ফি ২০০ টাকা, প্রসেসিং ফি ২০ টাকা) তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের শুধুমাত্র প্রসেসিং ফি দিতে হবে। অনলাইন ব্যবস্থায় কিংবা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫ টাকা দিতে হবে। ফি জমা দেওয়ার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর সহ ই–রসিদ নিয়ে নেবেন। এছাড়া রাজ্যের ১,৮০০ তথ্যমিত্র কেন্দ্র থেকেও সার্ভিস চার্জ বাবদ ২০ টাকার বিনিময়ে অনলাইন দরখাস্ত করতে পারেন। তথ্যমিত্রগুলির তালিকা পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে। তথ্যমিত্র বিষয়ে জানতে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে ১৮০০৪১৯০২৫০ (টোল ফ্রি)।

রাজ্য সরকারে ৮১৮ উচ্চমাধ্যমিক

৮১৮ জন কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ। যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক তরুণ–তরুণীরা আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশন। ২৬ ফেব্রুয়ারি কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত এই নিয়োগের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তিতে (ইন্ডিকেটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : 04/WBSSC/2016) শূন্যপদের সংখ্যা ১,২০০টি বলে জানানো হয়েছিল। পরে বিশদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শূন্যপদের প্রকৃত সংখ্যা ১৮১টি। এখনই আবেদন করা যাচ্ছে। পদের কোড নম্বর ৩৪৫। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষার কোড কে পি এস ১৬।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে–কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্নরাও আবেদন করতে পারেন।

বয়স : ১–১–২০১৬ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং বিসি ('এ' এবং 'বি') প্রার্থীরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা বয়সে ৫ বছরের ছাড় পাবেন। ধারাবাহিকভাবে অন্তত ২ বছর চাকরি করে থাকলে সরকারি কর্মীরা বয়সে ২ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

শূন্যপদের বিন্যাস : মোট শূন্যপদ ৮১৮টি (সাধারণ ৩৬১, তফসিলি জাতি ১৬৯, তফসিলি উপজাতি ৪৮, বিসি–এ ৮৪, বিসি–বি ৬০, চলাচলে সমস্যাগ্রস্ত ও সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত সাধারণ ক্যাটেগরি প্রতিবন্ধী ১২, সাধারণ ক্যাটেগরির দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১২, সাধারণ ক্যাটেগরির শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১২, সাধারণ ক্যাটেগরির প্রাক্তন সমরকর্মী ৪৮, তফসিলি জাতিভুক্ত প্রাক্তন সমরকর্মী ১২)।

লিখিত পরীক্ষা হবে দু'টি অংশে। প্রথমাংশে ১২০ নম্বরের অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ, ইংরেজি, অঙ্ক ও রিজনিং বিষয়ে। প্রতিটি বিষয়ে নম্বর ৪০। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং হবে। ও এম আর শিটে পরীক্ষা হবে। দ্বিতীয়াংশের পরীক্ষায় ইংরেজি প্যাসেজ থেকে প্রেসি লিখতে হবে। এক্ষেত্রে নম্বর ৩০। মোট দেড়ঘন্টার পরীক্ষা। সবক্ষেত্রেই মাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে। প্রথমাংশের পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই দ্বিতীয়াংশের উত্তরপত্রের মূল্যায়ন হবে।

লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে নথিপত্র যাচাই ও ১৫ নম্বরের ইন্টারভিউ। **বেতনক্রম :** ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৯০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbsc.gov.in ৮ এপ্রিল পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে। একটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সই স্ক্যান করার পরে সেভ করে রাখবেন। অনলাইন দরখাস্তে আপলোড করা যাবে।

ওয়েবসাইটের পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে ফি ও প্রসেসিং চার্জ বাবদ মোট ২২০ টাকা জমা দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে। যে–কোনও ব্যাঙ্কের নেট ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না। তাঁদের শুধু প্রসেসিং ফি বাবদ ২০ টাকা জমা দিতে হবে একই ব্যবস্থায়। সবার ক্ষেত্রেই অনলাইন ফি জমা দেওয়ার সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ৫ টাকা ধার্য হবে। অর্থাৎ সাধারণ এবং ওবিসি প্রার্থীদের সামগ্রিক ফি বাবদ দিতে হবে ২২৫ টাকা। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের দিতে হবে ২৫ টাকা।

দরখাস্ত সাবমিট করার পরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর–সহ একটি অটো–জেনারেটেড রিসিপ্ট পাবেন। নম্বরটি টুকে রাখবেন অথবা রিসিপ্টের একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। ফি জমার পরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। না পেলে ট্রানজাকশন আইডি টুকরে রাখবেন। ফি জমা দেওয়ার পরে এই অটো জেনারেটেড ট্রানজাকশন আইডি পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে দরখাস্ত সাবমিট করার পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে প্রার্থীর ই–মেলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাঠানো হবে। প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকা দরকার। না থাকলে ই–মেল আইডি খুলে নেবেন। দরখাস্ত সাবমিট করে সেটি সেভ করার পরেও প্রিন্ট আউট নিতে পারেন।

রাজ্য জুড়ে ১,৮০০টি তথ্যমিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমেও দরখাস্ত করা যাবে, ফি–ও জমা দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ সংশ্লিষ্ট তথ্যমিত্র কেন্দ্র নেবে ২০ টাকা। নিকটবর্তী তথ্যমিত্র কেন্দ্রে খোঁজ পেতে ফোন করতে পারেন এই টোল ফ্রি নম্বরে। ১৮০০৪১৯০২৫০। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখতে পারেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। কমিশনের ই–মেল আইডি : adm.ssc.wb@nic.in

---

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়াচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**– শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

মাইক বাজানো নিয়ে সংঘর্ষ

মেহবুব গাজি, ডায়মন্ড হারবার : হাসপাতাল সংলগ্ন মাঠে তারস্বরে মাইক ও সাউন্ড বক্স বাজিয়ে কর্মিসভার প্রতিবাদ করায় প্রকাশ্যে সিপিএম নেতা সহ দুজনকে মারধরের পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত হয়েছেন সিপিএম নেতা আজিমউদ্দিন পেয়াদা ও সিপিএম কর্মী তথা আইনজীবী নুর ইসলাম শেখ। শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ঢোলাহাট থানার কেঁদো প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংলগ্ন মাঠে। ঘটনার পর কাকদ্বীপ ব্লক সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান আবুজেহেল মোল্লা সহ জনা সাতেক তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে মারধর ও প্রাণনাশের হুমকির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আজিমউদ্দিন ও নুর ইসলাম। এই খবর সংগ্রহ করতে গেলে এক বেসরকারি টিভি চ্যানেলের চিত্র সাংবাদিক শামিম হোসেনকেও ধাক্কা দিয়ে সভাস্থল থেকে বার করে দেওয়া হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ এদিন রাত পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি শক্তি মণ্ডল ফোনে জানান, 'হাসপাতাল থেকে অনেক দূরেই সভা হয়েছে। কোনও গন্ডগোল হয়নি, কাউকেই মারধর করা হয়নি। পরিকল্পনা করে আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছে সিপিএম।' অন্যদিকে লালবাতি লাগানো গাড়ি সহ নিরাপত্তা রক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে প্রচারে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল বিদায়ী সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা কাকদ্বীপের তৃণমূল প্রার্থী মন্টুরাম পাখিরার বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে মন্টুরাম পাখিরা ফোনে জানান, 'আমি নিজে পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদের ডেকে লালবাতি গাড়ি ও নিরাপত্তা রক্ষী ছেড়ে দিয়েছি।'

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, মাইক ও সাউন্ড বক্স লাগিয়ে এদিন বিকেল চারটে নাগাদ কাকদ্বীপ বিধানসভার কেঁদো প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংলগ্ন মাঠে তৃণমূলের কর্মিসভা শুরু হয়। কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী মন্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী মন্টুরাম পাখিরা, জেলা সহ সভাপতি শক্তি মণ্ডল সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। সভা শুরু হতেই সভাস্থলে গিয়ে তারস্বরে মাইক ও সাউন্ড বক্স বাজানোর প্রতিবাদ করেন আজিমউদ্দিন পেয়াদা ও নুর ইসলাম শেখ। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যেই তৃণমূল নেতা আবুজেহেল ওরফে আবুজার তাঁর দলবল নিয়ে আজিমউদ্দিন ও নুর ইসলামের ওপর চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এরপরই রাতে আক্রান্তরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান। সিপিএম নেতা আজিমউদ্দিন পেয়াদার অভিযোগ, 'হাসপাতাল সাইলেন্স জোন। তারপরও হাসপাতাল সংলগ্ন মাঠে তারস্বরে মাইক ও সাউন্ড বক্স বাজিয়ে কর্মিসভা করছিল তৃণমূল। আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম বলে প্রকাশ্যেই আমাদেরকে মারধর করে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে আবুজেহেল মোল্লা ও তার দলবল। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশ নিষ্ক্রিয়। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকেও জানাব।' ডায়মন্ড হারবার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ফোনে বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, 'হাসপাতাল সংলগ্ন মাঠে কিভাবে ব্লক প্রশাসন ও থানা সভা করার অনুমতি দিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে জানানো হয়েছে।'

খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলির আয়োজনে সেমিনার

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙ্গা পুর এলাকার খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলি গত ২৬ ফেব্রুয়ারি, বনগাঁ এলাকার খড়ুয়া রাজাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি সেমিনার ও স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত করল। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল— ''শিক্ষাঙ্গনে শিল্প সংস্কৃতির ভূমিকা।''

শুরুতে খড়ুয়া রাজাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শঙ্কর সরকার, শ্যামল বিশ্বাস ও শিল্পাঞ্জলির সম্পাদক মলয়কুমার বিশ্বাস, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বিস্তারিতভাবে অভিহিত করেন। ছাত্রছাত্রীরাও এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য পেশ করে। এরপর খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলির সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং খড়ুয়া রাজাপুর স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্যদের নিয়ে স্কুলের বিভিন্ন অংশ নিজেদের হাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। বেলা ১টায় শুরু হয় সেমিনার—''শিক্ষাঙ্গনে শিল্প সংস্কৃতির ভূমিকা''। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শিক্ষকের মর্যাদাপ্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক দীপক দাঁ, প্রাক্তন শিক্ষিকা রেখা দাঁ, সাংবাদিক রাসমোহন দত্ত, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, নীরেশ ভৌমিক, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শঙ্কর সরকার ও ইছাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অশোক পাল। উদ্বোধক বক্তা হিসাবে সুবক্তা অশোক পাল, বর্তমান সময়ে বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা বলেন। এরপর একে একে অন্যান্য বক্তারাও ''শিক্ষাঙ্গনে শিল্প সংস্কৃতির ভূমিকা'' বিষয়টির আলোচনা, এই সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী বলে মন্তব্য করেন।

পরের দিন অর্থাৎ ২৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলি, পার্শ্ববর্তী রেল স্টেশন মছলন্দপুরে স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি পালন করে। বিশিষ্ট সাংবাদিক রাসমোহন দত্ত, জাদুকর রাজা সেন ও সংস্থার সম্পাদক মলয় বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন। সংস্থার সদস্য ত্রিবাঙ্কুর দে ও সহস্রায়ন দাস সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর সংস্থার সদস্য মুকুল দাস, শঙ্খব্রত বিশ্বাস ও অরিন্দম সিনহার নেতৃত্বে সংস্থার সদস্যেরা মছলন্দপুর ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন অংশ নিজেদের হাতে পরিষ্কার করেন ও যাত্রীদের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে অনুরোধ করেন।

নারদ কাণ্ডে তৃণমূল ছাড়ল বহু নেতা কর্মী–সমর্থক

কাকদ্বীপ ও মগরাহাট

বাপন মন্ডল

নারদ নিউজের স্টিং অপারেশনের জেরে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে চলে বিক্ষোভ– পথ অবরোধ মিছিল মিটিং। স্টিং অপারেশনের জেরে এবার তৃণমূল ছেড়ে সিপিএম ও কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার হিড়িক শুরু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। গত মঙ্গলবার কাকদ্বীপ ও মগরাহাটে শাসকদলের হাজারেরও বেশি নেতা কর্মী সমর্থক সিপিএম ও কংগ্রেসে যোগ দেন। এদিন বিকালে কাকদ্বীপ বিধানসভার নেতাজি গ্রামপঞ্চায়েতের শতাধিক তৃণমূল কর্মী সমর্থক সিপিএম ও কংগ্রেসে যোগ দিলেন। বিধানসভা নির্বাচনে জোটের পক্ষে যৌথভাবে স্থানীয় ডোবারচক এলাকায় প্রচারে বেরিয়েছিলেন সিপিএম জেলা কমিটির সদস্য হরিপদ সামন্ত, লোকাল কমিটির সম্পাদক দিলীপ দাস, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের যুব কংগ্রেসের সভাপতি মৃন্ময় দাস, রফিকউদ্দিন মোল্লা, সাত্তার মোল্লা, ইছা পেয়াদা, নাসির মোল্লা ও নুরুদ্দিন মোল্লারা। এরপরই শাসকদলের সেই নিচু তলার নেতা কর্মী ও সমর্থকরা সিপিএম ও কংগ্রেসের নেতাদের থেকে পতাকা নিজেদের হতে তুলে নেন। অবাক হয়ে যান সিপিএম ও কংগ্রেসের নেতারা। তারা কিছু বলার আগেই তৃণমূল সমর্থক জাল্লাল মোল্লা ও ইছা মোল্লারা বলেন, ''আমরা দলের জন্মলগ্ন থেকেই ছিলাম।

তৃণমূল এখন চোরেদের আশ্রয়স্থল। ধীরে ধীরে সব প্রকাশ্যে আসছে। দিদি মুখে যত বড়ো বড়ো কথা বলুন, টিভিতে যেভাবে তৃণমূলের শীর্ষ নেতাদের ঘুষ নেওয়ার ছবি দেখাচ্ছে, তা আর মেনে নেওয়া যায়না। তাই আজ আমরা সেচ্ছায় সিপিএম ও কংগ্রেসে যোগ দিলাম''। কংগ্রেস নেতা মৃন্ময় দাস বলেন, ''সততার প্রতীকে এখন কালো দাগ। মানুষ সব দেখতে পাচ্ছেন ও বুঝতে পারছেন। যেভাবে জেলা জুড়ে দলে দলে মানুষ কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। আমরা হতবাক''। এদিন সন্ধ্যায় মগরাহাট থানার সমনে মগরাহাট পূর্বের বাম প্রার্থী চন্দন সাহার নির্বাচনী প্রচারে এসে যোগ দেন তৃণমূল ব্লক সভাপতি আলমগীর গাজী, প্রাক্তন উপপ্রধান হাজি আবদুল্লা গাজী, সমীর বৈরাগী সহ প্রায় ১৪০০ কর্মী–সমর্থক। তৃণমূল থেকে আসা নেতা–কর্মী ও সমর্থকদের হাতে সিপিএমের পতাকা তুলে দেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য তথা জেলা সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী।

সুজন বলেন 'কাকদ্বীপ, মগরাহাট ও বসিরহাট সহ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার হাজার খানেক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী–সমর্থক দল ছেড়েছেন'। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি শক্তি মন্ডল বলেন, 'আমাদের কাছে এরকম কোনও খবর নেই। ভোটের আগে সিপিএম ও কংগ্রেস জোটের নামে গুজব ছড়াচ্ছে'।

প্রধান শিক্ষককে স্কুলে আটকে রেখে বিক্ষোভ

মেহবুব গাজি : দিনের পর দিন স্কুলে না আসা। পাশাপাশি স্কুল ভবনের জন্য বরাদ্দ সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে গত ১২ মার্চ শনিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে স্কুলের মধ্যে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবক ও গ্রামবাসীরা। সন্ধে পর্যন্ত স্কুলের ঘরের মধ্যে আটকে রেখে চলে বিক্ষোভ। পরে পুলিশ এসে শিক্ষককে উদ্ধার করে। ঘটনাটি ঘটেছে পাথরপ্রতিমার দুর্বাচটি পঞ্চায়েতের পশ্চিম সুরেন্দ্রনগর অবৈতনিক শিশু শিক্ষা নিকেতনে। তবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শেখ হাফিজউদ্দিন নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার এই স্কুলটি প্রায় ১৪১ জন পড়ুয়া আছে। স্কুলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক–সহ মোট ৩ জন শিক্ষক। এরমধ্যে একজন শিক্ষক আবার দৃষ্টিহীন। ঠিকমতো ক্লাস নিতে পারে না বলে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের অভিযোগ। বিক্ষোভকারী অভিভাবকদের অভিযোগ, আমাদের ছেলে–মেয়েদের প্রতিদিন স্কুলে পাঠাই। কিন্তু বাড়ি গিয়ে বলে, মাত্র একটি ক্লাস হয়েছে। কারণ শিক্ষক হাফিজুদ্দিন সপ্তাহের বেশিরভাগ দিন স্কুলে আসেন না। আমরা বারে বারে স্কুলে এসে অভিযোগ করে গিয়েছি। কিন্তু ওই শিক্ষক যথারীতি স্কুলে আসেন না। পাশাপাশি এই স্কুল ভবনের জন্য সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা নয়ছয় করেছেন এই শিক্ষক। ওই শিক্ষকের গাফিলতিতে স্কুলে আজও বিদ্যুৎ আসেনি। একটি মাত্র টিউবঅয়েল দীর্ঘদিন অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ফলে জল খেতে পড়ুয়াদের এক কিমি দূরে যেতে হয়। মিড–ডে–মিল রান্না হয় পুকুরের জলে। বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে এই শিক্ষক যথেচ্ছচার চালিয়ে যাচ্ছেন। কয়েকদিন গরহাজিরা থাকার পর এদিন ওই শিক্ষক স্কুলে আসা মাত্র কয়েকশো অভিভাবক স্কুলে চলে আসেন। তাঁকে ঘিরে চলে বিক্ষোভ। ঘেরাওর খবর পেয়ে স্কুলে আসে পুলিশ। এলাকাবাসী ও অভিভাবকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে ও ভবিষ্যতে নিয়মিত স্কুলে আসার কথা দেওয়ার পর ছাড়া পান শিক্ষক। অভিযুক্ত শিক্ষক শেখ হাফিজুদ্দিন বলেন, 'আমি ভোটের কাজেও যুক্ত। এছাড়া স্কুল পরিদর্শকের কাছে মিটিং–সহ একাধিক কাজে যেতে হয়। তাই হয়ত সবসময় স্কুলে আসতে পারি না। কিন্তু আমি কোনও আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নই।'

হিন্দমোটর নিয়ে শাসক–বিরোধী তরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনেই বিধানসভার ভোট, তাই বিরোধিতার কাদা ছোড়াছুড়ি করে ভোট –বৈতরনী পার হতে ব্যস্ত ডান, বাম, বিজেপি সকলেই। ইতিমধ্যে উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বন্ধ হিন্দমোটর কারখানা এবং জলা জমি ভরাট নিয়ে। দুই শিবিরই নিজেদের কাঁধ থেকে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে অপরের কাধে বন্দুকের নল রেখে চলতে শুরু করেছে বলা যায় জোর গলায়। সারা বিধানসভা এলাকা ঘুরে দেখা গেল রাস্তার মোড়ে মোড়ে, পাড়ার অলিগলি ভরে গিয়েছে পোস্টার–ব্যানারে। তৃণমূলের লেখায় দেখা যাচ্ছে, সিপিএম–এর আমলে সিআইটিইউ গুন্ডামি করে হিন্দমোটর কারখানা বন্ধ করেছে আর জলা জমি ভরাট করে সিপিএম নেতারা সেই টাকা নিজেদের পকেটে পুরেছে।

আবার অন্যদিকে সিপিআইএম–এর পক্ষেও অনুরূপ ভাবে টিএমসি–র বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় হিন্দমোটর কারখানা বন্ধ, জলা জমি ভরাটের ব্যাপারে। তবে এলাকার বিধায়ক অনুপ ঘোষালের ব্যাপারে স্থানীয় মানুষজনেরা যে খুব একটা খুশি নয় তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।চলতি বিধানসভায় তাই পরিস্থিতি বিচার করে তৃণমূল প্রার্থী পদ বাধ্য হয়ে পরিবর্তন করেন সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে টিএমসি প্রার্থী হলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রবীর ঘোষাল এবং তার বিরুদ্ধে দাড়িয়েছেন সিপিএম–এর শ্রুতিনাথ প্রহরাজ।

খুললো বাউরিয়া জুট মিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘ একমাস বন্ধ থাকার পরে খুললো হাওড়া বাউড়িয়ার নর্থ জুট মিল। উৎপাদন ভিত্তিক বর্ধিত বোনাসের দাবিতে মিলের কর্মীরা গত একমাস আগে মিলের ভিতরে গন্ডগোল পাকিয়ে এবং মিলের আসবাব পত্র ভাঙায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল বলে খবর পাওয়া গেল। তখনকার মতো পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হলেও পরের দিন মিলের কর্মীরা কাজে যোগদান করতে এসে দেখেন মিলের গেটে মিলবন্ধের নোটিশ ঝোলানো রয়েছে। তা দেখে মিলের কর্মীরা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। মিলের স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী মিলে ৪০০০ কর্মী নতুন করে বেকার হয়ে যান। সেই সময় ব্যাপকভাবে মিল চালু রাখবার জন্যে অনেক বৈঠক হলেও কাজের কাজ কিছুই হয় নি বলে জানা যায়। কিন্তু বুধবার সকালে হঠাৎ জুট মিল চালু হবার কারণে মিল শ্রমিকদের মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি হয়। তবে এই মিল চালু হবার পিছনে কাদের সাহায্য রয়েছে, মিল কর্তৃপক্ষের না শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্য না সরকারের পক্ষের তা জানা সম্ভব হয় নি।

NORTHBROOK JUTE CO.LTD.

জলে ডুবে মৃত্যু তামিলবাসীর

বাপিলাল দে : গত বৃহস্পতিবার বেলুড় মঠে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে এক পুণ্যার্থির মৃত্যু হয় গঙ্গায় ভেসে গিয়ে আঞ্চলিক ভাষা বুঝতে না পাড়ার জন্যে। তামিলনাড়ুর মাদুরাই থেকে ট্রাভেল সংস্থার গাড়িতে বেশ কিছু তামিলবাসীরা বেলুড় মঠে আসেন ভ্রমণের জন্যে। দুপুর বারটার সময় অন্যান্য দর্শনার্থীদের সঙ্গে ওই দর্শনার্থীরাও স্নান করতে গঙ্গায় নামেন। হঠাৎ জোয়ার আসায় গঙ্গায় ডিউটি রত পুলিশকর্মী এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকরা চিৎকার করে বাঁশি বাজিয়ে দর্শনার্থীদের সচেতন করে দেন। কিন্তু ভাষা বুঝতে না পারার জন্যে তামিলনারুর সাতজন জল থেকে না ওঠার কারণে তাদের সাতজনকেই জলের তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে দেখে পুলিশকর্মী, স্বেচ্ছাসেবকরা জলে ঝাপ দেন, কাছেই থাকা চারজনকে কোনও রকমে জল থেকে টেনে নৌকায় তোলা হয়। বাকি দুইজনকে বিবেকানন্দ ঘাটের সামনে থেকে উদ্ধার করা গেলেও এক দশনার্থি ললিতা কারনানা বেশ দূরে জলপ্রকল্পের জেটিতে গিয়ে আটকে পরেন। পরে তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে হাওড়া জয়শোয়াল হাসপাতাল এবং বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্য দশনার্থীদের সঙ্গে । ঘটনার খবর পেয়ে হাওড়া জেলা সিটি পুলিশের কমিশনার দেবেন্দ্র প্রকাশ সিং সহ অন্যান্য পুলিশের আধিকারিকরা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। ওইদিন রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড়মঠে বেশ কয়েক লক্ষ মানুষের ভীড় হয়। ফলে তিলধারণের জায়গা ছিল না। মঠের মহারাজরাও বেশ ব্যস্ত হয়ে পরেছিলেন পুজো অর্চনাতে। তারই মধ্যে এই দুর্ঘটনাতে শোকের ছায়া নেমে আসে। মঠ কর্তৃপক্ষ পুলিশের সঙ্গে সাহায্যে হাত লাগায় বলে জানা যায়।

দুই ডাক্তারের মাঝে অভিনেতা আকর্ষণীয় লড়াই সিউড়ি বিধানসভায়

অভীক মিত্র

২০১৬ বিধানসভা ভোটে বীরভূম জেলার অন্যতম আসন সিউড়ি কেন্দ্রে দুই ডাক্তারের ভোট লড়াই দেখতে মুখিয়ে জেলাবাসী। তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন ডাক্তার অশোক চট্টোপাধ্যায়। কর্মসূত্রে রামপুরহাটে থাকেন। ইতিমধ্যে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন অশোকবাবু। আবার সিপিএম প্রার্থী হয়েছেন দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ডাক্তার রামচন্দ্র ডোম। ১৯৮৯ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র এবং ২০০৯ সালে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন। রাজনীতির উর্দ্ধে গিয়ে চিকিৎসা করেন রামবাবু, এমনই পরিচয় জেলাজুড়ে। ২০১৪ ডিসেম্বরে বীরভূম জেলা সম্পাদক হন। ছয়মাস পর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। তখন সম্পাদক পদ ছেড়ে দেন। সিপিএম প্রার্থী তালিকায় রামবাবুর নাম ঘোষণায় উচ্ছ্বাসে ভাসছে সিউড়ির সিপিএম। সবচেয়ে বড়ো কথা, বিধানসভা ভোট যুদ্ধে অশোক চট্টোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র ডোম মুখোমুখি হলেও তারা একে অন্যের বন্ধু ও সহপাঠী। লড়াইটা হবে আদর্শ ও নীতির। আদিবাসী গাঁওতা বীরভূমের ১১টি আসনে প্রার্থী দেবে বলে ঘোষণা করেছে আগেই।

রামবাবু প্রার্থী হওয়ায় খুশি বলে জানিয়েছে কংগ্রেস জেলা সভাপতি সৈয়দ সিরাজ ঝিম্মি। সিউড়ির বিভিন্ন জায়গায় ছোট প্রার্থী ডাঃ রামচন্দ্র ডোমের নামে দেওয়াল লিখন শুরু হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস ও সিপিএম জোটের আলোচনা চলছে। দুই চিকিৎসক–সহপাঠী প্রার্থীর লড়াই যে কঠিন থেকে কঠিনতর হবে তা মানছে বাম, ডান দুই শিবিরই। সিউড়ি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহানগরে

পুর অধিবেশনেও নারদ–বিতর্ক, প্রহৃত কাউন্সিলর

বরুণ মন্ডল

নবতম 'স্টিং–অপারেশন' 'নারদ নিউজ' ওয়েব পোর্টালের ভিডিও ফুটেজে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে গাদাগাদা কাজ পাইয়ে দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি সত্য অসত্য যাই হোক কলকাতার মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় এতে জড়িয়ে পড়ায় পুরসভার গৌরবময় ইতিহাসে কলঙ্কের দাগ লেগেছে নিশ্চিতভাবে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে গত ১৬ মার্চের মাসিক পুর অধিবেশন প্রবল উত্তাল হয়ে ওঠে। পুর অধিবেশনের গত ১৪ বছরের ইতিহাসে যার নজির পাওয়া দুষ্কর। যাকে কেন্দ্র করে অধিবেশন কক্ষের উত্তেজনা চরমে ওঠে সেই মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় আগামী অর্থবর্ষের প্রথম ছ'মাসের 'ইন্টিরিম এস্টিমেট অফ ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেনডিচার' পুর অধ্যক্ষার নির্দেশে পাঠ করতে উঠবেন সবে, এমন সময় পুর অধ্যক্ষা মালা রায় কিছু বলার পূর্বেই বাম, কংগ্রেস ও বিজেপি তিন বিরোধী পুরপ্রতিনিধি ওয়েলে নেমে অধ্যক্ষার আসনের সামনে গিয়ে তাঁকে জানান ঘুষকান্ডে মহানাগরিক জড়িত। অতএব মহানাগরিককে পদত্যাগ করতেই হবে। এরই মধ্যে পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে পুর কংগ্রেস নেতা প্রকাশ উপাধ্যায় এক হাজার টাকা নোটের নকল পাঁচ লক্ষ টাকা পুর অধ্যক্ষাকে দিতে যাবেন এমন সময় ৮০ নম্বর ওয়ার্ডের থেকে গত পুর ভোটে নির্দল প্রার্থী হিসাবে জিতে আসা বর্তমান তৃণমূল পুর প্রতিনিধি মহম্মদ আনোয়ার খান ক্রিকেটার আজাহারউদ্দিনের মতো উড়ে এসে নকল টাকার বান্ডিল তুলে নেয়। আর তা নিয়ে অধিবেশন কক্ষের ওয়েলে তুমুল হট্টগোল, ঠেলাঠেলি, এ ওকে ঘুষি ও ওকে ঠুঁসোর প্রদর্শনী চলে পুরপিতাদের মধ্যে। প্রকাশবাবুর গলা চেপে ধরা, ওয়েলে তর্জনী উঁচিয়ে হুঙ্কার ছোড়ার মধ্যে অধ্যক্ষার নির্দেশে শোভন চট্টোপাধ্যায় 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' পাঠ করতে থাকলেও প্রবল কলরবের জন্য পুর অধিবেশন কক্ষের আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম ফেলিওর হয়। মহানাগরিকের ইংরেজিতে পড়া বক্তব্য কিছুই শোনা যায়না। পুর চেয়ারপার্সন প্রথম দিকে চিৎকার থামাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হওয়ায় পরে কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরে জাতীয় সঙ্গীতের দ্বারা অধিবেশন কক্ষে শান্তি ফিরলেও কী হবে? মহানাগরিকের ঘরের সামনে শাসক দলের পুর প্রতিনিধিদের হাতে ঘুসি খাওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ দেখাতে গেলে আবার সেই আনোয়ার খান এখানেও চড়াও হন। এই তুমুল হট্টগোল, ধস্তাধস্তির মধ্যে বামফ্রন্টের দীর্ঘ ১৬ বছর পুর প্রতিনিধিত্ব করা পুর প্রতিনিধি রীতা চৌধুরির অভিযোগ আনোয়ার খান নাকি তার পিঠে ঘুষি চালিয়ে শারীরিক নিগ্রহ করেছে। এর মধ্যে বামফ্রন্টের পুর প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর পাঞ্জাবি ছিঁড়ে দু'ফালা, কংগ্রেসের প্রকাশবাবুর পাঞ্জাবির বোতাম ছিড়ে যায়। যদিও আনোয়ার খান পুর অধ্যক্ষার কাছে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে তিনি কোনও মহিলা পুরপ্রতিনিধির সঙ্গে অভব্য আচরণ করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে।

এ দিকে পুর কর্তৃপক্ষ গত ছ'মাসের অ্যাকাউন্টসে মোট রেভিনিউ রিসিভ দেখিয়েছে ১৩৬৮ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় বরাদ্দে রেখেছে ১৪৩৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। মহানাগরিক জানিয়েছেন আগামী ছ'মাস পুরাতন রেটেই ট্যাক্স, ফিজ ও চার্জেস ইত্যাদি সংগ্রহ করা হবে।

বারংবার টেন্ডারেও বেহাল চটা রোড

সুমনা সাহা দাস

প্রতিবছর প্রায় তিন থেকে চারবার রাস্তার মেরামতির কাজ চলে। কোনওবারই একমাসও টেকে না সেই অস্থায়ী কাজ। ফলে শুরু হয় আবার টেন্ডার। রাস্তা দিয়ে চলে অটো, মিনিবাস, রিক্সা, সাইকেলসহ যাবতীয় ছোট–বড়ো গাড়ি। এই পথ শিল্পের কাঁচামাল আমদানি ও শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও লাগে। সংলগ্ন রাস্তার উপর নির্ভর করে রয়েছে তিনটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। দুর্ঘটনা এখানে নিত্য সঙ্গী। মারাত্মক ধুলোয় ব্যতিব্যস্ত এলাকার লোকজন। কিন্তু এত সমস্যাতেও কোনও স্থায়ী সমাধানের পথ খোঁজার তাগিদই অনুভব করেও না প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা।

মহেশতলা পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের চটা রোড। পিচ ওঠা গর্তে ভরা ক্ষতবিক্ষত ধুলোময় পথ। যা বর্ষায় প্রায় মারণফাঁদে পরিণত হয়। সেই পথের উপরেই অনেকাংশে নির্ভরশীল চটা শিল্পাঞ্চল। এই পথ দিয়েই চলে চটা মিনি, ডাকঘর থেকে চটাবাজার রুটের অটোসহ যাবতীয় সবরকমের যানবাহন। সংলগ্ন পথে রয়েছে চটাপুর হাসপাতালসহ মহেশতলা গার্লস হাইস্কুল, মহেশতলা হাইস্কুল ও জনৈক চটাবাজার হাইস্কুল।

মহেশতলা হাই স্কুলের পাঠরতা ছাত্রের এক অভিভাবক বলেন, ''ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এত ধুলোর মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ছে, শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগে ভুগছে।'' মহেশতলা গার্লস হাইস্কুলটি সরাসরি রাস্তার উপর না হলেও ওই পথ দিয়েই যাতায়াত করে অধিকাংশ ছাত্রীরা, তাদের কথায়, ''আমি সাইকেল নিয়ে চটা রোড হয়ে স্কুলে আমি। প্রায় দিনই সাইকেল সারাতে দিতে হয়। মাঝে মাঝে অ্যাক্সিডেন্টও হয়, একদিন আমার বন্ধুকে নিয়ে দুজনে আসছি গর্তে সাইকেলের চাকা ঢুকে পড়ে গিয়ে দুজনেরই হাত–পা কেটে বাজে অবস্থা।''

মহেশতলা হাইস্কুলের টিচার–ইন–চার্জ জীবনকৃষ্ণ জানা বলেন, ''ছোটখাটো দুর্ঘটনা তো রোজই হয় বলা যায়, অনেক ছেলেই সাইকেলে আসে, তাদের বেশি দুর্ঘটনা ঘটার ভয় থাকে, তাছাড়া বর্ষায় এই রাস্তায় এতটাই দুর্গতি হয়েছিল যে আমরা বাধ্য হয়ে স্কুলের ফান্ড থেকে টাকা খরচ করে সামনের রাস্তাটুকু ঝামা করে দিয়েছিলাম। তাই স্কুলে প্রাথমিক–মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক মিলে ৩৬৫০ জন ছাত্র, এই পথ দিয়েই যাওয়া আসা করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, ''এই রাস্তার ধারেই আমার বাড়ি, রোজ ধুলো ঝাড়তেই বাড়ির লোক অতিষ্ট, রাস্তায় বাইক নিয়ে বেরোতে ভয় হয়। উন্নয়নের নামে শুধু কাজ দেখায়, আর পনেরো দিনে তার আসল চেহারা বেড়িয়ে আসে। তারপর আবার ভোট আসে আর কাজ হয়। সবই টাকার খেলা।'' মহেশতলা পুরসভার চেয়ারম্যান দুলাল দাস জানান, ''রাস্তার টেন্ডার অনেকদিন আগেই হয়ে আছে, আইওসি থেকে লিকুইড বিটুমিন সাপ্লাই বন্ধ আছে। ওরা সাপ্লাই করলেই শীঘ্র কাজ চালু হয়ে যাবে।''

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত
আলিপুর বার্তা
কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ১৯ মার্চ – ২৫ মার্চ, ২০১৬

বর্তমান প্রজন্ম আর কতদিন উদাসীন থাকবে

শুধু হাসি খেলা প্রমোদেরও মেলা...কবিগুরুর সেই খেদ আজ বড় প্রাসঙ্গিক। দেশে যখন অসহিষ্ণু আর সহিষ্ণুতার বিতর্ক চলছে তারই মাঝে ভারতের বিশেষ করে বঙ্গভূমিতে নতুন প্রজন্ম মেতে উঠেছে শুধু হাসি খেলায়। হ্যাঁ, দেশের ঐক্যবদ্ধ কাঠামো নির্ভর করে সুচিন্তিত ভাবনা চিন্তা ও আদর্শের ওপর। আজ খেলা নিয়ে ‘ছেলে খেলা চলছে’। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ একই জীবন সংস্কৃতি থেকে উঠে আসা তিনটি ভিন্ন রাষ্ট্র। তিনটি দেশের মূল সমস্যা প্রায় এক। তিনটি দেশকেই মাতিয়ে রাখা হয়েছে ক্রীড়া সংস্কৃতির নামে এক আর্থিক বাণিজ্য নির্ভর অসুস্থ প্রতিযোগিতার ভিতর। খেলায় হারজিত আছে, অংশগ্রহণটাই বড় কথা। এ নীতি অনুশ্রিত হয় আন্তর্জাতিক অলিম্পিক প্রাঙ্গনে। সেই খেলা যখন দেশপ্রেমের উন্মাদনায় নয় স্রেফ আন্তর্জাতিক রেষারেষির বদ্ধভূমি হয়ে ওঠে তখন প্রকৃত খেলাধুলোর ভাবনা অস্তমিত হয়।

বর্তমান প্রজন্মকে রাজনীতিকরা কিছুটা হলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজনীতিক আফিমসিক্ত করেছে সন্দেহ নেই। দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ছাড়াই বিভিন্ন দলের ছত্রছায়ায় থাকা রাজনৈতিক কর্মীরা হয়ে উঠছে উদ্দাম এবং বেপরোয়া। পশ্চিমবঙ্গের আগামী নির্বাচন কতটা রক্তাক্ত হবে কিংবা কতটা শান্তিপূর্ণ হবে তা শুধুমাত্র নির্ভর করছে রাজনৈতিক দলগুলি কতটা লাগাম, কতটা রাশ তাদের হাতে রাখতে পারবে। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তাদের অস্তিত্ব জানান দিয়েছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নতুন ভোটারদের ধরতে ব্যস্ত। সেই নিয়মেই পরিবর্তনের রাজ্য সরকার পাড়ার ক্লাবগুলিকে সজীব করে তুলতে আন্তরিকভাবে প্রয়াস চালিয়েছে। ক্লাবগুলিও প্রতিদান দিতে ভুল করছে না।

এরই মধ্যে সেই ‘ক্যাচ দেম ইয়ং’ এর সেই পশ্চিমি আপ্তবাক্য বারংবার মনে করিয়ে দিচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম রাজনীতিকদের হাতের পুতুল হয়ে পড়ছে না তো? নইলে দেশের অনেক বড় বড় সমস্যা অনেক বাস্তব সমস্যা অক্লেশে ভুলে যাচ্ছে স্রেফ দলীয় আনুগত্যের তাড়নায়। ভারতের সর্বকালের দেশপ্রেমিক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিস্ফোরক তথ্যগুলি উঠে আসছে নানা গণমাধ্যমে সে ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির বিশেষ করে ছাত্র যুব সংগঠনগুলি একেবারেই মৌন, একেবারেই উদাসীন তাদের নেতানেত্রীদের মতোই। অথচ এ দেশের মাটিতেই ঘটে গিয়েছে আজাদি বন্দিদের মুক্তির দাবিতে রক্তাক্ত ছাত্রযুব বিপ্লব। দেশপ্রেম, পড়াশুনো কিংবা তাত্ত্বিক জ্ঞানের অন্বেষণ রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তলানিতে ঠেকেছে। তাই আন্তর্জাতিক খেলাধুলোই হোক আর দেশের জাগ্রত জনমত প্রস্তুতিতে হোক বর্তমান প্রজন্মকে উদাসীন করে দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্য ভারতের, দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর, দুর্ভাগ্য গণতন্ত্রের।

চৈতন্যদেব শুধু চিঁড়ে দই খাওয়ার ঠাকুর নয়– তিনি সাম্যবাদের প্রবক্তাও বটে

নির্মল গোস্বামী

মহাপ্রভু চলছেন পুরীর পথে। সঙ্গে অল্প কয়েকজন সঙ্গীসাথী। পথে পথে মাধুকরী করে দিন চলে। একদিন দুপুরে আহারের পর মহাপ্রভু গোবিন্দ নামে এক ভক্তসাথীকে বললেন, ‘‘গোবিন্দ একটু মুখশুদ্ধি মাধুকরী করে আনতো।’’ গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি মুখশুদ্ধির খোঁজে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসে আধখানা হরিতকী প্রভুকে দিলেন। প্রভু প্রফুল্ল চিত্তে তা গ্রহণ করলেন। এর দিন চারেক বাদে আবার একদিন আহারের পর মহাপ্রভু গোবিন্দর কাছে পূর্ব দিনের ন্যায় মুখশুদ্ধি চাইলেন। গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে আধখানা হরিতকী প্রভুর হাতে দিলেন। প্রভু বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, গোবিন্দ আজ বড়ো তাড়াতাড়ি তুমি হরিতকী কোথায় পেলে? গোবিন্দ বলল প্রভু সেদিন ভিক্ষা করে একটা হরিতকী পেয়েছিলাম। আধখানা আপনাকে দিয়ে আধখানা ঝুলিতে রেখে দিয়েছিলাম সেটাই সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে দিলাম। মহাপ্রভু গোবিন্দকে বললেন, ‘‘গোবিন্দ তুমি বাড়ি ফিরে যাও। তুমি জাননা সন্ন্যাসীকে সঞ্চয় করতে নেই। তোমার সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি এখনও মন থেকে যায় নি। এ পথ তোমার উপযুক্ত নয়। চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে গোবিন্দ প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে গেল।

কাল মার্কসকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল ইজ মার্কসিজম হিউম্যানিজম? মার্কস বলে ছিলেন ইয়েস ইট ইজ হিউম্যানিজম বাট মাইনাস সেক্স অব প্রাইভেট প্রপার্টিজ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তত্ত্বগতভাবে বলে যে সমাজে ব্যক্তিসম্পত্তি থাকবে না। সবই সমাজের বা রাষ্ট্রের সম্পত্তি। যদি ব্যক্তি সম্পত্তি না থাকে তাহলে মানুষে মানুষে শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার অনাচার কিছুই থাকবে না। মানুষের শ্রমে সম্পদ তৈরি হয়। আর একদল মানুষ অন্য মানুষকে বঞ্চিত করে শোষণ করে তবেই সম্পদের অধিকারী হয়। এই ভাবেই সমাজে শ্রমিক–মালিক, ধনী–দরিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। এই বৈষম্যের অবসানের জন্য বিপ্লব করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এই চিন্তাধারার কথা ইউরোপে শুনতে পাই। কিন্তু আমাদের এই বাংলার ছেলে আজ থেকে ৫৩০ বছর আগে জন্মেছিলেন। তিনি টোলের পন্ডিত ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর শিষ্য গোবিন্দকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা হল শুধু সম্পদ বলতে সোনাদানা টাকাকড়ি বোঝায় না, জীবন ধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই সম্পদ। সামান্য হরিতকীটুকুও সঞ্চয় করা যায় না। আসল কথা হল সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিটাই মানুষের শত্রু। এর সীমা পরিসীমা নেই। যে সম্পদ মানুষ একজীবনে ভোগ করে শেষ করতে পারবে না। অথচ আরও চাই আরও চাই করে রাজা থেকে ভিখারী সবাই ছুটছে নেশাগ্রস্তের মতো। তখনকার দিনের সন্ন্যাসী মানে সমাজের পথপ্রদর্শক জনগণের নেতা। তাই শুধু গেরুয়া পোশাক পরলেই ত্যাগী হওয়া যায় না। আসল ত্যাগ চাই মনে। মানসিকতায় সঞ্চয়ের স্বপ্নও ঠাঁই পাবে না। এই শিক্ষাই তিনি দিয়েছিলেন মানুষকে।

আমরা দেখেছি যে ইউরোপের দেশে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর সময়ের স্রোতপথে আবারও ওই সব রাষ্ট্রে শাসনের নামে শোষণ ফিরে এ ছিল অন্য আঙ্গিকে। একদল সুবিধাভোগী মানুষ নতুন এক শাসক শ্রেণিতে পরিণত হল। তারা ভোগী আর লোভী হলেন ভিতরে ভিতরে। একদিন জনগণ এই ফাঁকি বুঝতে পেরে শাসকদের টেনে নামাল। ভেঙে গেল সমাজতন্ত্রের কাঠামো। কেন ভাঙল? এর উত্তর খুঁজব আর একটি ঘটনায়।

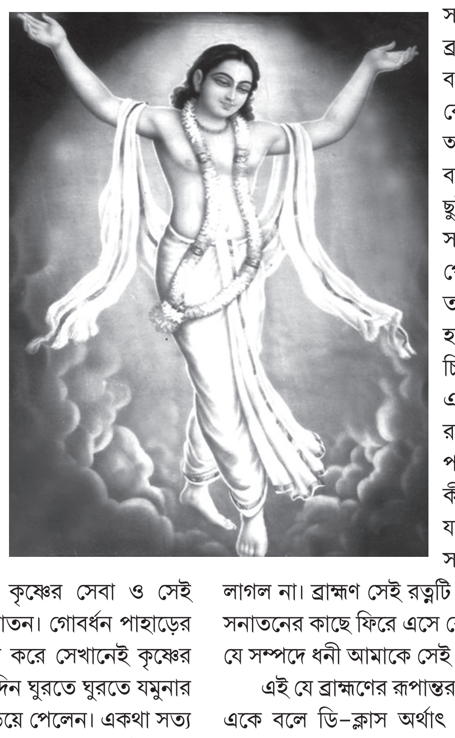

মহাপ্রভুর এক শ্রেষ্ঠ অনুগামী সনাতন গোস্বামী। ইনি পূর্বাশ্রমে গৌড়েশ্বরের মহামন্ত্রী ছিলেন। মহাপ্রভুর আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে তিনি সর্বত্যাগী হয়ে তখন বৃন্দাবনে বাস করছেন। মাধুকরি করে কৃষ্ণের সেবা ও সেই প্রসাদে জীবনধারণ করেন সনাতন। গোবর্ধন পাহাড়ের উপরে একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করে সেখানেই কৃষ্ণের বিগ্রহ পূজা করেন। তিনি একদিন ঘুরতে ঘুরতে যমুনার তটে বহুমূল্য রত্ন ‘মানিক’ কুড়িয়ে পেলেন। একথা সত্য যে তিনি রাজার মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে এসেছেন, তাঁর তো সম্পদের লোভ নেই। তাই তিনি সেই রত্নটি যমুনার জলে ফেলে দিতে গিয়েও ফেলতে পারলেন না। মুহূর্তের মধ্যে মনে চিন্তা এলো যে এটা আমার না কাজে লাগলেও অন্য কারও তো প্রয়োজনে লাগতে পারে। তাই তিনি সেই রত্নটি নদীর পাড়ে একটি গর্তের মধ্যে রেখে একটি পাথর চাপা দিয়ে রাখলেন। এবং স্থানটি চিহ্নিত করে রাখলেন। এই ভাবে কেটে গেল অনেক বছর। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা আর নাম নিয়েই মেতে থাকেন।

ওই অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ সংসারের অভাবের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘর ছেড়ে পথে পথে ঘুরতে থাকেন। যদি অভাব মোচনের কোনও সুরাহা করতে পারেন তবেই ঘরে ফিরবেন নচেৎ নয়। ঘুরতে ঘুরতে একদিন বনের ভিতর সনাতন গোস্বামীর সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী দেখেও সেই ব্রাহ্মণ সনাতনের পদতলে পড়ে তার অভাবের কথা জানালেন। সনাতন গোস্বামী বললেন আমি তোমায় কিছুই সাহায্য করতে পারব না। আমি নিজেই তো ভিক্ষা করে শাক–পাতা দিয়ে প্রভুর সেবা করি। কেমন করে তোমার অভাব মোচন করব বল, তৎপর হঠাৎই সেই ‘‘মানিক’’ এর কথা মনে পড়ল সনাতনের। তিনি তখন ব্রাহ্মণকে সেই স্থানের বর্ণনা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কোথায় মানিকটি রাখা আছে এবং সেটা নিতে বললেন। ব্রাহ্মণ ছুটতে ছুটতে সেই স্থানে গিয়ে সাত রাজার ধন এক মানিক পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। তার সব অভাব এবার দূর হবে— হঠাৎই অন্য এক চিন্তার আলোক তার মনে এলো। আচ্ছা যে মানুষ এই রত্নকে অবহেলা করতে পারে সে তাহলে কত ধনী। কী সম্পদ তিনি পেয়েছেন যার জন্য এই মহামূল্যবান সম্পদ তার কোনও কাজেই লাগল না। ব্রাহ্মণ সেই রত্নটি যমুনার জলে ফেলে দিয়ে সনাতনের কাছে ফিরে এসে কেঁদে বললেন প্রভু আপনি যে সম্পদে ধনী আমাকে সেই সম্পদের হদিশ দিন।

এই যে ব্রাহ্মণের রূপান্তর ঘটল মার্কসীয় পরিভাষায় একে বলে ডি–ক্লাস অর্থাৎ শ্রেণিচ্যুতি ঘটা। একজন ভিখারি সেও স্বপ্ন দেখে একদিন প্রাসাদে বাস করার। আমার কিছু নেই ‘কিন্তু আমি অহরহ চিন্তা করি কী করে ধনসম্পদ অর্জন করব। কি করে আমি বড়লোক হব। এই যে চিন্তা থেকে যে মুক্ত হতে পারবে সেই প্রকৃত সর্বহারা হবে। তার দ্বারাই সর্বহারা সংস্কৃতির চর্চা হবে। ব্রাহ্মণ ভিখারী ছিল কিন্তু বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখত। আর সনাতনের সংস্পর্শে এসে তার মনের চাহিদার পরিবর্তন ঘটল। কৃষ্ণের নামে কৃষ্ণের প্রেমে মাতোয়ারা হল। মহাপ্রভু সকলকেই এই হরি নামে, কৃষ্ণ নামে মাতিয়েছিলেন। তিনি শুরু করেছিলেন একেবারে সমাজের নিম্ন স্তর থেকে। আ–চন্ডালে প্রেম–মানে কোনও জাতের বেড়া নেই। আভিজাত্যের ভেদ জ্ঞান নেই। মহাপ্রভ সুও তার পরীকরেরা মিলে এক সমাজ গড়ে তুলে ছিল যা সাম্যবাদের পরিপূরক। কিন্তু সমাজ সংস্কারের নাম নয়, কৃষ্ণের নামে। আমার বাড়ি, আমার সম্পদ নয়। সবই কৃষ্ণের। এই বিশ্ব তাঁর সৃষ্টি আমরা তাঁর লীলা সহচর। পৃথিবীর প্রতিটা বস্তু কৃষ্ণ দ্বারা সৃষ্ট তাই সব কৃষ্ণ। তুমি কৃষ্ণের, আমি কৃষ্ণের, এই ফুল পাখি, নদী, খাদ্য সব কৃষ্ণের। ফলে আমাদের মধ্যেও কে ভেদ। আমরা যা কিছু করছি কৃষ্ণের সেবা করছি আমরা যা কিছু প্রয়োজন কৃষ্ণই জুগিয়ে দেবে। এই ভাবনা—

কিন্তু পরোক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক ভাবনা। সমাজতন্ত্রীরা বিপ্লব করে যা করতে চায় মহাপ্রভু হরিনাম কে হাতিয়ার করে সেই একই কাজ করে গিয়েছেন। তিনি ধর্মপ্রচারের নামে সমাজের যে পরিবর্তন এনেছেন তা সেই যুগে কায়েমী স্বার্থান্বেষী মানুষেরা বুঝেছিলেন তাই হরিনামের বিরোধিতা করেছিল। মহাপ্রভু প্রথম সাধারণ মানুষকে গণ–আন্দোলনের পথে নিয়ে গিয়ে জয় ছিনিয়ে নিতে শিখিয়ে চিলেন। তবে শান্তিপূর্ণ পথে। তিনি সমাজের মধ্যে নতুন বৈষ্ণব সমাজ তৈরি করলেন। কত জ্ঞানী, গুণী, রাজা–জমিদার তার সমাজে ঠাঁই পেলেন তবে সকলকেই শ্রেণিচ্যুত হয়ে আসতে হয়েছে। এই সমাজকে যারা পরিচালনা করবে তারা কেমন চরিত্রের হবে তার নির্দেশে বললেন ‘‘তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুণা, অমানীনেন মান দেনা, কৃত্তনীয় সদা হরি।’’ সেই হবে প্রকৃত বৈষ্ণব যিনি তৃণের থেকে নীচ মনে করবে নিজেকে, গাছের মতো যিনি সহিষ্ণু হবে। যে সম্মান পাবার যোগ্যই নয় তাকেও তিনি সম্মান দেবেন এবং কৃষ্ণ নাম যার মুখে সর্বদা শোনা যাবে সেই প্রকৃত বৈষ্ণব। অর্থাৎ যে সমাজ তিনি তৈরি করলেন সেই সমাজ পরিচালক বা নেতা কারা হবে তাই তিনি ঠিক করে দিলেন। তাঁর সব থেকে বড় শিক্ষা হল ধর্মের জন্য বা ঈশ্বরের জন্য কোনও পরাবাস্তব জগতের অনুসন্ধান করতে হবে না। এই জগৎ সংসারে থেকেই কৃষ্ণের নাম কীর্তন করলেই তাঁর কৃপা লাভ হবে। এই সমাজ সংসারই হল সাধনার স্থল। তাই তিনি অবধূত প্রৌঢ় সন্ন্যাসী তাঁর অগ্রজসম নিত্যানন্দ প্রভুকে সংসারী হতে বললেন। বললেন আদর্শগৃহী কেমন হবে তা তোমায় দেখে মানুষ শিখবে। আদর্শ গৃহী না হলে আদর্শ সন্তান হবে না। আর আদর্শ সন্তান না হলে আদর্শ সমাজ–দেশ গঠন হবে না। ৫৩০ বছরের ব্যবধানে তাঁকে পূজার ছলেই আমরা ভুলে গিয়েছি। তিনি শুধু দই চিঁড়ে ভোগ খাবার ঠাকুর নয়। আমাদের চিন্তা চেতনায় আরও গভীরে অনুসন্ধান করলে ঘটনার পরম্পরা বিশ্লেষণ করবো ঐতিহাসিক তথ্য বিচারে অন্য এক নেতা– সাম্যবাদী চিন্তা নায়কের দেখা পাই আমরা।

অমৃত কথা

ব্রহ্ম– দ্রব্য– বারি বা গঙ্গাজল তিনি সকলকে পান করতে বলতেন। কারও মন খারাপ হয়ে গেলে তিনি বলতেন, ‘একটু গঙ্গাজল খাও, সব ভালো হয়ে যাবে।’

পরমহংসদেবের ঘরে বসে একজন লোক একটা বই থেকে রাজা রামমোহন রায় এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে রহস্য করেছিলেন, সেই স্থানটি পড়ে অন্য একজনকে শোনাচ্ছিল। পরমহংসদেব বিছানায় তখন শুয়েছিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের ফুল তোলবার ঝারিটি লুকিয়ে রাখেন তারপর ব্রাহ্মণকে বুঝিয়ে বললেন, যে ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু ফুল সাকার। সাকার বস্তু দিয়ে নিরাকার পুজো করা যায় না। তাঁকে মন দিয়ে পুজো করতে হয়। ব্রাহ্মণ তাই বুঝল। পরমহংসদেব তা শুনে বলে উঠলেন, ‘দুজনেরই সমান মোটা বুদ্ধি, মনটা সাকার না নিরাকার?’

মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবের কাছে একজন ব্রাহ্মণ এসে অতি বিনীতভাবেকথাবার্তা কইতো। কিছুদিন পরে সে আর আসতো না। একদিন পরমহংসদেব হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে কোন্নগরে গিয়ে দেখলেন, সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে হাওয়া খাচ্ছে। তখন তাঁকে দেখে সেই ব্রাহ্মণ বলে উঠলো, ‘কি ঠাকুর! আছো কেমন?’ পরমহংসদেব তার কথার স্বর শুনে হৃদয়কে বলেছিলেন, ‘ওরে হৃদে! এ লোকটার এখন টাকা হয়েছে, তাই ওই রকম কথা।’ হৃদয় হাসতে লাগলো। বাস্তবিকই অর্থ হলে মানুষের বিপরীত ভাব হয়ে থাকে।

তোতাপুরী সব সময় ধুনী জ্বালিয়ে রাখতেন। একদিন তিনি আগুনের ধারে বসে পরমহংসদেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, এমন সময় একজন এসে তামাক খাবার জন্য ধুনী থেকে আগুন তুলে নিল। তোতাপুরী তা দেখে রেগে গেলেন, কিন্তু পরমহংসদেব তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, ‘এই কি তোমার ব্রহ্মময় জগৎ? ওই মানুষটা কি ব্রহ্ম নয়? ওই আগুনটাও কি ব্রহ্ম নয়? জ্ঞানীর চোখে আবার ছোটো বড় কি?’ তোতাপুরী শান্ত হয়ে বললেন, ‘ভাই! তুমি ঠিক বলেছ। আজ থেকে তুমি আর আমাকে রাখতে দেখবে না।’ এবং বাস্তবিকই তারপর থেকে আর তাঁকে রাগতে দেখা যায়নি।

ফেসবুক বার্তা

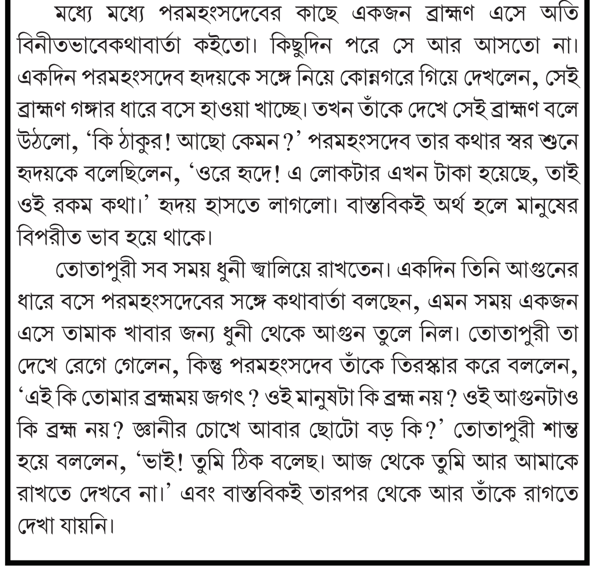

অরণ্যের দিনরাত্রি ছবির শ্যুটিংয়ের ফাঁকে অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ এবং সমিত ভঞ্জের সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের এক নীবিড় মুহূর্ত।

দারিদ্রে কুম্ভীরাশ্রু দেশদ্রোহের জেহাদ

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষমতাই রাজনীতি। ক্ষমতার জন্য সব কিছু করা যায়। ভারতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছনোর জন্য প্রতিহিংসা হত্যা–দাঙ্গার মতন জঘন্য কৌশল সংসদীয় রাজনীতির অভিজ্ঞতা থেকে হয়েছে। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ঠেকিয়ে রাখার জন্য গুজরাটের দাঙ্গায় পরোক্ষ ইন্ধন দিয়েছিলেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার জন্য অরবিন্দ কেজরিওয়াল আন্না হাজারের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন থেকে রাজনীতির নীতি নৈতিকতা চর্চা চর্বন করেছিলেন। নির্বাচনে জেতার জন্য ভ্রষ্টাচার মুক্ত শাসন প্রতিষ্ঠার সংকল্পও করেছিলেন। কিন্তু দুর্নীতির কলঙ্ক মুক্তি এত সহজে সম্ভব! সুলুক সন্ধানীরা তো ঘুরে বেড়ায় বোস্টমী সেজে মন্ত্রী হবার জন্য। মন্ত্রী হলেই দুর্নীতি। যতই স্ট্রিং অপারেশন ভগবান নারদ মুনি করুক না কেন? আমাদের জিনে দুর্নীতি রয়েছে। কেজরিওয়াল আর কি করবে।

কেজরিওয়াল ফাইল দিল্লি রাজনীতি মাত করেছে। উদীয়মান ছাত্র নেতা কানহাইয়া কুমার। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জেলে যাবার পর জিরো থেকে হিরো হয়ে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের প্রেসিডেন্ট হয়ে তার জনপ্রিয়তা যত না ছিল, জেল থেকে ছাড়া পাবার পর কানহাইয়ার আন্দোলনের স্টাইলকে আর উপেক্ষা করতে পারছে না দিল্লি পুলিশ প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় সরকার। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ কানহাইয়ার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ বিরোধী বিশ্বাসঘাতক বলে যতই স্লোগান দিক তাদের চিৎকার মানুষ শুনছে না। নেতা হওয়ার জন্য ক্যারিশমা সংকটজনক পরিস্থিতির মোকাবিলায় যোগ্যতার ওপর রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা জোর দেয়। কিন্তু কানহাইয়ার ক্ষেত্রে এই দুই যৌক্তিকতা কোনওভাবেই ঘটে নি। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় বিজেপির আক্রমণাত্মক হিন্দুবাদ বিরোধী বিকল্প ভাবনাচিন্তার প্রতি ছাত্রদের আকর্ষণ বা আস্থা থেকে কানহাইয়ার প্রতি শুধু বামপন্থী শিক্ষকদের সমর্থন নয় সাধারণ জনতা জনার্দন তাঁর বক্তৃতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না।

দিল্লি রাজনীতির বর্তমান ‘হিরো’ কানহাইয়া কুমারের উত্থান মনে করিয়ে দেয় বর্তমান বিজেপির উত্থানের নায়ক লালকৃষ্ণ আডবানির ৯০–এর দশকে রামজন্মভূমি আন্দোলনে রামরথ যাত্রা। ১৯৮৯ সালে রামশিলা পূজন থেকে রামমন্দির নির্মাণের নামে লালকৃষ্ণ আডবানির রামরথ তৎকালীন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের পুলিশ প্রশাসন যদি আটকে না দিতেন এবং তাঁকে গ্রেপ্তার না করলে বিজেপির এই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নরেন্দ্র মোদির সরকার গঠন সম্ভব হতো না। বিজেপির জন্য যিনি জীবন দিলেন তিনি পার্টির কাছে ব্রাত্য। এখন বিজেপি ভুলে গিয়েছে রাম মন্দিরের উন্মত্ততা, ৩৭০ ধারার বিলোপের দাবি এবং স্বদেশী অর্থনীতির গল্প। ৮০–র দশক হিন্দুত্বর আবেগে সুড়সুড়ি যদি না দিত তাহলে বিজেপির বাড়বাড়ন্ত সম্ভবপর ছিল না। সেই সময় অবশ্য বৈদ্যুতিন মাধ্যম এত শক্তিশালী ছিল না।

কানহাইয়ার ক্ষেত্রে মিডিয়া ‘হাইপ’ হয়েছে। বৃহৎ সামাজিক–রাজনৈতিক পরিসরে তাঁর বক্তব্য সাধারণ মানুষ শুনছে। কারণ, ক্ষুধা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে চাটুকারীরা কথাবার্তায় স্বাধীনতার ডাক দিয়ে আদর্শের আবেগ মানুষের মধ্যে দাগ কেটেছে। বিজেপির নৈতিক মতাদর্শের নামে আক্রমণাত্মক মোটা মাথার আন্দোলন সাধারণ মানুষ পছন্দ করছে না। রাজধানীর মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত শহরাঞ্চলে এই মতাদর্শগত আধিপত্য বা ‘হেজেমনিকে’ জনসমর্থন রয়েছে বুদ্ধিজীবী আন্দোলনে।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিটি মানুষ সমর্থন করে। কিন্তু বামপন্থী প্রগতিশীলতার মধ্যে দেশবিরোধী মনোভাবের আবেগ ঝরে পড়লে তা কি সমর্থনযোগ্য। ভারতের কমিউনিস্টদের অবশ্য এই দেশ বিরোধী বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন কম নেই। বিশ্বের কোনও কমিউনিস্ট আন্দোলনকারী দেশ নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য দেশাত্মবোধকে উপেক্ষা করে না। কিন্তু ভারতে মেকি বামপন্থীরা ক্ষমতার জন্য সবকিছুই করতে পারে। ‘সর্বহারার শিকল ছাড়া হারাবার আর কিছু নেই।’ এই ভাবনার পরিবর্তে তারা মনে করে ধান্দাবাজি রাজনীতি ছাড়া তাদের আর কোনও কৌশল নেই। ৬২–র যুদ্ধে সময় ‘হিন্দি–চিনি’ প্রেম ৭০–এর দশকে নকশাল আন্দোলনের নামে কলেজ স্ট্রিটে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে কালিমা লেপন এককালে করেছে। এই রাজনীতির উত্তর জাতক কানহাইয়া কুমার। স্বাভাবিক ছাত্র আন্দোলনের নামে আদর্শের আবেগে দেশবিরোধী বক্তব্য থাকবে না এই ভাবনাটাই অস্বাভাবিক। গত ৮ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবসে দেশ বিরোধী ভাবনা চিন্তাকে উস্কে দেবার জন্য কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর দ্বারা কাশ্মীরি মহিলাদের বলাৎকার–নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে কানহাইয়া কুমারের ছাত্র রাজনীতি। যে ভারতীয় সেনারা জীবনযাপন সংগ্রাম করে দেশরক্ষার করার কাজে নিযুক্ত রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এই খবরের অভিযোগ এনে কানহাইয়া কুমার কি প্রমাণ করতে চাইছে? তিনি কাশ্মীরের স্বাধীনতার আন্দোলনকে সমর্থন করেন? কাশ্মীরে যারা হিংসাত্মক আন্দোলন চালাচ্ছে এবং ভারত বিরোধিতার জিগির তুলেছে তাদেরকে সমর্থন করার অর্থ হল দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। সেকি বামপন্থার জারজ জাতকদের কাছে এর থেকে আর বেশি কিছু আশা করা যায়!

কানহাইয়া কুমারের মতন তুর্কী ছাত্রনেতাদের সেই ধৃষ্টতা রয়েছে পাকিস্তানে ভারতীয় জেলবন্দিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জন করার। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে ৭০ হাজার মহিলাকে সামরিক সেনারা ধর্ষণ করেছে। আফ্রিকার রাওন্ডায় গৃহযুদ্ধের সময় এক হাজার মহিলা ধর্ষিত হয়। কোথায় গেল এই বর্বরতার বিরুদ্ধে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। নাগাল্যান্ডের একটি নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বী ব্যাতীত অন্য ধর্মগোষ্ঠীর ভারতীয়দের বিমার (বিদেশি) ভাবে। মণিপুরের আলফার সেনাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যৌক্তিকতা রয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না মণিপুরে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী ভারত বিরোধিতার জিগির তুলে দেশ বিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। দেশের যুব সমাজ কৃষকের জয়গান দেওয়া নিসন্দেহে সাধু চিন্তাভাবনা। সীমান্ত সেনারাও দেশরক্ষার অতন্ত্র প্রহরী। তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনায় নিশ্চয় দেশভক্তির নমুনা নয়। রাজনীতির আগুন নিয়ে খেলা চলছে। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কানাইয়া কুমার ওমর সখালিদ সহ চার ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত যেমন সমর্থন যোগ্য নয় তেমনই গণতন্ত্রে বাক স্বাধীনতার নাম করে শব্দ বাক্যের ব্যভিচার রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা সংহতির পক্ষে বিপদজনক।

চুঁচুড়ায় নারী দিবস

CELEBRATION OF INTERNATIONAL WOMENS DAY

নিজস্ব সংবাদদাতা: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে চুঁচুড়ায় মহিলাদের ফল ও সবজির প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের ওপর একটি প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হয়। তিনদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে চন্ডীতলা–১ এর শিয়াখালা, পোলবা–দাদপুর, মগরা, বলাগড় ব্লক থেকে ‘জাগরণ’, ‘আনন্দধারা’, ‘গীতাঞ্জলী’, ‘খাজাবাবা’ প্রভৃতি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রায় ৩৫ জন মহিলা অংশ নেয়। এদের স্কোয়াশ, জ্যাম, জেলি, আমসত্ত্ব , লেবুর আচার ও ফুলকপির আচার ইত্যাদি তৈরির ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মহিলারা যাতে ভবিষ্যতে স্বনির্ভর হতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা যায়।

রাজ রাজেশ্বরী পুজোর আরাধনায় মত্ত চন্দননগরের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : গড়বাটি উত্তর চন্দননগরে রাজ রাজেশ্বরী পুজোয় মত্ত রয়েছে এলাকার বাসিন্দারা। সমগ্র চন্দননগরে এই পুজোর প্রচলন নেই বলে জানা গিয়েছে। চৈত্র মাসে প্রচলিত হয়ে তার রূপ রস গন্ধ স্পর্শে প্রকৃতি যেন এক নৈস্বর্গিক চেতনায় আভাসিত হয়ে ওঠে। ৬৯ বছর ধরে চলছে এই পুজো। এ বছর এই পুজো শুরু হয়েছে ১৫ মার্চ। শেষ হবে ১৮ মার্চ দশমীতে। এই পুজোকে উপলক্ষ করে মন্দির চত্বরে হরেকরকমের মেলা বসেছে। পুজো কমিটির সম্পাদক সুব্রত ঘোষ জানান, পুজোর প্রথম দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট শিল্পী রাঘব চট্টোপাধ্যায় তাঁর গানের ডালি পরিবেশন করেন। এছাড়া জি বাংলা খ্যাত তথাগত সেনগুপ্ত ও পুজা সরকারও ছিলেন। প্রতি বছরের মতো এ বছরও তারা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত চুঁচুড়ার জ্যোতিষচন্দ্র বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক নন্দদুলাল বিশ্বাসকে সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি আরও জানান, এই পুজোকে কেন্দ্র করে প্রচুর ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটে উত্তর চন্দননগর গড়বাটি এলাকায়। কমিটির সদস্য শুভকান্তি চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই পুজোর ভক্তরা উপবাস থেকে অঞ্জলি দেয় ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী তিথির পুজো চারদিন ধরে। অন্যদিকে যাঁরা দেশ বিদেশে চাকরি করে তারাও পুজোর কয়দিন ছুটি নিয়ে সকলে মিলে মিশে উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যান। যা বলার অপেক্ষা রাখে না। সহ সম্পাদক শান্তনু চট্টোপাধ্যায় (মুরা) ও জিৎ চট্টোপাধ্যায় জানালেন, অষ্টমীর দিন কুমারী পুজো নিষ্ঠার সঙ্গে হয়। এছাড়া নবমীতে ২৩ জন পুরোহিত দেবীর যজ্ঞ করেন। ওই দিন অন্নকূট ও বহিরাগত অতিথি ও আত্মীয়স্বজনদের গণ–নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করা হয়।

সততার প্রতীক সত্যস্বপন মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বালি নিশ্চিন্দার সততার, স্বচ্ছতার প্রতীক হলেন বর্তমানে এসইউসিআই নেতা সত্যস্বপন মুখোপাধ্যায়, দলকে ভালোবাসেন কিন্তু অর্থ নয়, তাই আজও মাথার ওপরে ছাদ তৈরির স্বপ্ন অধরা। তবে এনিয়ে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই সত্যস্বপন বাবুর। দাদা সত্যভানু মুখোপাধ্যায়ও এসইউসিআই–এর কোনও একসময় একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে কিডনি খারাপ থাকার দরুণ আর সেভাবে দলের জন্যে কোনও কাজ করতে পারেন না তিনি। তবে এ নিয়ে দুঃখও কম নয় সত্যভানুবাবুর, কারণ মন থেকে ভালোবেসে দল করেছেন যে। সত্যস্বপন মুখোপাধ্যায় একসময় চেতলার একটি স্কুলে কাজ করেছিলেন বলে কথা প্রসঙ্গে জানান। নিশ্চিন্দা থানার পশ্চিম পাড়ায় গিয়ে দেখা গেল সত্যস্বপনবাবুর বাড়িতে অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার ছাপ স্পষ্ট। চারদিকে ছিটে বেড়ার দেওয়াল মাথার ওপরে টালির ভারে ঘরটি নুইয়ে পড়েছে। কোনরকমে অতি সাবধানে মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকতে হবে। তা না হলে যেকোনও সময়ে মাথায় ধাক্কা লেগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা স্পষ্ট। বর্ষাকালে টালির জল চুইয়ে যাতে ঘরের ভিতরে না ঢোকে তার জন্যে কালো প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে টালির উপরে। আলো আধারির অন্ধকারে ঘরের ভিতরে কি আছে তা ভালো করে বোঝার উপায় নেই। স্বপন বাবুর অবশ্য অন্য ভাইয়েরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতার জন্যে দুদিকে বড় মাপের বাড়ি বানিয়ে রয়েছেন। কিন্তু আমার পক্ষে আর তা সম্ভব হয় নি তাই আমিও বাড়ি বানাতে পারি নি বলে জানান সত্যস্বপন মুখোপাধ্যায়। বারান্দায় অর্ধেক জুড়ে রয়েছে একটি সাইকেল, ভিতরে ঘরের বেড়ার দরজায় ঝোলানো রয়েছে তিন চারটি নাইলনের ব্যাগ। বর্তমানে বামদলের অবস্থান বিষয়ে জানতে চাইলে এক রাশ অভিমান ঝড়ে পরে তার মুখ থেকে। বাম দলে এখন আর কোনও সততা স্বচ্ছতা নেই, আছে শুধু ভোগবাদ, স্বার্থপরতায় ভরে গিয়েছে বামদলে। চলতি আসন্ন বিধানসভার ভোটে এককভাবে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এসইউসিআই দল। সারা রাজ্যে মোট ১৬২ জন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন দল জানালেন সত্যস্বপনবাবু, বালিতে দাঁড়িয়েছেন কাজল মিত্র, তাকে জেতাতে হবে তো। তাই সময় কোথায়? স্নান খাওয়া দাওয়া ভুলে দলের কাজে ব্যস্ত সত্যস্বপন বাবু। কথা বলতে বলতে ঘর থেকে একটি বাজারের ব্যাগ হাতে করে বেরিয়েছেন। কোনও রকমে বাজারের কাজ সেরেই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন মিটিং নিয়ে এই এসইউসিআই নেতা।

টিটাগড়ের ‘এনজেএমসি’ মিল বন্ধ

বাপিলাল দে : টিটাগড়ে নতুন করে জুটমিল বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সেখানে গত সোমবার ব্যাপক অশান্তির সৃষ্টি হয় বলে জানা যায়। সকালে মিলে কাজে যোগ দিতে এসে কর্মীরা দেখেন মিলের গেটে মিল বন্ধের নোটিশ ঝোলানো রয়েছে। তা দেখে মিলের শ্রমিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অবিলম্বে মিল খোলার দাবি জানিয়ে মিলের কর্মীরা বিটি রোড অবরোধ শুরু করে দেন, ফলে রাস্তায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে বারাকপুর থানার পুলিশ গিয়ে কোনও রকমে পরিস্থিতি সামাল দেন। মিলে প্রায় এগারশো কর্মী কাজ করেন বলে জানা যায়। কেন মিল বন্ধ করে দেওয়া হল প্রশ্নের জবাবে মিল কর্তৃপক্ষ বলেন উৎপাদন কমে যাচ্ছে, আর এই উৎপাদন নিয়ে মিলে চলে না। এবং মিল লোকসানে চলছে তাই আমরা মিল বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। অন্যদিকে মিলের শ্রমিকরা বলেন মিলে উৎপাদনের কোনও সমস্যা নেই। আসল সমস্যা মিলে কাঁচামাল হিসাবে পাটের অভাব রয়েছে। তাই পাটের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বলে মিলের কর্মীরা জানান। কাঁচামাল পাটের অভাবের কথা তিনি চারদিন ধরে বললেনও মিল কর্তৃপক্ষ সেই কথা কানে তোলেন নি, কর্মীরা অভিযোগ করেন মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই বলে যে ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে মিল বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই অবিলম্বে মিল খুলবার দাবি জানান হয় মিল শ্রমিকদের পক্ষ থেকে। ফলে টিটাগড়ের এনজেএমসি মিলটি বন্ধ হয়ে যাওয়াতে মিলের প্রায় এগারোশ কর্মী সহ তাদের পরিবারের লোকজন পড়েছে বেজায় অসুবিধার মুখে। ফলে চরম আর্থিক সমস্যার সামনে পড়তে চলেছেন মিলের কর্মী সহ পরিবারের লোকেরা।

যাদবপুর ও বেহালা পশ্চিমে ভি ভি প্যাট

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : রাজ্যের ২০টি জেলার মধ্যে ১৯টির প্রতিটি জেলার অন্তর্ভুক্ত বিধানসভা কেন্দ্রের একটি বিধানসভা কেন্দ্রে ‘ভি ভি প্যাট’ (ভোটার ভেরিফিঅ্যাবেল পেপার অডিট ট্রেইল) সিস্টেমের ব্যবস্থা থাকছে। সেখানে রাজ্যের মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার দু’টি বিধানসভা কেন্দ্রে যাদবপুর–১৫০ ও বেহালা পশ্চিম–১৫৪ এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটারদের ভোট দেওয়ার ‘প্রিন্টেড রেকর্ড’ হিসাবে এই বিশেষ পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকছে বলে জানান দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা শাসক ড. পি বি সেলিম। প্রসঙ্গত, ইলেকশন কমিশন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনের দিকে লক্ষ্য রেখে ২০০৬–এর বিধানসভা নির্বাচন থেকে এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এদিকে গত বিধানসভা নির্বাচনে যাদবপুর কেন্দ্রে এই বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। যাদবপুর কেন্দ্রে মোট পোলিং স্টেশন থাকছে ৩৪০টি। এবং গত ১ জানুয়ারি ভোটার তালিকা অনুযায়ী সেখানে মোট ভোটার ২,৬৯,৬৩৮ জন আর বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে মোট পোলিং স্টেশন থাকছে ৩৪১টি। এবং গত ১ জানুয়ারি ভোটার তালিকা অনুযায়ী সেখানে মোট ভোটার ২,৯০,৯৮১ জন।

সাট্টার ঠেক

নিজস্ব প্রতিনিধি: বরানগর দেশবন্ধু রোডের উপরে রমরমিয়ে চলছে মদ সাট্টা জুয়ার আসর। বছরের পর বছর ধরে চলছে পুলিশের নাকের ডগায় এই ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম। নাকের ডগায় রয়েছে আলম বাজার মঠ, রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশবন্ধু ক্লাব, সারা বছর ধরেই সেখানে বিভিন্ন রকম উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কাছেই পৃথিবী বিখ্যাত দক্ষিণেশ্বর মন্দির। নিকটবর্তী স্থানীয় মুরগির মাংসের দোকানে এবং চায়ের দোকানের মালিকদের জিজ্ঞাসা করা হয় দিনের বেলা এইভাবে ব্যস্ত সময়ে সাট্টার রমরমা চলছে আপনাদের সামনে,আপনারা প্রতিবাদ করেন না কেন? প্রশ্নের উত্তরে দোকানদাররা বলেন প্রতিবাদ করে কি হবে? উপর তলার দাদারাই তো এইসব করছেন, পুলিশ তো মোটা টাকা তোলা খেয়ে সাট্টা মদের ব্যবসা চালাতে সাহায্য করছে। অনেকটা সেই সরষের মধ্যেই ভূত! আপনি ভূত ছাড়াবেন কি করে বলে নিজেরাই প্রশ্ন ছুড়ে দেন আমার দিকে।

শিশু শ্রমিক পুনর্বাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গাংটে (সিউড়ি) : ২৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সিউড়ি–২ ব্লকের গাংটে গ্রামে গাংটে ধর্মরাজ যুবসংঘের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও শিশু শ্রমিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিল সিউড়ি–২ ব্লকের বিডিও। এশিয়া মহাদেশে শিশু শ্রমিক সবচেয়ে বেশি। ২০১১ জনগণনানুযায়ী ৫–১৪ বছর বয়সী শিশুশ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪৫ লক্ষ। প্রথমে শিশু পড়ুয়াদের নিয়ে সজ্জিত পদযাত্রা সহযোগে গ্রাম পরিক্রমা করা হয় প্ল্যাকার্ড সমেত। সিউড়ি নেহেরু যুব কল্যাণ কেন্দ্র ছিল মূল উদ্যোক্তা। সঙ্গীতসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর আলোচনা সভায় হয়। বিভিন্ন ট্রেনে, বাসে, দোকানে শিশু শ্রমিকের ছড়াছড়ি। সিড়ড়ি শহরেও দেখা যায় শিশুশ্রমিক। গরিব পরিবারকে বাঁচাতে এরা দোকানে কাজ করে। এদের কপালে জোটে তাচ্ছিল্য। শিশুশ্রমিকের মূল কারণ দারিদ্র্যতা। তারপর স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গা পরিষ্কার করা হয়। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়। গ্রামবাসী এবং গাংটে ধর্মরাজ যুবসংঘের সদস্যদের সহযোগিতা ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়।

বাইক আরোহীদের সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষকদের সামনে ছোট ছোট ক্ষুদে পড়ুয়ারা বাইক আরোহীদের থামিয়ে কিছু সচেতনতামূলক কথা বলল। বিনা হেলমেটে গাড়ি না চালানো, জোরে বাইক না চালনো ইত্যাদি। ঘটনাস্থল বাণীওড় গ্রাম ২৫শে ফেব্রয়ারি। গত ২১ ফেব্রুয়ারি বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় এক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনার টনক নড়ে গ্রামবাসীদের। প্রত্যেক বাইক আরাহী বাইক থামিয়ে পড়ুয়াদের কথাবার্তা শোনে এবং তা মেনে চলার কথাও বলে। খুদে পড়ুয়াদের তরফ থেকে লিফলেট বিলি করা হয়।

বিরোধীরা আতস কাঁচে

প্রথম পাতার পর

নেতিবাচক রাজনীতি বলে যতই সমালোচকরা গাল পাড়ুন না কেন, এটা তো প্রমাণিত সিঙ্গুর–নন্দীগ্রাম থেকে রাজ্যের সবর্ত্র বিরোধী রাজনীতি কিভাবে করতে হয় সেটা একমাত্র তিনিই দেখিয়েছেন। কংগ্রেস, সিপিএম বা বিজেপির যে রাজ্য নেতারা মোটামুটি পরিচিত মুখ তাঁদের মধ্যে বিরোধী নেতা–নেত্রীর সেই জেহাদটা একেবারেই অনুপস্থিত। তা সে আব্দুল মান্নান হোন বা অধীর চৌধুরী, বিমান বসু হোন বা সূর্য মিশ্র, রাহুল সিনহা কিংবা রূপা গঙ্গোপাধ্যায় যেই হোক না কেন। রং বদলালেও বিরোধী ধানিলঙ্কা কেউই হতে পারছেন না। এই যেমন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হঠাৎ করে বিরোধী প্রার্থী হিসেবে উদয় হলেন কংগ্রেস নেত্রী দীপা দাশমুন্সি। তাও আবার ওমপ্রকাশ মিশ্রকে রাতারাতি সরিয়ে। বেচারা ওমপ্রকাশবাবুর জন্য দেওয়াল লেখা অনেকটাই সেরে ফেলেছিলেন এখানকার কং–বাম কর্মীরা। সেখানেই আবার নতুন করে চুনকাম করতে হচ্ছে। দীপাদেবী মাঝে বেশ কিছুদিন একরকম রাজনৈতিক বাণপ্রস্থে চলে গিয়েছিলেন। অধীরবাবুর সঙ্গে তাঁর এতটাই ‘ভালো’ সম্পর্ক যে কথোপকথনও প্রায় বন্ধ ছিল। তাছাড়া সিপিএম তথা বামেদের সঙ্গে জোট করার ব্যাপারে মানস ভুঁইয়ার মতো আপত্তি ছিল প্রিয় পত্নীরও। আকস্মিকভাবে তাঁর এই প্রত্যাবর্তনে গিমিক থাকলেও কাজের কাজ কতটা হবে সেটাই প্রশ্ন।

এলোমেলো বিরোধীদের জন্যই এতটা গুছিয়ে নিতে পারছে তৃণমূল ব্রিগেড। লাস্ট ল্যাপে মেরে দেওয়ার ব্যাপারটাও কাজ করছে ভালোমতো। ‘এবার নয় নেভার’, ‘পরিবর্তন’ ইত্যাদির মতো কালবৈশাখীও বয়ে আনতে আপাত ব্যর্থ বিরোধীরা। তা বলে শাসক দল কী নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে? পরিস্থিতি তাও নয়। বরং ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই শিয়রে সংক্রান্তি দেখছেন বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা। তা যতই নেত্রী অভয়দান করুন না কেন। এখনও পর্যন্ত যা রিপোর্ট তাতে এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে ১৭০–১৮০ টি আসন পেতে পারে তৃণমূল। পক্ষান্তরে বাম–কং জোটের দখলে আসতে পারে ১১০–১২০ টি সিট। এই পরিসংখ্যানে সবথেকে বড় তথ্য যেটা তা হল বাম–কং জোট বা তৃণমূলের সম্ভাব্য ভোট প্রাপ্তির রেশিও তে খুব বেশি তফাৎ নেই। তাই নিশ্চিত থাকা যাচ্ছে না মোটেই। আজকের ঠুঁটো বিরোধীরা আগামী একমাসে হঠাৎ করে বাঘ (হোক না কাগুজে বাঘ) হয়ে লম্ফমান হতেই পারে। তাতে আবার এই আসনের ফারাকটা কাছাকাছিও এসে যেতে পারে। সমানে–সমানে হতে তখন বাধা কোথায়।

সারদা দিয়ে হয়নি, নারদা দিয়েও হবে না : অভিষেক

বজবজ–মহেশতলায় প্রচার তুঙ্গে

কুনাল মালিক

গত ১৬ মার্চ বজবজ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অশোক দেবের সমর্থনে নিশ্চিন্তপুরে এক কর্মী সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিন বলেন, মা মাটি মানুষের সরকারের উন্নয়ন বিরোধীরা সহ্য করতে পারছে না। তাই মিথ্যা কুৎসা ও অপ্রচারে নেমেছে। ২০১৪ সালে ‘সারদা’ নিয়ে বিরোধীরা কিছু করতে পারেনি, এবারেও ‘নারদা’ নিয়ে কিছু করতে পারবে না। সিপিএম–কংগ্রেস–বিজেপি’র এই ষড়যন্ত্রের জবাব দেবে মানুষ। অশোক দেব এমন একজন প্রার্থী, এখনও তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধীরা কোনও প্রার্থীই ঠিক করতে পারছেন না। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধায় দলতন্ত্র বোঝেন না, বোঝেন গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন। তাই সবুজ সাথী প্রকল্পে যাদের সাইকেল দেওয়া হয়েছে, তারা কিন্তু কেউ অন্যত্র ভোট দেবে না। ২ টাকা কেজি চাল সবাইয়ের জন্য বরাদ্দ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সিপিএম তৃণমূল–কংগ্রেস–বিজেপি বাদ বিচার করেননি। বজবজে সবরকমের নাগরিক পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে আরও উপহার অপেক্ষা করছে। তাই এবারও বজবজের মানুষ অশোক দেবকে বিপুল জয়ী করে পঞ্চমবারের জন্য বিধানসভায় পাঠাবেন। এদিন কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন, পূজালি পুরসভার চেয়ারম্যান ফজলুল হক, বজবজের চেয়ারপার্সন ফুলু দে, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, বজবজ–১ ও ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিত্যানন্দ বর্মন ও স্বরূপ রায়। তৃণমূল নেতা শেখ বাপী প্রমুখ। এদিনের সভায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সাতগাছিয়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সোনালী গুহর সমর্থনে গত ১৪ মার্চ চকমানিকে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক জনসভায় উপস্থিত হয়ে সিপিএম–কংগ্রেস–বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। অভিষেক বলেন, বিগত ৫ বছরে রাজ্য জুড়ে মা–মাটি–মানুষের সরকার যা কাজ করেছে, গত ৩৪ বছরে সিপিএম তা করতে পারেনি। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজসাথী খাদ্য সুরক্ষা সহ নানা প্রকল্প চালু হয়েছে রাজ্যে। বাম আমলের কোটি কোটি টাকা ঋণের বোঝা টেনেও রাজ্য সরকার সরকারি কর্মচারিদের মাসের এক তারিখেই বেতন দিচ্ছে। সাগর থেকে পাহাড়, জঙ্গলমহল সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে। মা–মাটি–মানুষের উন্নয়ন সহ্য করতে না পেরে বিরোধীরা কুৎসা চালাচ্ছে। কংগ্রেস সিপিএমের জোট প্রসঙ্গে বলেন, গত ৩৪ বছরে হাজার হাজার কংগ্রেসকর্মী সিপিএমের হাতে খুন হয়েছে। সাঁইবাড়ি, মরিচঝাঁপি, ধানতলা, বানতলা, বিজন সেতুতে আনন্দমার্গী হত্যা, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নেতাইয়ের গণহত্যা, ধর্মতলায় পুলিশের গুলিতে ১৩জনের মৃত্যু হয়েছে। এসব ঘটনা কংগ্রেস ভুলে গিয়ে সিপিএমের সঙ্গে জোট করেছে দেখে লজ্জা হয়। মানুষ এই জোটকে পরাস্ত করবে বিধানসভা নির্বাচনে।

অভিষেক বলেন, সাতগাছিয়ায় রাস্তাঘাট, পানীয় জলের প্রকল্প, আমতলায় হাসপাতালের আধুনিকীকরণ, কিষাণ মান্ডিসহ নানা উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। আগামী দিনে আরও হবে। তিনি বলেন, সব বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে সোনালী গুহকে ভোট দেওয়া মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেওয়া। বিরোধীদের অপ্রচারে কান না দিতে নিষেধ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সিপিএম–কংগ্রেস–বিজেপিকে এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়া যাবে না। ব

ুথে বুথে সরকারের উন্নয়নে কর্মসূচি প্রচার করার নির্দেশ দেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়। বজবজ ২ নং ব্লক তৃণমূল ও যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জসিমউদ্দিন মল্লিক ও তাপস চক্রবর্তী, বজবজ ২নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ জ্ঞানানন্দ সামন্ত, জেলা পরিষদের সদস্যা রীতা মিত্র, তৃণমূল নেতা বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত কাঁঙার, শেখ বাপী প্রমুখ।

ইন্দ্রনীলকে চ্যালেঞ্জ গৌতমের

মলয় সুর

ভোটের ময়দানে তৃণমূল প্রার্থী এবার গায়ক ইন্দ্রনীল সেন। মুর্শিদাবাদ থেকে কলকে না মেলায় তৃণমূল সুপ্রিমো এই সুগায়ককে পাঠিয়ে দিয়েছেন হুগলির চন্দননগরে। অন্যদিকে সিপিএম প্রার্থী শিক্ষাবিদ গৌতম সরকার। তাঁর কথায়, গায়কের অঙ্কে ভোটের হিসেব মিলবে না। এটা রাজনীতির ময়দান। এখানে মানুষ হিসেব করেন। তৃণমূল প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেন বহিরাগত। তবে সাধারণ মানুষ এবার লুটেরার সরকারটাকেই উৎখাত করার জন্য মনস্থির করে রেখেছেন। প্রতিদিন সকালেই গৌতমবাবু বেরিয়ে পড়ছেন প্রচারে। ভদ্রেশ্বর ১ নম্বর শান্তিনগর এলাকায় তার বাড়ি। বাড়িতে সকাল থেকেই স্থানীয় বাসিনন্দারা বিভিন্ন সমস্যার জন্য আসতে থাকেন।

২০১৫ সালের পুরনির্বাচনে ভদ্রেশ্বর পুরসভার অন্তর্গত ৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল প্রার্থী রীতা শীলকে ৬৭৫ ভোটে পরাজিত করে সিপিএম প্রার্থী গৌতমবাবু জয়ী হন। ভোটের রাজনীতিতে তিনি আনকোরা নন। কলেজে পড়ার সময় বাম রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। পেশায় ভদ্রেশ্বর শ্যামসুন্দর চিলড্রেন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। স্ত্রী শিখা সরকার বাম মহিলা সংগঠনের সঙ্গে রয়েছেন। দুই মেয়ে।

বড় মেয়ে অলিপ্রিয়া রবীন্দ্র ভারতীতে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে এমএ করছেন। ছোট মেয়ে শ্রেয়া এবার চন্দননগরে কৃষ্ণভবানী নারী শিক্ষা মন্দির স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পুরো পরিবার বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। গৌতমবাবু বলেন, আমরা নীতির কথা বলে ভোট চাইছি। সেখানে বিরোধী প্রার্থীদের নীতি বিরোধিতা প্রচারে আনছি।

এবারের লড়াই কোনও এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। এবারের লড়াই তৃণমূলের দাদাগিরির বিরুদ্ধে, ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে, তৃণমূলের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে। এবারের লড়াই মানুষের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, মানুষকে মুক্ত করার জন্য। তাই আমাদের স্লোগান তৃণমূল হটাও বাংলা বাঁচাও। এবারই প্রথম চন্দননগর বিধানসভা কেন্দ্রে ভদ্রেশ্বর থেকে সিপিএমের প্রার্থী হতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে যে গৌতম ভদ্রেশ্বর পুরসভার পুর নির্বাচনে তৃণমূলকে হারানোয় নতুন আবহ তৈরি করেছেন।

সোনারপুরে রুট মার্চ কেন্দ্রীয় বাহিনীর

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন করানোর জন্য নির্বাচন কমিশনার নাসিম জাইদির নির্দেশে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীদের দিয়ে রুট মার্চ চলছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে ৮ মার্চ থেকে রুট মার্চ শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীদের ১৮–২০ জনের একটি দল সকাল ৯টা থেকে রুট মার্চ শুরু করে। চলে বেলা ১টা পর্যন্ত। এরপর দুপুরে লাঞ্চ, ফের বিকেলে ৪টের পর থেকে রাত ৭–৩০ পর্যন্ত চলে রুট মার্চ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে গাইড হিসাবে থাকেন সোনারপুর থানার একজন অফিসার। এদের সঙ্গে থাকে সেই এলাকার সিভিক ভলেন্টিয়ার। রুট মার্চের ছবি তুলতে ও এলাকার পথ ঘাট চিনিয়ে নিতে সাহায্য করে তারা। ইতিহাস বলে সোনারপুরের বেশ কিছু এলাকা দাগী আসামী এবং কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের ডেরা বলে চিহ্নিত। সেই সব ঘাঁটিগুলোতে চলছে রুট মার্চ। সোনারপুরেই আছে প্রত্যন্ত গ্রাম। সন্ধ্যা হয়ে গেলে গা ছম ছম করবে। সেখানে চলে চোলাই মদ, জুয়া, সাট্টা ও দুষ্কৃতীদের আড্ডা। সোনারপুর থানার অ্যাসিসট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর রাজকুমার দাস, রনি সরকার, রাজেশ দাস, সৌমেন দালাল, তরুণ মন্ডলদের মতন বেশ কিছু অফিসার, যারা এইসব এলাকার ব্যাপারে বেশ ওয়াকিবহাল, তাদের দিয়ে নিখুঁত ভাবে কাজ করাচ্ছেন সদ্য আসা আইসি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা সব থানার চেয়ে বড় এলাকা জুড়ে রয়েছে এই সোনারপুর থানা। প্রায় ১৪ লক্ষ মানুষের বসবাস। কলকাতা লাগোয়া বেশ কিছু এলাকায় খুনি, ডাকাত ও চোরদের বসবাস। যেমন রানিয়ায় আছে জ্ঞান সাগর শর্মার ঘাঁটি। যার বাড়ির নিচের তলায় খোঁজ মিলেছিল অস্ত্র কারখানার। শুধু তাই নয়, এই জ্ঞান সাগর শর্মা এক অটো চালককে খুন করে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল। এছাড়া খেয়াদা, কাটিপোঁতা, গঙ্গা জোয়াড়া, রানা ভুতিয়া, নয়াবাদ, ঘাসিয়ারা, গোয়ালবাটি, চকখোলা, নাজিয়াবাদ, বনহুগলি, ডিহি, প্রতাপনগর, প্রসাদপুর, মকরন্দপুর কুখ্যাত এলাকা বলে পরিচিত। এই সমস্ত এলাকায় বার বার রুট মার্চ করানো হচ্ছে। সকাল থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চের শব্দে ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়ছে বাচ্চা থেকে বুড়ো। বাড়ির মহিলাদেরও প্রশ্ন,কি হয়েছে, এতো মেলেটারি কেন? একজন গ্রামের মোড়ল বলেন, চুপ নির্বাচন এসে গিয়েছে, কোনও গন্ডগোল যাতে ভোটের দিন না হয় তার জন্য দিল্লির থেকে পাঠিয়েছে মিলিটারি। এই রুট মার্চে যে সমস্ত অফিসারেরা থাকছেন তাদের সঙ্গে ঘন ঘন যোগাযোগ রেখে চলেছেন আইসি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় বাহিনীদের মধ্যে বেশ কিছু ফৌজি গ্রামের বুড়ো ও বাচ্চাদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করে সাহস যোগাচ্ছেন। সোনারপুরে ২২ তারিখ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ চলবে বলে স্থির আছে।

গত ৭ মার্চ বিশেষ শিশুদের নিয়ে এক অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটা বালিগঞ্জ ফাঁড়ি সন্নিহিত সিসিএফসি ক্লাব প্রাঙ্গনে। এতে অংশ নিয়েছিল প্রায় শতাধিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে অহরহ লড়াই চালিয়ে আসা ছাত্রছাত্রী। এদের আঁকায় এমন কিছু অভিনবত্ব চোখে পড়ল যা অচিরেই যাবতীয় কষ্টকে দূরে সরিয়ে নির্মল হাসি ফুটতে সাহায্য করে।

জমি বিক্রি

ক্যানিং থানার অন্তর্গত পরানে খেকো প্রাথমিক অবৈতনিক বিদ্যালয়ের আশেপাশের তপশিলী উপজাতির আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত জমি যার মৌজা উঃ অঙ্গদ বেড়িয়া, দাগ নং–৪৪০–৯৮৫, ৯৮৬, ৯৮৭ আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি উক্ত জমি কিনিতে ইচ্ছুক থাকিলে জমির মালিক মিহির সর্দারের সহিত যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে—

ফোন নং ৯৫৯৩০৮৪১০১

জমির মালিক—
মিহির সর্দার

Notification

All concerned are hereby informed that the following Toll Free Helpline Numbers are operational in South 24 Parganas district 24x7 for registering complaints relating to ensuing Assembly General Election.

1800-345-5569 (General Complaint)
1800-345-5570 (Expenditure Related Matter)

Issued by the DEO & DM, South 24 Parganas in the public interest

412(২)জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১৮.০৩.১৬

নেতাজি নিয়ে আলোচনা

কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে গত ১২ মার্চ উত্তম মঞ্চে নেতাজির জীবনের অজ্ঞাত অধ্যায় নিয়ে একটি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন 'আলিপুর বার্তা'র সম্পাদক তথা নেতাজি গবেষক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, ভিশন ২৪ চ্যানেলের অন্যতম কর্নধার অজয় চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক আর পি ব্যানার্জি। সকলের বক্তৃতার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যায় যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি। উত্তরভারতে ভগবানজি পরিচিতিতে তিনি অজ্ঞাত ভাবেই জীবন অতিবাহিত করেছেন। এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে। তারপর স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন ব্যানার্জি (বাবুন) সকল অতিথিবর্গকে বরণ করে নেন। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দিকপাল ফুটবলার পি কে ব্যানার্জি, মেগা সিরিয়ালের অভিনেতা সানি এবং অন্যান্য জগতের দিকপালেরা। আলোচনার পাশাপাশি এদিন নেতাজি নিয়ে গীতি আলেক্ষ্য অনুষ্ঠিত হয়। যা সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল সেই স্বাধীনতার সময়। এছাড়াও 'ওই আসছে মহাকাল' গানের সাথে নাচের মাধ্যমে কুর্নিশ জানানো হয় সকলের প্রিয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে। সব শেষে জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি বাবুন ব্যানার্জি। উল্লেখ্য, সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন তাপস হালদার, যার সঞ্চালনা সবাইকে মুগ্ধ করে।

ছবি : উৎপল রায়

সুভাষ চন্দ্র বসুর চিঠির প্রদর্শনী

আমি খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। আজ প্রায় ১২-১৪
শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু
আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি—তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। "দরিদ্র নারায়ণ"-এর সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব।
শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে তৈরি দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম। সুভাষ চন্দ্রর নিজের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসার জায়গা হল এই সেবাশ্রম। তিনি বারংবার বলেছেন যে, ''আমি কংগ্রেস ছাড়িতে পারি–তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। 'দরিদ্র নারায়ণ'–এর সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব।'' সেবাশ্রমে এখন প্রচুর অনাথ বাচ্চারা দীপক বিশ্বাস ও অন্যান্যদের তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠছে। ১১ এবং ১২ মার্চ ৯৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল তাঁরা। দুদিন ধরে আবাসিকদের আঁকা ছবি প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর লেখা কিছু চিঠিও তাঁরা প্রদর্শিত করেন। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কলকাতা হাইকোর্ট ও বম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারক শ্রী চিত্ততোষ মুখার্জি। এছাড়াও দুদিনব্যাপী নানা সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন চিঠির মধ্যে ফুটে উঠেছে তাঁর এই দরিদ্র নারায়ণদের জন্য খুব চিন্তিত। তিনি বারবার কারাবরণ করেছেন এবং তার আগে তিনি লিখছেন যে, তিনি না থাকলে দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের কি হবে। আর দেশবাসীর কাছে বারবার আহ্বান জানাচ্ছেন এই সেবাশ্রমের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য। বিভিন্ন তথ্য থেকে পাওয়া যায় তিনি যখন কলকাতার মেয়র তখন ৩০০০ টাকার বেতনের অর্ধেকের বেশি অংশই ব্যয় করতেন সেবাশ্রমের জন্য।

ছবি : প্রিয়ম গুহ

ভগবানজির ঘরে পাওয়া জিনিসপত্র

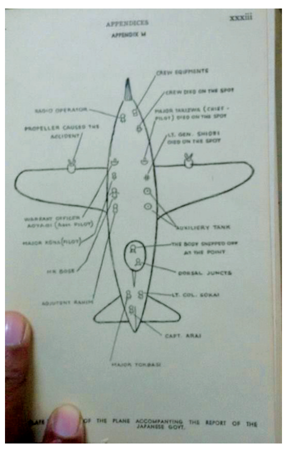

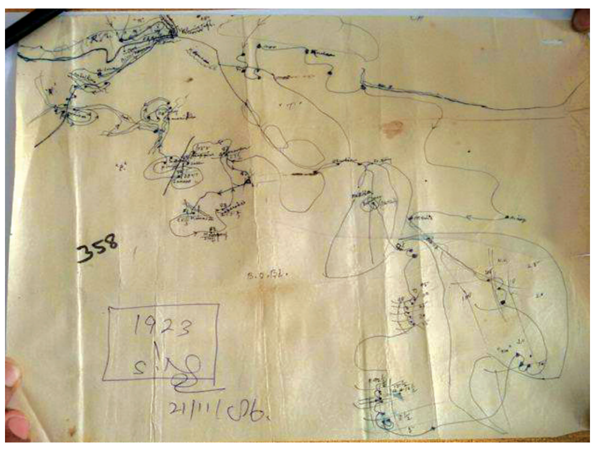

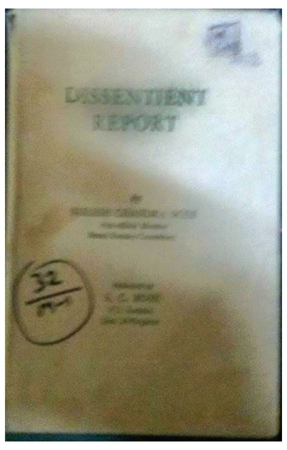

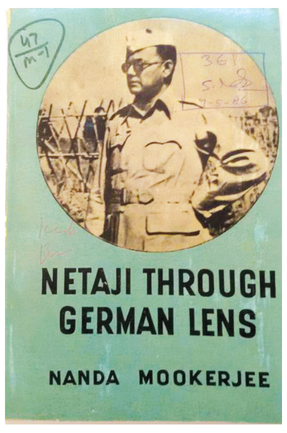

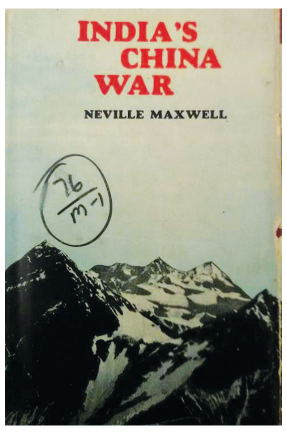

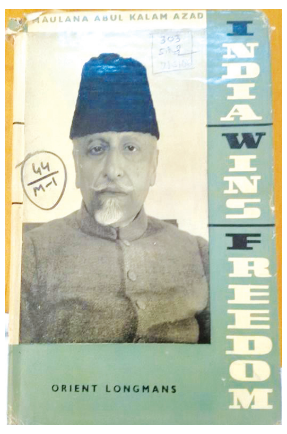

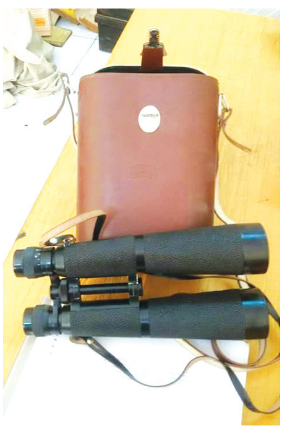

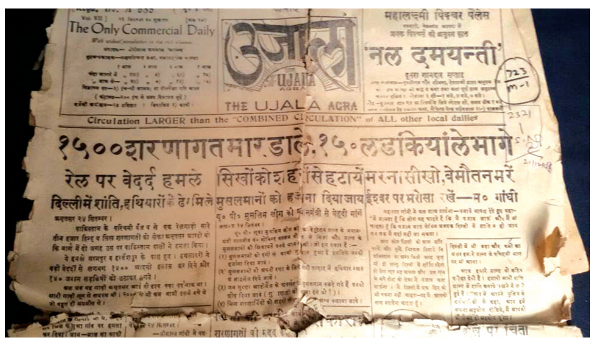

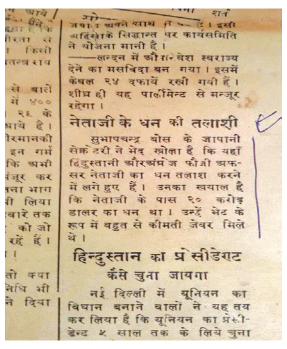

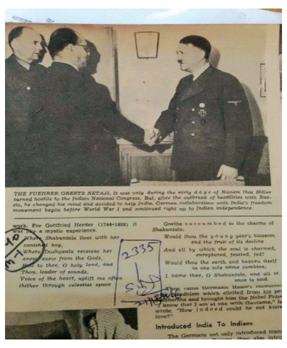

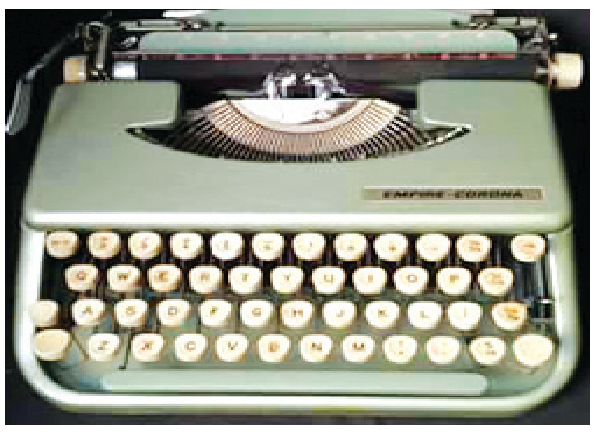

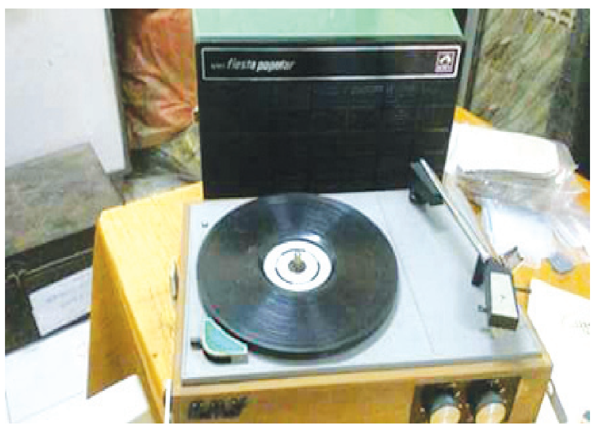

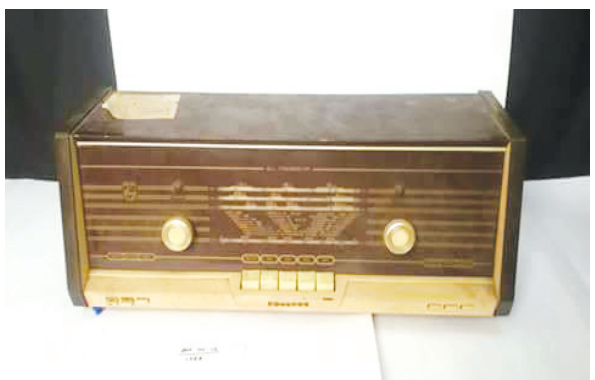

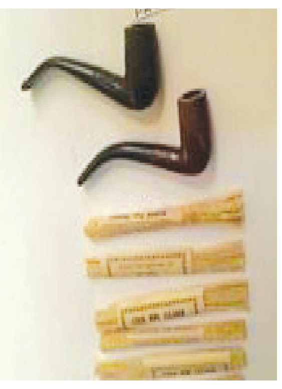

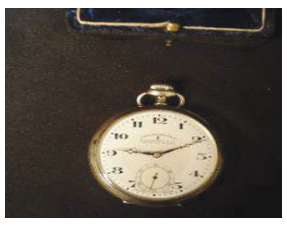

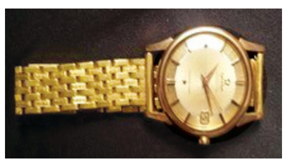

রঙে রঙে ফুলে ফুলে এসেছে ফাগের দিন

সুকুমার মণ্ডল

আপনি চান বা নাই চান, বসন্ত–সমাগমে প্রকৃতি তার নিজের নিয়মে রঞ্জিত হয়! বঙ্গদেশে রঙ্গের অভাব কদাপি হয় নি, রঙেরও নয়। বসন্তের আগমন–বার্তার সঙ্গে ভোটের দামামা বেজে উঠেছে। শিমূল–পলাশ নাই বা হল, নগরী রাঙানোর জন্য ভোট–উৎসব এসে গেছে। ব্যস্ আর পায় কে। ইট–কাঠ–সিমেন্টের নগরীও সেজে ওঠে, ড্রাম ড্রাম রঙ হাজির। লাগাও দেওয়ালে দেওয়ালে, তুলি টানতে দেরি করেছ কি, দেওয়াল হাতছাড়া হয়ে যাবে। আগে সাদা রঙ তো হোক, তার পরে নিজের নিজের রঙ আত্মপ্রকাশ করবে। দেওয়ালে স্লোগান, পোস্টার লিখে লিখে ছেলেপিলেদের কনুই কনকন, ঘাড় টনটন্, আঙুল কটকট। তা হোক! বসন্ত এলে অমন হয় টয়।

আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, বেছে বেছে বছরের এই সময়টাতেই বারে বারে ভোটে–র আসর বসছে, তা সে বিধানসভা, লোকসভা, পঞ্চায়েত কিংবা পুর ভোট যাই হোক না কেন! বসন্ত প্রকৃতির রঙবাহারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সবুজ, লাল, হলুদ, গেরুয়া ইত্যাদি মিলে সে এক রঙের রায়ট বেঁধে যায়। রঙের মেলা আসুক নেমে, তাতে ক্ষতি কি। মাথা নেড়ে জনৈক অভিজ্ঞ নাগরিক বললেন, নাথিং রং ইন ইট। যুগাবতার রামকৃষ্ণ তো বলেই গেছেন, যত মত তত পথ। এখনো সেই কথা–টি অবান্তর হয়ে যায় নি। যত দল তত রঙ। এখন রঙবাহারী রাজনীতির যুগ। জনগণের মনে রঙ ধরানো চাড্ডিখানি ব্যাপার নয়। এখন আর ধ্যারধ্যারে অক্ষরে লেখা চলে না। পেশাদার লোকজনদের দিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার বিনিময়ে মন–ভুলানো পোস্টার, বিজ্ঞাপন বানিয়ে নেওয়াই এখনকার রেওয়াজ।

ফাগের আসল রঙ কি! আমাকে থামিয়ে এক সদ্য তরুণ বললেন, ফাগ–টাগ বলবেন না কাকু, শুনলে কেমন ভাগ ভাগ্ মনে হয়। বরং আবীর শব্দটা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ...

সে না হয় বুঝলুম, কিন্তু আবীর–এর আসল রঙ–টি যে কি সেটাই সবাই ভুলে যেতে বসেছে। আহা, চিরাচরিত সেই গোলাপী দুধে–আলতা রঙ, ওটা না হলে কি আবীর–কে মানায়। আজকাল কি যে হয়েছে – সবাই নিজের পছন্দমত আবীরের রঙ পাল্টে ফেলছে। দরকার মত কেউ সবুজ করে নিলে, তাকে টেক্কা দিতে কেউ জবার মত লাল টকটকে আবীরের ফরমায়েশ করল। বাকীরাই বা থেমে থাকে কেন, হলুদ, গেরুয়া, মায় নীল রঙেরও আবীর চাইছে।

সত্যি মশাই, আবীরের কপাল খুলে গেছে। দোলের জন্যে একটা গোটা বছর হা–পিত্যেশ করে কাটানোর দিন গেছে। এখন সারা বছরই ফাগের দিন। কলেজের নির্বাচনে জিতলে আবির, ভোটে জিতলে আবির, প্রিয় ফুটবল দল কিংবা ক্রিকেট দল জিতলেও বাতাসে বাতাসে রঙের খেলা। আর ক্যালেন্ডারে দোল–এর দিন এগিয়ে এলে কদিন আগে থেকে স্কুল–কলেজ–অফিসে চোরা–গোপ্তা কিংবা প্রকাশ্যে আবীর–হানা শুরু হয়ে যায়। এবং এটা একদিনে শেষ হয়না, বলা উচিত এই একটি দিনেই এমন রোমান্টিক মোচ্ছবে ইতি টানতে অনেকেরই মন চায় না। তার ফল স্বরূপ, দোলের পরদিন স্কুল/কলেজ কিংবা আপিসেও এর রেশ চলতে থাকে। কারণ, দোল উৎসবের আরও এক অঘোষিত পাঞ্চ লাইন, একটুকু ছোঁয়া লাগে। রঙে রঙে রাঙানোর আছিলায় পরস্পরকে একটু ছুঁয়ে ফেলা।

দুটি হৃদয়ের কাছাকাছি আসার এই স্বীকৃত প্রকরণের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও বাসনা আমার নেই, তবে প্রায়শই আমরা শুনতে পাই বা দেখতে পাই, এই সুযোগ–টির অপব্যবহারের প্রবণতা যেন বেড়েই চলেছে। কেবল শালী–ই নয়, রঙ দিতে গিয়ে অনেকেই শালীনতার সীমা বেমালুম ভুলে যেতে চাইছেন।

তা বেশ তো ভাই, এতে আপনার আমার গাত্রদাহ হওয়ার কোনও কারণ নেই কো। তবে রঙের এই মাতামাতি–তে কারো কারোর বেজায় আপত্তি। দরজা–জানালা এঁটে ঘাপটি মেরে সারাদিন লুকিয়ে থাকেন। ফাগের দিন এলেই এঁরা কেমন যেন সাঁটিয়ে যান। রঙের এই হোলি খেলা এঁদের কাছে আদৌ হোলি অ্যাফেয়ার হয়ে ওঠে না কেন কে জানে!

তবে শহরে রঙের দিন অর্থাত রঙ–লাগানোর মরসুম এলে কেউ কেউ ভারি ফুরফুরে মেজাজে থাকেন। পাড়ার পুরোনো বাসিন্দা গোবিন্দ বাবু–র পৈতৃক বাড়ি একেবারে বড়রাস্তা লাগোয়া গলির মোড়ে। প্রায় একশ ছুঁই ছুঁই বাড়ী–টি যত জীর্ণ, তার দু–দিকের পাঁচিলের অবস্থা তার চেয়েও ঢের করুণ। বলা বাহুল্য এই বিশাল পৈতৃক সম্পত্তির গায়ে রঙের প্রসাধন ব্যয়ে গোবিন্দবাবু নারাজ। আজকাল বাড়িঘরদোর রঙ করানো কি চাড্ডিখানি ব্যাপার মশাই। উনি চাতক পাখির মত ভোটের প্রতীক্ষায় থাকেন। ভোট এলে ওঁর বাড়ীর দু–পাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচিল–দুটির রূপটান জোটে। কারোকে খোশামোদ করতে হয় না। পার্টির লোকেরা নিজেদের গরজে চুনকাম করে নেয় তারপর রঙিন লেখা আর ছবি, আহা বাড়িটার রূপ ফিরে যায়। রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে সেসব বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন উনি।

এই তো গেল বছর পুরভোটের সময়ে পাঁচিল–টা একপ্রস্থ রঙের প্যাঁচড়ায় নবযৌবন পেয়েছিল, পাঁচিলের কি কপাল! বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ফের নতুন করে রঙিন হওয়ার সুযোগ এসে গেল। রঙের টিন, তুলি নিয়ে এসে গেল দলের ছেলেরা। যথারীতি গোবিন্দবাবু তদারকি করতে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। সামনের পাঁচিলে চুনকাম করার পর ওরা যেই পাশের দিকে রঙা লাগানোর তোড়জোড় করতে লাগলো, গোবিন্দবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন, ওদিকে নয় .. ওদিকে নয় ...।

দলের কর্মীরা একটু বুঝি বা থমকালো। একজন এগিয়ে এসে বলল, কিন্তু মেসেমশাই আমরা তো বরাবর দু–দিকের পাঁচিলে আমাদের পোস্টার লাগিয়ে এসেছি ..এখন কি এমন হল। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে গোবিন্দবাবু বললেন, ওরে কেউ কি আমার পর। ওদের পার্টি থেকেও আমার কাছে কাল অনেক করে আবদার করে গেছে... তোমরা তো জানো বাবা, কারোকে ফেরাই না আমি। ...তাছাড়া ওপাশের পাঁচিল–টা লম্বায় বেশ ছোটই বটে! এ যাত্রায় তোমরা সামনের দিকটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো।

আজ সকালে পাড়ার সব্বাই দেখলাম, গোবিন্দবাবুর বাড়ির সামনের দিকের পাঁচিলে তৃণমূলের প্রার্থীর নাম জ্বলজ্বল করছে আর পাশের দেওয়ালে সিপিএম–এর প্রার্থী র পোস্টার!

মাঙ্গলিকী

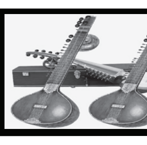

সগৌরবে কবি সামসুল

মৃত্যুর ২০ বছর পর

সৈকত ঘোষ, কাকদ্বীপ : আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম বিশিষ্ট কবি সামসুল হক। ষাটের দশকের স্বতন্ত্র ধারার এই কবির মৃত্যু হয় ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে। মৃত্যুর কুড়ি বছর পর তাঁর ২১টি কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামের গ্রন্থটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে প্রতিভাস থেকে। অন্য দিকে তাঁর লেখা বড়দের ছড়া গ্রন্থগুলির একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে 'হাজার ঘড়া হিরের ছড়া' নামে আবিষ্কার প্রকাশনী থেকে।

১৩ মার্চ রবিবার কাকদ্বীপ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাঘরে এই গ্রন্থ আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটলো। পূর্ণ সভাঘরে গ্রন্থ দুটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন কবি সুবোধ সরকার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি ও গবেষক রফিক উল ইসলাম। অন্যান্য সম্মানীয় অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ভাস্কর মৃণালকান্তি গায়েন, বিশিষ্ট গল্পকার মুর্শিদ এএম, কবি ঋজুরেখ চক্রবর্তী, কবি সৌরভ চন্দ্র, কবি অর্ণব সাহা, কবি কৌশিকী দাশগুপ্ত এবং কবিপুত্র ওথেলো হক।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী গোপা মণ্ডল। এদিনের প্রধান অতিথি এবং কবি ও গবেষক রফিক উল ইসলামের সম্পাদনাতেই গ্রন্থদুটি প্রকাশিত হয়েছে। সেকারণে সভার সূচনাতেই তিনি এই গ্রন্থদুটি প্রকাশের পেছনের অনেক অকথিত কাহিনী তুলে ধরেন। মৃত্যুর পর দীর্ঘ ২০ বছর মুদ্রিত পৃথিবীতে কোথাও সামসুল হককে পাওয়া যায় না এটা তার পাঠকদের কাছে এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ছিল। কবিপুত্র ওথেলো হকের সার্বিক সম্মতিতে এবং দেবদুলাল পাঁজা, সৌমিত বসু আর শান্তনু প্রধানের সহযোগিতায় রফিক উল ইসলাম এই কাজটি করতে পেরেছেন বলে জানান। সম্পাদনার কাজে একেবারেই সূচনাপর্ব থেকে দেবদুলাল পাঁজার সহযোগিতার কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। কবি সুবোধ সরকারের উপস্থিতিতে কলকাতা থেকে এত দূরে এমন একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্যে কলকাতা এত দূরে এমন একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্যেও সৌমিত বসু, দেবদুলাল পাঁজা এবং শান্তনু প্রধানের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন, দুপার বাংলা জুড়ে কবি সামসুল হকের যে ভক্ত পাঠকেরা রয়েছেন এতদিনে তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হল।

গ্রন্থ দুটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশের পর কবিপুত্র ওথেলো হক এই বিরাট কাজের সঙ্গে যুক্ত সকলকে তার কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার মত সুযোগ অথবা স্বচ্ছলতা তার নেই। তাই বইপত্র এবং বিভিন্ন নথির ক্ষেত্রে যেটুকু সহযোগিতা করা উচিত তিনি অকুন্ঠচিত্তে তা করেছেন।

বাংলা কবিতায় কবি সুবোধ সরকার একটি প্রিয় নাম। নতুন করে তাঁর পরিচয় দেওয়ার কিছু নেই। তবুও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক দেবদুলাল পাঁজা সুবোধ সরকারকে নিয়ে তাঁর সম্প্রতি লেখা একটি কবিতা পাঠ করে দর্শকদের সঙ্গে কবির পরিচয় করিয়ে দেন। এরপরই কবি সুবোধ সরকার তাঁর প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গীমায় এদিনও যে বক্তব্য রাখেন তা উপস্থিত সকলকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে কফি হাউসের একটি অভিজ্ঞতার কথা তিনি সকলকে জানান। কবি সামসুলের লেখা 'খোকা ভাত খাবি আয়' কবিতাটি কবি সুবোধ সরকারের মতে ছিল ওই বছরের লেখা শ্রেষ্ঠ কবিতা। তিনি বলেন, একজন কবির লেখা ছাড়া মহাকালের চলার পথে আর যে কিছুই থাকে না তার একটি বড় প্রমাণও কবি সামসুল হক। আর তা না হলে মৃত্যুর ২০ বছর পর এমন সগৌরবে সামসুলের কবিতার গ্রন্থ পাঠকের দরবারে ফিরে আসতো না। তাঁর মতে সামসুল হক তাঁর সময়ের নিরিখে এবং আজও অসম্ভব আধুনিক ও শব্দ সচেতন এক কবি। কলকাতা নয়—গত অর্ধ শতাব্দীতে বাংলা কবিতার হাল ধরে রেখেছেন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের কবিরাই। সুবোধ সরকারের মতে সামসুল হক তাঁদেরই একজন। বক্তব্য রাখার পর উপস্থিত দর্শকদের অনুরোধে কবি সুবোধ সরকার তাঁর লেখা বিখ্যাত 'ঘুষ' কবিতাটি পাঠ করে অন্য এক কাব্যভুবন তৈরি করে দেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে অসাধারণ কবিতা পাঠ করেন—কবি রফিক উল ইসলাম, কবি ঋজুরেখ চক্রবর্তী, কবি সৌরভ চন্দ্র, কবি অর্ণব সাহা, কবি কৌশিকী দাশগুপ্ত, অরুণ পাঠক এবং শান্তনু প্রধান। এছাড়াও দ্বিতীয় পর্বের কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন কবি দেবপ্রসাদ পুরকাইত, অর্চনা ঘোষ, তপন কুমার গিরি, তাপস মাইতি, সুনেন্দু পাত্র, বিধানচন্দ্র হালদার, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ পড়ুয়া, মেহবুব মোল্লা, অভিনন্দন মাইতি প্রমুখ। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে পরিবেশ উপযোগী সঙ্গীত পরিবেশন করেন গীতা দত্ত বসু, প্রসাদ মাকড়, মানসী মাকড়, বসন্তবিকাশ দাস এবং তপন ত্রিপাঠী। কবি সামসুল হকের লেখা দুটি কবিতা পাঠ করেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী দেবাশিস মান্না। কবির ব্যক্তিগত জীবন এবং পারিবারিক সম্পর্কের নানান কাহিনী তুলে ধরেন একদা কবির সহকর্মী পূর্ণেন্দু শেখর পন্ডা।

যমালয় জমজমাট

ইন্দ্রজিৎ আইচ : আমরা সবাই এই সময়ে খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে অতিবাহন করছি। এই পরিস্থিতিতে কেউ চাইছে সাহিত্যিক হতে আবার কেউ নেতা অথবা অভিনেতা। তাই নিয়ে এক মজার নাটক মঞ্চস্থ করলো গোবরডাঙার খাঁটুরা চিত্রপট নাট্যদল। এই নাটকের নাম যমালয় জমজমাট। সম্প্রতি শিশির মঞ্চে নাটকটি পরিবেশিত হল। রচনা ও নির্দেশনা শুভাশিস রায়চৌধুরী।

সাহিত্যিক অভিনেতা-নেতা এই তিনজন যমালয়ে ঢুকতে চায়। যমালয়ে ঢোকার অনুমতি দেন চিত্রগুপ্ত। কিন্তু চিত্রগুপ্ত বুঝে যান এরা এলেই অশান্তি অনিবার্য। তাই তিনি যমালয়ের অতন্দ্র প্রহরী গজাকে সতর্ক করে দেন। ওই তিনজন ব্যক্তি গজাকে নানা লোভ দেখায়। গজার প্রাথমিক ইচ্ছা জাগলেও পরে ভন্ডামিগুলো বুঝতে পারে। এবং শেষমেশ চিত্রগুপ্ত ও গজার চেষ্টায় সাহিত্যিক অভিনেতা নেতার বিরুদ্ধে মামলা হয় যমালয়ের ন্যায়ালয়ে এবং প্রত্যেককে গণতন্ত্র এবং সুস্থ সংস্কৃতির শিক্ষা দেওয়া হয়। এই রূপকের আড়ালে সাধারণ মানুষের সুস্থ রুচিকে যারা প্রতিনিয়ত কুরুচিতে পরিণত করতে চাইছে তাদের চিহ্নিত করার প্রয়াসে প্রয়াসী চিত্রপট নাট্যদল। চমৎকার এক ঘন্টার এই নাটক 'যমালয় জমজমাট'।

এই নাটকে ভাল অভিনয় করেছেন (চিত্রগুপ্ত) তপন রায়চৌধুরী (প্রহরী গজা) সুরজিৎ হালদার (সুদর্শনা বসু) অম্যতা মুখার্জী (সুখবিলাস), সুজিত মজুমদার (নট সম্রাট) শঙ্খদীপ রায়চৌধুরী (উকিল) সোমনাথ সিনহা এবং বিচারকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শুভাশিস রায়চৌধুরী, এছাড়া স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবহ, চন্দন ভট্টাচার্যের মঞ্চ, সোমা-আবিরের আলো যথাযথ। সবমিলিয়ে দেখার এবং মনে রাখার মতন নাটক 'যমালয় জমজমাট'।

ত্রিসপ্তক-এর বসন্তোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতায় ৪ঠা মার্চ বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন কক্ষে ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের কর্ণধার ঋষিণ মিত্রের আহ্বানে সান্ধ্য বসন্তোৎসবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, দুই মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত একচল্লিশজন সম্পাদক, সম্পাদিকা, সাহিত্যিক, শিল্পীরা। ঋতুরাজ বসন্তের প্রাকৃতিক শোভা এবং ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের কর্মপ্রবাহ নিয়ে বক্তব্য রাখেন ''জনসমুদ্র'' পত্রিকার সম্পাদক (মাঙ্গলিকীর প্রধান উপদেষ্টা) শিক্ষাবিদ্ ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধন। বক্তব্য রাখেন ডাঃ শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন মজুমদার, রাণা পাল, সমররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্যাণ পাল, ডাঃ রূপালী বিশ্বাস, পৃথা শেঠ, বাসুদেব দাস প্রমুখ। আবৃত্তি, কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ পাঠে অংশগ্রহণ করেন মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতা চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন চন্দ্র দাস, কৃষ্ণ পাল, কোহিনুর কুমার, শ্রীময়ী চক্রবর্তী, প্রশান্ত দাস, শ্যামা দে, সুদীপা সাহা, ভাস্বতী সেনগুপ্ত প্রমুখ। ঋষিন মিত্রের বক্তব্যের পর শেষ হয় ত্রিসপ্তক-এর সান্ধ্য বসন্তোৎসব। এই অনুষ্ঠানে নিত্যানন্দ দাস সম্পাদিত 'সহযোদ্ধা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব

হীরালাল চন্দ্র

গত ১০ মার্চ সন্ধ্যায় ঠাকুরের পদধূলিধন্য রাজা দিগম্বর মিত্রের বাসভবনে ''ঝামাপুকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সংঘের'' উদ্যোগে এবং কর্মাধ্যক্ষ সমর সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে ''যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৮১ তম শুভ জন্মতিথি মহোৎসব'' মহাসমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। রামকৃষ্ণের মহান ঐতিহাসিক জীবনী ও অমরবাণী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন দেশ পত্রিকার সম্পাদক সুবক্তা হর্ষ দত্ত। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ''সারদা মহিলা শাখার'' সভ্যাবৃন্দ। এছাড়া বিশেষ পূজা, হোম, ভোগ নিবেদন, সন্ধ্যারতি, আরত্রিক ভজন, ধর্মসভা ও অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরিচালনা করেন সম্পাদক অমিত সুর রায়।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ জানুয়ারি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সল্ট লেক সিটি বিএ ব্লক কমিউনিটি হলে ''ওস্তাদ আমির খাঁন ও পণ্ডিত শ্রীকান্ত বাকরের স্মৃতি সঙ্গীত সংস্থার'' উদ্যোগে সপ্তম বার্ষিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন আকাশবাণী কলকাতার প্রাক্তন অধিকর্তা পণ্ডিত সুনীত চট্টোপাধ্যায় ও সভাপতি ডাঃ নির্মলেন্দু কুন্ডু। প্রথমে সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ইন্দ্রদীপ ঘোষ বেহালায় রাগশুদ্ধ সরিং প্রথমে আলাপ পরে ঝাঁপতাল বিলম্বিত তিনতালে গত বাজিয়ে মুগ্ধ করেন। তবলায় সমীর নন্দী প্রশংসনীয়। অপর্ণা দে মধুবন্তী রাগে খেয়াল একতাল বিলম্বিত ও তিনতালে বন্দিশ গেয়ে শোনান। অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়েরর সঙ্গত শিল্পীকে উৎসাহিত করে। হারমোনিয়াম বাজান অভিজিৎ চক্রবর্তী। পাকিস্তানের ওস্তাদ আসরফ শরিফ খাঁন সেতারে রাগ মারবা আলাপ জোড়, ঝালা, অবিস্মরণীয় তাঁর হাতের যাদু। পরে মিশ্র ধুন বাজিয়ে শ্রোতাদের আপ্লুত করেন। সঙ্গে অনবদ্য তবলা বাজান অমিত চট্টোপাধ্যায়। পরিশেষে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা কর্ণধার (সম্পাদক) সমীর জানা রাগ মালকোষ বিলম্বিত ঝুমরা ও তিনতালে কিছু বন্দিশ গেয়ে শোনান। পরে চারুকেশি রাগে বন্দিশ শুনিয়ে মোহিত করে দেন। সাথে অসাধারণ তবলা বাজান প্রতিভান তবলাবাদক মনোজ পান্ডে।

USTAD AMIR KHAN AND PANDIT
SRIKANT BAKRE SMRITI SANGEET SANSTHA
(Regd. No. 41744)
Presents
Hindusthani Classical Concert
17th January - 2016
Sunday
From 9.00 A.M. to P.M.

রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ জানুয়ারি পশ্চিম পুটিয়ারির রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের (৬০ বছর পেরিয়ে গিয়েছে পাঠাগারের বয়স) বার্ষিক সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুষ্ঠান হয়ে গেল স্থানীয় তিওয়ারি বালিকা বিদ্যালয়ের বিরাট হল ঘরে। মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন পাঠাগারের সভাপতি ভূপেশ দাস, মাসিক সাহিত্য সভার সভাপতি কবি রত্নেশ্বর হাজরা ও বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি কবি দীপ মুখার্জী। সঞ্চালনায় ছিলেন বাচিক শিল্পী উদয় চক্রবর্তী, সহ সঞ্চালনায় গীতা অধিকারি।

সারস্বত সন্ধ্যায় গোড়াতে স্কুলের প্রাঙ্গণে স্থাপিত বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করলেন সাহিত্য সংগঠনের সহ-সভাপতি কবি/লেখক সৌরীন চ্যাটার্জী। সভা ঘরে প্রদীপ প্রজ্বলন করলেন ভূপেশ দাস সহ আরও অনেকে।

গীতা সাহার স্ত্রোত্র পাঠসহ ভজন পরিবেশনের মাধ্যমে আসর শুরু হল। ভূপেশ দাসের লিখিত ভাষণ পাঠ করলেন সৌরীন চ্যাটার্জী। নিবন্ধটির মাধ্যমে সকলে জানলেন পাঠাগারের সুদীর্ঘকালের পথ চলার কথা, 'কান্না হাসির দোল দোলানির' মতন এক অনবদ্য প্রতিবেদন। পাঠাগারের বর্তমান হাল হকিকৎ, মাসিক সাহিত্য সভার কথা সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে জানা গেল গ্রন্থাগারিক চয়ন ব্যানার্জীর প্রতিবেদনে।

পাঠাগারের বার্ষিক অনুষ্ঠান হিসাবে আগেই হয়ে গিয়েছে ছোটদের 'বসে আঁকো', আবৃত্তি ও গানের প্রতিযোগিতা। আঁকা ছবিগুলি হলঘরের দুধারের দেওয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। আবৃত্তি, গানে যে সব ছোটরা প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে তারা তথা অপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, ঋতময় চট্টোপাধ্যায় (কবি দীপ মুখার্জীর কবিতা), অভিনেত্র ভাদুড়ি (সুনিশ্চিতভাবে আগামী দিনে এই বালকের নাম আবৃত্তিকার হিসাবে বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে উজ্জ্বল ভাবে উঠে আসবে), দীৎসা স্যান্নাল, স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য, শোভনিকা চট্টোপাধ্যায়ের (দীপ মুখার্জীর কবিতা) নাম উল্লেখ করতে হয়। এছাড়া 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' পরিবেশন করল অপ্রতিম—সাঁঝ বেলায় যেন সত্যিই রৌদ্রের 'প্রদীপ' জ্বেলে দিল...

শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা বললেন, তিনি আজ সভার 'মধ্যমণি' হয়ে বসে আছেন— তাঁর দুপাশে দুই প্রকৃত 'মণি'-র উপস্থিতিতে। শ্রী হাজরা পাঠাগারের কথা, মাসিক সাহিত্য সভার কথা বললেন। কবি দীপ মুখার্জীর কবিতা/ছড়া দীপ মুখার্জীকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয়। একথাও বললেন শ্রী হাজরা। পরে শোনালেন তাঁর কবিতা— আরও একবার সকলের মন আবিষ্ট করলেন তাঁর অনবদ্য রচনায়...

কবি দীপ মুখার্জীর হাতে বিশেষ 'পুস্তক উপহার' তুলে দিয়ে সারস্বত সন্ধ্যাকেই সমৃদ্ধ করা হল... দীপ মুখার্জী তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা, ছড়া শুনিয়ে আসর মাতিয়ে দিলেন ('হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা' তো ছিলই শেষ নিবেদন হিসাবে!)...

এদিন আরও যে সব ছোটরা গান শুনিয়েছে তারা হল দীৎসা স্যান্নাল, সমাদৃতা বসাক, প্রীতম দত্ত। ছোটদের পরিবেশিত আবৃত্তি, গানের সাথে সমান ভাবে আসর জমিয়ে দেয় ক্ষুদে জাদুকর স্পন্দন তার সংক্ষিপ্ত জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে। এদিন বৃন্দ গান হিসাবে 'এবার তোর মরা গাঙে' পরিবেশিত হল। এক পর্বে প্রতিযোগিতায় জয়ী ছোটদের হয়ে পুরস্কার তুলে দেওয়া হল। আসরে আসেন 'রেডিও জকি' মিতা ঘোষ। রবীন্দ্র কবিতার আংশিক আবৃত্তি শোনান। সকলের মন ভরিয়ে দেন। রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারকে কেন্দ্র করে বিশেষ ভাষণ দেন ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। একই সূত্রে গাঁথলেন ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ-মা সারদা-স্বামী বিবেকানন্দের কথা।

এদিন বহু কবি তাঁদের কবিতা শোনান। এঁদের মধ্যে ছিলেন সুব্রত ভদ্র, ডাঃ রূপালী বিশ্বাস, উদয় চক্রবর্তী প্রমুখ। আলাদাভাবে উল্লেখ্য কলকাতার সংস্কৃতি প্রেমি বরিষ্ঠ ইংরেজ রণ চ্যাটবার্গের একটি বিখ্যাত ইংরাজি কবিতা 'নাইট মেল'-এর পাঠ। গানে গানে যাঁরা আসরকে আরও উজ্জ্বল করলেন তাঁরা হলেন মৃত্তিকা চট্টোপাধ্যায়, দেবযানী সমাদ্দার, শুভাশিস কর প্রমুখ। আসর চলে রাত্রি ৯টা পার করে। 'মন ক্যামেরা' সাহিত্য পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে কবি রত্নেশ্বর হাজরা, দীপ মুখার্জির হাতে পত্রিকা তুলে দিয়ে। কিশোরী শাশ্বতী দের রবীন্দ্র কাব্যের আবৃত্তি আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয়।

প্রতি মাসের ৩য় শনিবার সন্ধ্যায় সাহিত্য-সংস্কৃতির আসর বসে পাঠাগার কক্ষে। সকল কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীকে আসরে স্বাগত।

জীবন দর্শন

মৃত্যুরূপ মহাকাল কাকে ভয় পায়?

ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

মৃত্যুরূপ মহাকাল মানব জীবনে যখন আসে তখন মানুষ ভয়ে প্রস্রাব পায়খানা করে ফেলে। তাই আমরা দেখি মৃত্যুর আগে মহাকাল মানুষের শিয়রে উপস্থিত হলে তাকে মানুষ দেখতে পায়। তার বিভৎস রূপ প্রত্যক্ষ করে মানুষ প্রস্রাব পায়খানা করে ফেলে। এই কাল সম্বন্ধে আমাদের দেশের মহান আচায শঙ্করাচার্য কি বলছেন শোনা যাক।

মা কুরু ধনজন যৌবন গর্বংঃ
হরতি নিমেষাৎ কাল সর্বম।
মায়াময়মিদম অখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।

ধন দৌলত টাকা পয়সার অহংকার, শক্তির অহংকার বা যৌবনের অহংকার, গর্ব এক নিমেষে কাল হরণ করে নেয়। কারও কোনও কথা শোনে না। সত্য ত্রেতা দ্বাপর, কলি যুগে কত শক্তিশালী মানুষ জন্মেছেন তারা পেশী শক্তির বা অর্থবলে বলীয়ান হয়ে তারা প্রকৃত স্রষ্টাকে ভুলে যায়। কিন্তু তার শেষ ফল ভাল হয়নি কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এই মৃত্যুরূপ মহাকালকে জয় করার জন্য হিরণ্যকশিপু মন্দার পর্বতে এক গুহার মধ্যে বহু বৎসর এক জায়গায় মহাকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তপস্যা করেছিলেন। তার তপস্যার ফল স্বরূপ তার শরীর থেকে নির্গত তেজ রাশি চারদিক ব্যাপ্ত করে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। শেষে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুকে বর দিতে চাইলেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছে অমর বর চাইলেন। মহাকাল যেন তাকে স্পর্শ না করে। মৃত্যু যেন কোনওভাবে আমার কাছে না আসে। কিন্তু ব্রহ্মাজী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে যে গীতার শিক্ষা নিয়েছিলেন তা হিরণ্যকশিপুকে বললেন:

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

এই পৃথিবীতে যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু নিশ্চিত তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী । অতএব তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। অথবা হিরণ্যকশিপু মৃত্যুকে যত প্রকারে রোধ করা যায় তাই প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মাজী তার সকল প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলে কি সেই প্রার্থনা।

১) আপনার সৃষ্টির কোনও প্রাণী আমাকে হত্যা করতে পারবে না।

ব্রহ্মা বললেন তথাস্তু।

২) আমাকে বর দিন যাতে আমার গৃহের ভিতরে কিংবা গৃহের বাইরে মৃত্যু হবে না।

ব্রহ্মা বললেন —তথাস্তু।

৩) আমাকে এই বর দিন যাতে আমি দিনের বেলা বা রাতের বেলায় মরব না।

ব্রহ্মা বললেন— তথাস্তু।

৪) আমি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কোথাও আমার মৃত্যু হবে না।

ব্রহ্মা বললেন—তথাস্তু।

৫) দেব, দৈত্য, পশু, পাখি, মানব কারও হাতে আবার মৃত্যু হবে না।

ব্রহ্মাজী বললেন—তথাস্তু।

৬) কোন অস্ত্রে আমার মৃত্যু হবে না।

ব্রহ্মাজী বললেন—তথাস্তু।

৭) এই সৃষ্টির কোন প্রাণী বা অপ্রাণী আমাকে মারতে পারবে না

ব্রহ্মাজী বললেন—তথাস্তু।

৮) কোনও স্বর্গ-মর্ত পাতালের কোনও অধিবাসীর হাতে আমার মৃত্যু হবে না।

ব্রহ্মাজী বললেন—তথাস্তু।

৯) হে সৃষ্টিকর্তা আমি যেন ব্যধিগ্রস্ত বা জরাগ্রস্ত না হই।

ব্রহ্মাজী বললেন—তথাস্তু।

১০) আমাকে কেহ কেহ যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবে না।

ব্রহ্মাজী বললেন—তথাস্তু।

এইভাবে হিরণ্যকশিপু যত রকমভাবে মৃত্যুকে রোধ করা যায়, ব্রহ্মাজীর কাছে বর প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মাজী হিরণ্যকশিপুকে বললেন তুমি যে সমস্ত বর প্রার্থনা করলে তা অধিকাংশ ব্যক্তির কাছে দুর্লভ। তবুও আমি তোমাকে সব কটি প্রার্থনা মঞ্জুর করছি। এবার তুমি খুশি হও। হিরণ্যকশিপু ভেবেছিলেন তিনি অমর মৃত্যুঞ্জয়ী কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে এমনভাবে এমনরূপে নরসিংহরূপে হত্যা করেছিলেন যিনি ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট জীব নয়—সমস্ত শর্ত পুরণ করে তাকে নখের দ্বারা শরীর বিদীর্ণ করলেন।

নমস্তে নরসিংহায় নরসিংহদেব জয় হোক।

এভাবে কাল মহাকাল হিরণ্যকশিপুকে নিধন করেছিলেন।

ত্রেতায় রাবণ, ভয়ংকর দৈত্য তিনি স্বর্গের যাবার সিঁড়ি তৈরি করতে চেয়েছিলেন তার রাজ্যে দেব-দেবীর বন্দী দশায় ছিলেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী অর্থাৎ সীতাদেবীকে তিনি হরণ করেছিলেন সেই দুর্দান্ত প্রতাপশালী রাবণ নররূপী নারায়ণের হাতে মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

ইদানীংকালে কত বড় বড় যোদ্ধা নেপোলিয়ন, হিটলার, স্তালিন আরও কত বীর যোদ্ধা মহাকবলের কাছে তুচ্ছাতি তুচ্ছের মতো আত্মসমর্পণ করেছেন—

অনাদি কাল থেকে কত জ্ঞানী গুণী শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, যোদ্ধা জন্মেছেন সবাই মৃত্যুকে জয় করার প্রয়াস করেছেন। কেহ কেহ সৃষ্টির আদি পুরুষ সেই স্রষ্টাকে অস্বীকার করেছে কিন্তু কাল যখন শিয়রে এসেছে তখন ভয়ে শিউরে উঠে পায়খানা প্রস্রাব করে মৃত্যুরূপ কালের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তিনি কোনও প্রধান মন্ত্রী হোন আর প্রেসিডেন্ট হোন কালের কাছে সবাই মাথা নত করেছিলেন।

কাল আয়ুকে প্রতিনিয়ত হরণ করছে। এই কাল আমাদের জীবনে মায়ার প্রভাব বিস্তার করে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুরূপে আমাদের কাছে আসে এই কালরূপ মায়ার প্রভাবে আমরা আমাদের স্রষ্টাকে ভুলে যাচ্ছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অস্বীকার উপহাস করে নিজেদের কালের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করছি। যারা কৃষ্ণভক্ত কাল আসে বেড়ালের মুখে বেড়াল ছানার মতো। আর যারা অভক্ত, কৃষ্ণবিদ্বেষী কাল আসে বিড়ালের মুখে ইঁদুর ছানার মতো। তাই আদি শঙ্করাচার্য বার স্ত্রোত্রে বলছেন—

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং-প্রতিক্ষণে প্রতিদিনে কাল আমাদের আয়ু হরণ করছে,

যাতি ক্ষয়ং, যৌবনং— আমাদের যৌবন ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে।

প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পূনর্ণদিবসাঃ- যে দিনগুলি চলে যাচ্ছে সে দিনগুলি আর ফিরে আসবে না লক্ষ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে। সেকেন্ডও কেনা যাবে না।

কালো জগদ্ভক্ষক— কাল আমাদের জীবনকে অল্প অল্প করে ভক্ষণ করছে আমরা বুঝতে পারছি না। একটি বাস্তব উদাহরণ দিলে আমরা বুঝতে পারবো।

এ হলে ঘড়ির তিনটি কাটার মতো সেকেন্ডের কাটা নড়ছে আমরাও দেখতে পাচ্ছি মিনিটের কাঁটা নড়ছে অল্প হলেও টের পাচ্ছি আর ঘন্টার কাঁটা নড়ছে আমরা দেখতে পাইনা শুধু বুঝতে পারি সকাল থেকে সন্ধ্যা হলে রাত্রি শেষে সকাল হয়ে যায়। এইভাবে কাল নীরবে আমাদের আয়ুকে হরণ করছে। আমরা বুঝতে পারছি না। বুঝলেও তার প্রতিকারের চেষ্টাও করছি না।

কাল আমাদের আয়ুকে নিঃশব্দে হরণ করছে কিভাবে তার প্রতিকার করা যায় সে শিক্ষা দিয়ে আমাদের মহান আচার্য শঙ্করাচার্য বলছেন,

দিনঅপি রজনী সায়ংপ্রাতঃ
শিশির বসন্তৌ পুনরায়তঃ
কাল ক্রিড়তি গচ্ছতায়ু
স্তদপি ন মুঞ্চতাশাবায়ু

ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম মূঢ়মতে

দিন শেষে রাত্রি আসে, সকাল শেষে সন্ধ্যা আসে, শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, আবার শীত। এইভাবে আমাদের জীবনের আয়ুস্কাল মায়া হরণ করছে কিন্তু আমরা গোবিন্দের ভজনা করছি না। নিষ্কামভাবে গোবিন্দ ভজন না করলে মায়া প্রতিনিয়ত আমাদের দুঃখ দেবে— তাইতো চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব হয় বহির্মুখ।
এতয়েব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ।।

সারাদিন সংসারের আত্মীয় পরিজনদের ভরণপোষণের জন্য কর্ম হচ্ছে আর ভগবানের নাম সংকীর্তনের সময় নেই। এতে মায়া আপনাকে কেবল দুঃখই দেবে তাই আমাদের মত মূঢ় জীবকে গোবিন্দের ভজনের কথা বলেছেন।

জন্মের সাথে সাথে আমরা কালসাপের মুখে পতিত হই। একটু একটু করে কাল আমাদের আয়ু হরণ করছে। যার দশ বছর আয়ু মনে করা যেতে পারে কাল তার আয়ুকে দশ শতাংশ ভক্ষণ করেছে। যার বয়স ৭০ বছর তার ৭০ শতাংশ কাল হরণ করে নিয়েছেন।

কাল কাকে ভয় করে? কাকে সমীহ করে? কার কাছে মাথা নত করে?—কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ ভজনশীল ভক্তের কাছে। আপনি যদি বিশুদ্ধচিত্তে নিষ্কামভাবে ভগবানের ভজন পূজন ও আরাধনা করেন তবে কাল/মায়া আপনার আয়ুকে হরণ করবে না। আপনাকে দুঃখ সাগরে ফেলবে না। নামে এতই প্রভাব যে আপনি সামান্যমাত্র কৃষ্ণ ভজন করলে আপনি মহাভয় ও মহাবিপদ থেকে ত্রাণ পাবেন— সে কথা গীতায় বলা আছে।

নেহাভিক্রমসাশেরহস্তি প্রত্যাবায়োন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তো মহতে ভসাৎ।।

সামান্যতম কৃষ্ণভজন অনুশীলন করলে সংসারের মহাভয় থেকে ত্রাণ পাবেন। হরেকৃষ্ণ নাম কখনও ব্যর্থ হয় না। ভগবান বলছেন যারা আমার শরণাপন্ন হন কালরূপ মায়া তাদের দুঃখ দেয় না। তাই কালরূপ মায়ার হাত থেকে উদ্ধার পেতে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হোন— ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আমাদের কথা দিয়েছেন—

দেবী গুণবয়ী সম মায়া দূরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্বন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।।

মায়ার হাত থেকে কারও মুক্তি নেই। কেবল কৃষ্ণ ভাবনামৃতে রসাস্বাদন করলে মায়া আপনাকে স্পর্শ করবে না। তাই আমাদের জীবন কৃষ্ণ ভাবনায় গড়ে তুলতে হবে।

এই কলুষতার যুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমাদের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন— সততং কীর্তয়ন্তো মাং। সদা আমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করুন আর মায়ারূপ কালসাপকে দূরে রাখুন ও সুখী জীবন গড়ে তুলুন। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনের জয় হোক।

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০

বাগানের সামনে আইলিগের হাতছানি

ডার্বি জিততে মরিয়া উভয়পক্ষই

কমল নস্কর

সামনের শনিবার ডার্বিতে মুখোমুখি মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গল। সল্টলেক নয়, উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়িতে মোহন–ইস্টের লড়াই নিয়ে কম উত্তেজনা নেই। এমনিতে উত্তরবঙ্গে বাঙালদের প্রাধান্য বেশি থাকায় সেখানে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের ভিড় থাকার সম্ভাবনা। মোহনবাগানের অশ্বমেধ ঘোড়া ছুটে চলেছে আরও একটি আইলিগ ঘরে তোলার জন্য। শিলিগুড়ির মাঠেও কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে হাজির হবেন প্রচুর সমর্থক। ফলে শনিবারের ডার্বি জমে যাবে ভালোমতোই। সত্যিই আইলিগে এবারেও যেভাবে মোহনবাগানের রথ ছুটছে তাতে করে দ্বিতীয়বারের জন্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া যেন বাধা সবুজ–মেরুনের। আইএফএফের বদান্যতায় যতই মাঠের বাইরে থাকতে হোক না কেন কোচ সঞ্জয় সেনকে তাতে যেন হিতে বিপরীত হয়েছে। মোহনবাগানের প্লেয়ার থেকে সমর্থক, সদস্য থেকে মালি সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এর সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য। বলাবাহুল্য এই জবাব দেওয়ার এক এবং একমাত্র হাতিয়ার হল দ্বিতীয়বার আইলিগ জেতা। গত রবিবার ঘরের মাঠে শক্তিশালী মুম্বই এফসিকে ২–০ উড়িয়ে দেওয়ার পরে বাগানের আত্মবিশ্বাসের পারদ অনেকটাই চড়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে এএফসি কাপে একের পর এক বিদেশি দলকে হেলায় হারানো। হালফিলে ভারতীয় ফুটবলের যে হালচাল তার সামনে সিঙ্গাপুর বা হংকংয়ের মতো ক্লাব দল যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। এমতাবস্থায় যেভাবে সঞ্জয় সেন ব্রিগেড সিঙ্গাপুর এবং হংকংয়ের দল দুটিকে পর্যুদস্ত করেছে যা সম্মান বাড়িয়েছে গোটা ভারতীয় ফুটবলের। বিশেষ করে হংকংয়ের দলটিকে বাগান বাহিনী যেভাবে ৪–০ হারিয়েছে তার কোনও তুলনাই হয় না।

স্মরণকালে বিদেশিদের বিরুদ্ধে মোহনবাগান যেভাবে খেলছে তা মনে করাচ্ছে একসময়ের ইস্টবেঙ্গলের কথা। উল্লেখ্য একসময় ইস্টবেঙ্গল যেখানেই বিদেশি দল পেত না কেন, জ্বলে উঠত। মোহনবাগানের সেইরকম ট্র্যাক রেকর্ড কোনও দিন ছিল না। অথচ ইদানিং মোহনবাগান বিদেশি দেখলেই দুর্ধর্ষ খেলছে। তার ওপর যোগ হয়েছে আইলিগ এলেই বাগানের উজ্জীবিত ফুটবল। এই মোহনবাগান দলটাই কিনা কিছুদিন আগেও কী স্থানীয় কলকাতা লিগ হোক আর অন্য টুর্নামেন্ট অত্যন্ত জোলো পারফরমেন্স তুলে ধরছিল। সেই বাগান কোন মন্ত্রবলে এতটা পালটে গেল সেটাই এখন ময়দানের মূল চর্চার বিষয় দাঁড়িয়েছে। এটা ঠিক কোচ সঞ্জয় সেন দলকে একটা শক্তিশালী ইউনিট হিসেবে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু এই সঞ্জয় সেন তো কলকাতা লিগের সেই ডার্বিতেও ছিলেন যেদিন ইস্টবেঙ্গলের কাছে মোহনবাগান ০–৪ হেরেছিল। সেদিন মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের তফাৎ গড়ে দিয়েছিল যে সেও এক বিদেশি, দক্ষিণ কোরিয়ান ডু–ডং। সেই ডং এখন একেবারেই তলানিতে ঠেকেছেন। ইস্টবেঙ্গলের লাল–হলুদ ঝলকানি এখন তুলে ধরছে নাইজেরিয়ান গোল মেশিন র‌্যান্টি মার্টিন্স। তাকে মাঝেমধ্যেই সাহায্য করছে বিকাশ জাইরুরা। এখান পর্যন্ত গিয়ে থেমে যাচ্ছে বিশ্বজিত ভট্টাচার্যের দল। আর এখনকার মোহনবাগান এখানেই অনেকটাই এগিয়ে। প্রথম দল গুলি মারুন। রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে যাকেই বা পরীক্ষামূলকভাবে নামানো হচ্ছে না কেন সেই 'মার দিয়া কেল্লা' করে দিচ্ছে। তাছাড়া সনি নর্ডি, কাতসুমি, কর্নেল গ্লেনের মতো বিদেশিরা যে ফর্মে আছে তাকে স্বপ্নের টিম গড়ে উঠতে সাহায্য করছে। জেজে, বা গোয়ানিজ তারকারাও প্রায়ই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

আইলিগের প্রথম পর্বে বাগান–বেঙ্গলের একটা ডার্বি হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরং অত্যন্ত নিম্নমানের সেই ম্যাচে র‌্যান্টি মার্টিন্সের গোলে প্রায় জিততে বসা ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সমতা ফেরান বাগানের ক্যারিবিয়ান তারকা কর্নেল গ্লেন। ম্যাচের গোটা অংশটাই মূলত মাঝমাঠ নির্ভর খেলা হওয়াতে কোনও প্রাণ ছিল না সেই ম্যাচে। সামনের শিলিগুড়ি ডার্বি অবশ্য সেরকম নিষ্প্রাণ হবে বলে মনে হয় না। কারণ এখানে মোহনবাগানের কাছে দ্বিতীয়বার আইলিগ ঘরে তোলার চ্যালেঞ্জ। তার ওপর ইস্টবেঙ্গলকে ডার্বিতে মারতে পারলে তো সোনায় সোহাগা। এইসব ক্ষেত্রে অনেকসময় দেখা যায় আন্ডার ডগ'রা মেরে দিয়ে বেরিয়ে গেল। সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে বাগানকে। যদি ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে পুরো তিন পয়েন্ট পাওয়া যায় তবে মোহনবাগান অনেকটাই এগিয়ে যাবে জাতীয় লিগে।

ফের বাগানে খেতাব, বিধান তান্ত্রিকের

মলয় সুর

আইলিগে মোহনবাগানের অশ্বমেধের ঘোড়ার দৌড় অপ্রতিরোধ্য। ১৩ মার্চ রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় বারাসতের বিদ্যাগাসর ক্রীড়াঙ্গনে আইলিগের একাদশ ম্যাচে মুম্বই এফসিকে ২–০ গোলে হারিয়ে শীর্ষস্থানে অবস্থান আরও মজবুত করল সবুজ–মেরুন বিগ্রেড। আইলিগে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত দল বাগানের সংগ্রহ ১১ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট। এবারও দেখা গেল বিদ্যাসাগর স্টেডিয়ামে তান্ত্রিক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের করিশ্মা। স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে তাঁর লাল রঙের রুদ্রাক্ষের মালাটা বনবন করে ঘোরাচ্ছিলেন তিনি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ছাড়াও রয়েছে জোড়া হাড়গোড়, জবাফুল। মোহনবাগানের শীর্ষকর্তা দেবাশিস দত্তের আমন্ত্রণে ফের জাতীয় আইলিগ চ্যাম্পিয়ন জয়ের খেতাব পাওয়ার জন্য তান্ত্রিক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের মাঠে আগমন। কার্তিকবাবু মাঠে ঢোকার সাথেই উত্তর দিলেন মোহনবাগান দু'গোলে জিতবে। মুম্বই এফসির আরাজইজুমি, এরিক ব্রাউন এমন কি জাপানি মিডফিল্ডার রুইকিকে বোতল বন্দি করে দিয়েছি। বারাসত মাঠে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে একান্তে কথা হচ্ছিল। রুইকির ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া দুরন্ত শট গোলকিপার দেবজিৎ মজুমদার যখন অনবদ্য সেভ করে দলের নিশ্চিত পতন রোখেন তখনই বোঝা যায় মন্ত্রে কি না হয়। খেলার দিন তান্ত্রিক কার্তিকবাবু কল্যাণীর বাড়িতে মোহনবাগানের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ধুনি জ্বেলে মা কালীর কাছে নিষ্ঠার সঙ্গে যজ্ঞ করেন। ম্যাচ জেতার পর তান্ত্রিক কার্তিকবাবু বলেন, এবারও আইলিগ খেতাব আসবে গঙ্গা পারের সবুজ–মেরুন বিগ্রেডে।

কোচের সমর্থনে দশ হাজার সঞ্জয়

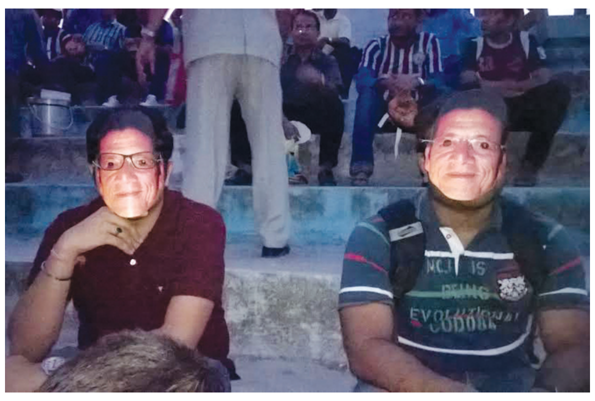

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৩ মার্চ রবিবার মোহনবাগান–মুম্বই এফসির গুরুত্বপূর্ণ আইলিগ ম্যাচে বারাসত স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে দশ হাজার সঞ্জয় সেনকে দেখা গেল। চমকপ্রদ এই ঘটনা ঘটাল বাগানের ফ্যানস ক্লাব। বাগান কোচের উপর ফেডারেশনের 'অন্যায় শাস্তির' বিরুদ্ধে স্টেডিয়ামে সেদিন এরকমভাবেই প্রতিবাদ জানায় সবুজ মেরুন সমর্থকেরা। এ আইএফের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার জন্য সঞ্জয়কে আট ম্যাচে সাসপেন্ড এবং দশ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। যা কমানোর জন্য অ্যাপিল কমিটির কাছে আবেদন করেছেন তিনি। কিন্তু ফেডারেশন সচিব কুশল দাস এখনও সভার দিনক্ষণ ঠিক করেননি। এদিন বাগানের রিজার্ভ বেঞ্চে কোচ সঞ্জয় সেন ছিলেন না। সঞ্জয় মাঠে ঢোকেননি। বসেছিলেন স্টেডিয়ামের ভিতর পুলিশ কন্ট্রোল রুমে। এদিন বারাসত স্টেডিয়ামে ছিল উৎসব মুখর পরিবেশ। মাইকে গান বাজছিল পালতোলা নৌকা ছুটছে দারুণ, সবুজ–মেরুন, সবুজ–মেরুন। হাতে হাতে বিলি হচ্ছে ফেডারেশনের দ্বারা শাস্তি প্রাপ্ত কোচ সঞ্জয় সেনের মুখোশ। অনুরাগীরা স্লোগান তোলেন সঞ্জয় আমরা তোমার পাশে আছি। লং লিভ মোহনবাগান। আজ অবধি কোনও শাস্তি প্রাপ্ত ভারতীয় কোচের সমর্থনে তাঁর মুখোশ পরে গ্যালারিতে বসে দর্শকদের সহমর্মিতা প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। সেদিক থেকে এক নজির গড়ে ফেললেন বাগান কোচ সঞ্জয় সেন।

চেতলার বাসিন্দা সঞ্জয় কোচ হিসেবে মোহনবাগানের জন্য দারুণ লাকি হিসেবে গণ্য হচ্ছেন। গতবারের জাতীয় লিগ জয় ছিল যুগের অবসানে ভারত সেরা হওয়ার পালা। এবার সেই মুকুট ধরে রাখার সংকল্প। এখনও পর্যন্ত যাতে অনেকটাই সফল সঞ্জয়বাবু। তা তিনি মাঠে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকুন আর না থাকুন। তাঁর সহকারী বিদেশি গার্সিয়া কিংবা দেশী শঙ্করলাল দুজনেই নিজের কৃতিত্ব তুলে ধরছেন ষোলোআনা ভাবে।

এখন আর মাত্র কয়েকটি ল্যাপ বাকি। এই পর্ব পেরোলে মোহনবাগান এবং সঞ্জয় সেন এক অন্য মাইলস্টোনে পৌঁছে যাবেন।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

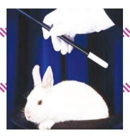
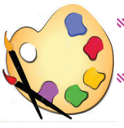

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

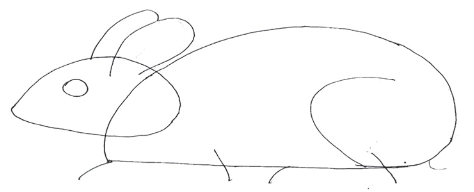
১

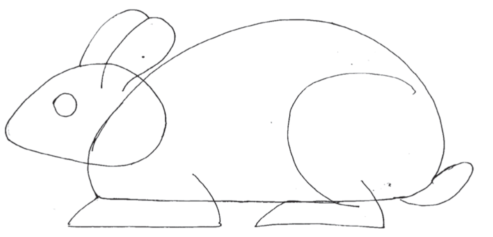
২

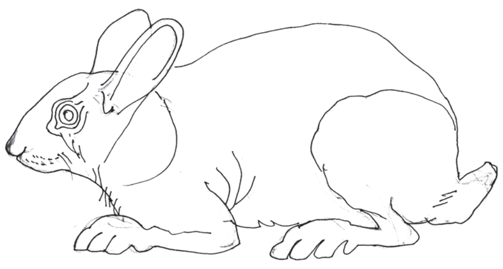
৩

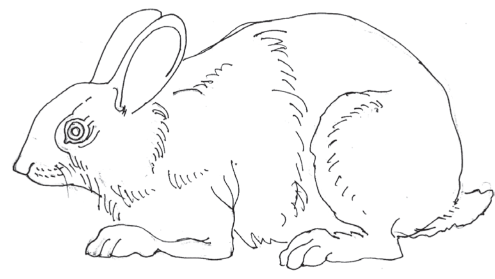
৪

জাদুকরের পুষ্যি!

জাদুকর তাঁর জাদু প্রদর্শনীর জন্যে একটা বাচ্ছা হাতি কিনে বাড়ি ফিরলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বৌ চেঁচাতে লাগলেন, 'ওরে বাবারে প্রথম খরগোস, তারপর একগাদা মুরগীর ছানা, আরপর এক ঝাঁক সাদা ঘুঘু আর এবার ডকটা হাতি— আমি বাড়িতে কোথায় থাকবো! ...আমি চললাম!' এই বলে জাদুকরের বৌ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন!...

কাটুনিস্ট : অ্যামেজিং মরিশ ১৯৬৬–তে মুদ্রিত।

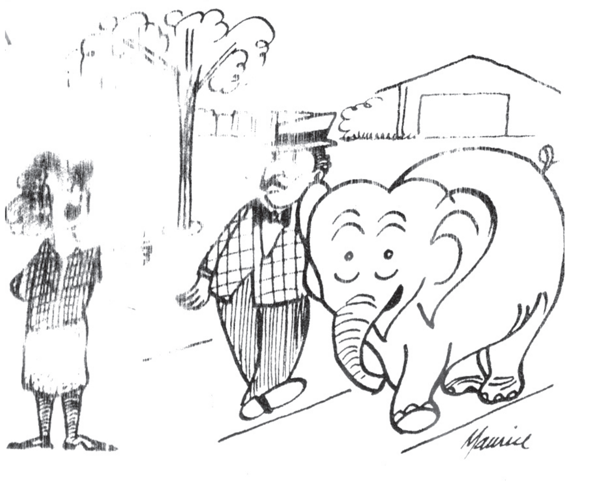

জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে

কবিতা

ডাক

লাবণী মান্না

শেয়াল ডাকে হুক্কাহুয়া
বেড়াল ডাকে ম্যাঁও–ম্যাঁউ,
আর খোকন সোনা–
তার সাথে সুরে সুর মিলিয়ে কাঁদে,
উঁয়াউঁয়াউ–উঁয়াউঁয়াউ।

ধাঁধা

একটি দোকানে একটি ভালো ফ্রেমে বাঁধানো একটি কথা আছে কথাটি হল ভোঁতা।

কথাটির মানে কি?

গত সংখ্যার উত্তর: মাংস
উত্তরদাতা– প্রিয়া লোধ, বরাহনগর

এসএমএস–এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ১৯–২৫ তারিখের মধ্যে ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

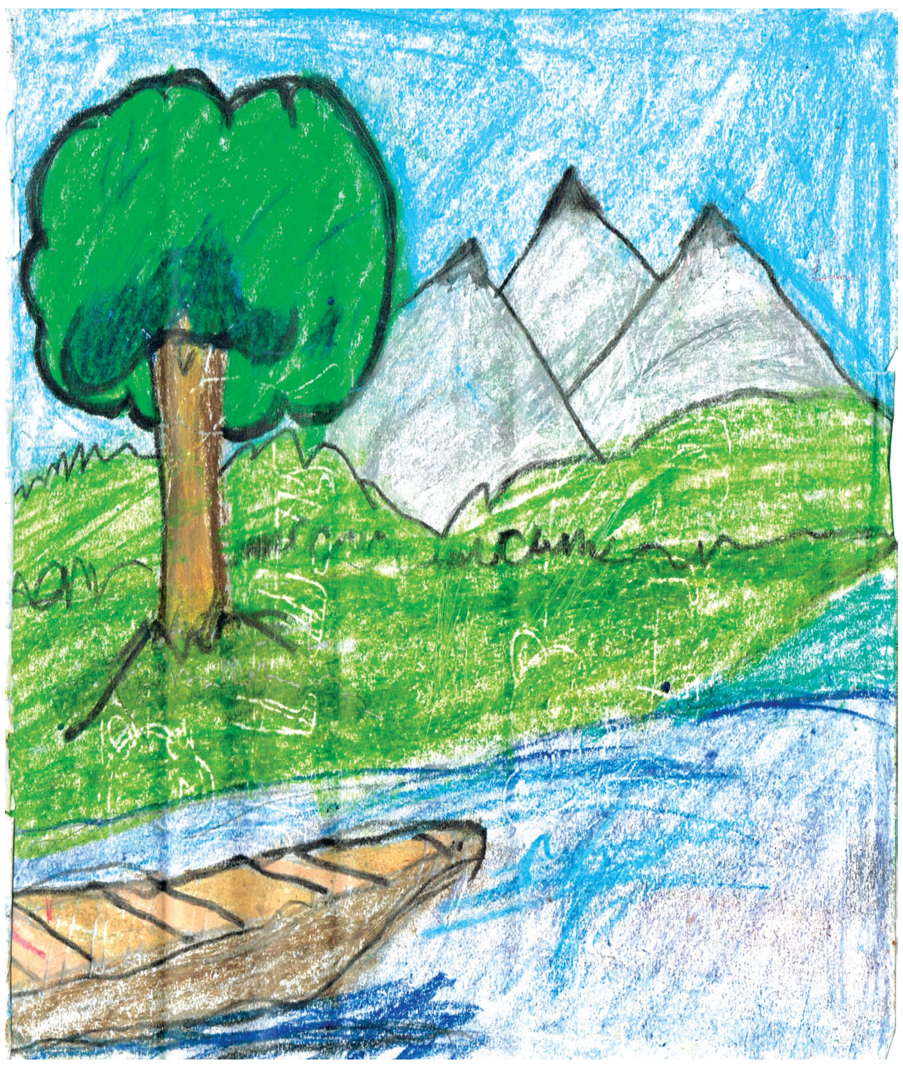

অদ্রিজা ঘোষ, প্রথম শ্রেণি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বারাকপুর

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com